স্বপ্ন-প্রয়াণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

শ্রাবণ ১৩০৩।

মূল্য ১৲ টাকা।

অশুদ্ধ-শোধন।

☞ নিম্নলিখিত অশুদ্ধ-শোধনে অধিকাংশ স্থানে কোটেষণ বসাইবার ত্রুটি এবং তাহার সংশোধন দৃষ্ট হইবে। পাঠক পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রদর্শিত সমস্ত ভুলগুলি পুস্তকের যথা-যথা-স্থানে পেন্‌সিল দিয়া সংশোধন করিয়া লইলে ভাল হয়—নচেৎ কোথাও বা অর্থবোধের ব্যাঘাত জন্মিবে—কোথাও বা ছন্দঃপতন হইবে।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	চরণ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪ ...	৩৭ ...	প্রথম	কিরিতে	ফিরিতে
১৫ ...	৪৬ ...	চতুর্থ	বিহিত ॥	বিহিত ॥”
১৭ ...	৫৯ ...	প্রথম	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
২৫ ..	৯৯ ...	চতুর্থ	চুমি’ ॥	চুমি’ ॥”
২৭ ...	১১০ ...	চতুর্থ	ছেয়ো !	ছেয়ো !”
৩৬ ...	১৫০ ...	তৃতীয়	হাহুতাশে !	হাহুতাশে
৪৩ ...	৩১ ...	চতুর্থ	অই !	অই !”
৪৩ ...	৩৪ ...	দ্বিতীয়	কহাকে	কাহাকে
৪৭ ...	৫৩ ...	দ্বিতীয়	কলপনা	কল্পনা
৫১ ...	৭৫ ..	চতুর্থ	জ্বলা	জ্বালা
৫৫ ...	৯৪ ...	চতুর্থ	নাই ॥	নাই ॥”
৬০ ...	১২২ ...	দ্বিতীয়	ক্ষম’	“ক্ষম’
৬৩ ...	১৩৯ ...	চতুর্থ	বিদ্নুৎ	বিদ্যুৎ
৬৮ ...	৯ ...	চতুর্থ	বই ॥	বই ॥”
৭৪ ...	৪৭ ...	প্রথম	“আশীষ্	আশিষ্
৭৮ ...	৬৯ ...	তৃতীয়	‘এবার	“এবার
৮৩ ...	১২ ...	চতুর্থ	পারাবার	পারাবার ॥”
৯৯ ...	১০১ ...	দ্বিতীয়	ভবষা	ভরসা
১৫৬ ...	১৪৪ ...	তৃতীয়	আশায় !	আশায়

স্বপ্ন-প্রয়াণ।

প্রথম সর্গ।

মনোরাজ্য প্রয়াণ।

সূচনা।

স্বপ্ন কবিকে মনোরথে চড়াইয়া দিল।

কল্পনা-সারথী কবিকে মনোরথে লইয়া চলিল।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥ ১॥
সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি'॥ ২॥
কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।

পরশের বশে মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে' ॥ ৩ ॥
অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায় অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা ॥ ৪ ॥
ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনো-মন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে-দেখিতে অমনি চকিতে
এ'ল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি' ॥ ৫ ॥
মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হ'য়ে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হ'য়ে কল্পনা-কুমারী ॥ ৬ ॥
দেখিতে না-দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায় ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্ব্বাণ ॥ ৭ ॥
কবিবর নাহি জানে কোথা রয়;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছু কাল পরে, আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয় ॥ ৮ ॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য!
নাহি দিক্ বিদিক্! অগম শূন্য! হেতায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা, এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন" ॥ ৯ ॥
কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি',
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য করি'!
কবিবর তায়, কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি'-রয় সকল পাশরি' ॥ ১০ ॥
কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিত-চ্ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু, পড়ি'রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা ॥ ১১ ॥
কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্ত্তে সে সব!
জাগি উঠে ভয় "স্বপ্ন এ ত নয়?"
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব! ॥ ১২ ॥
"সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায় আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী ॥ ১৩ ॥
"কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!

জাগিছে সে সব, যেন অভিনব !
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয় ! ॥ ১৪ ॥
"বেড়া'তাম কত হাসিতে খুসিতে !
বারেক না মনে হ'ত পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে !
শুধু জানিতাম, কল্পনা নাম,
"নব নব সাজি' সাজ ছলিতে আসিতে ॥ ১৫ ॥
"এখন আবার, একি চমৎকার,
রথ ল'য়ে আসিয়াছ সারথির ধরিয়া আকার !
অশ্ব, তেজে ভরা, মৃদুহস্তে মরা !
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার ॥ ১৬ ॥
"কোথায় চ'লেছে রথ, কোণাকুণি।"
"মনোরাজ্যে কবিবর!" হাসি বলে কল্পনা-তরুণী
কবি কহে "ওহো ! ঘুচি গেল মোহ !
রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য' শুনি ॥ ১৭ ॥
"তোমা-সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি !
অই মম জপ, অই মম তপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি !" ॥ ১৮ ॥
"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা !
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব্ব-অপসরা !
দলি' স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু !
কল্পতরু-ছায়াতলে রঙ্গে হাসে ধরা" ॥ ১৯ ॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি', হরি-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে লোল-দিল রাসে ;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ ॥ ২০ ॥
মনোরাজ্য—ক্রমে হৈল সন্নিকট ;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন, হর্ম্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা-করে দিগন্তের পট ॥ ২১ ॥
সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু ;
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত-তনু।
ঘন বনচ্ছায় কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু ॥ ২২ ॥
থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে ;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী, কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥ ২৩ ॥
"রম্য এ যে উপবন !"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক-পানে।
"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি',
সমীরে হেলি-দুলি',

করিছে কোলাকুলি,
অভেদ প্রাণে ॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক,
নয়ন অনিমিক,
ফিরান' দায়" ॥ ২৪ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

নন্দনপুর-প্রয়াণ।

সূচনা।

কবি বাল্যকালের পরিচিত আনন্দ-নিকেতনে গমন করিল। বাল্যকালে চিত্র-কর্ম্ম সঙ্গীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া কবি যেরূপ আনন্দে নিমগ্ন থাকিত সেই সকল পুরাতন কাহিনী পুনর্ব্বার নয়নে প্রত্যক্ষ করিল। শোভা এবং সাত্ত্বিকা (সত্ত্ব গুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়া-মাতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রধাবিত করিল। তামসী (তমো গুণ) কবির মনকে বিষাদে ডুবাইয়া দিল।

"আশ্চর্য্য এ দেশ"! কহে কবিবর
"কোথায় আনিলে তুমি আমায়! কি দিব্য সরোবর
শোভিছে অদূরে! কোন্ সুরপুরে
এ'লাম না জানি, ধরি' মর্ত্ত্য-কলেবর॥ ১॥
আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির!"
কহিল কল্পনা "এসেছ অল্প না—
তোমার মনের মত সরোবর তীর—
জিরাও বসিয়া কবি এই ঠাঁই।
আমি গিয়া আতিথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই।
সঙ্গী এক জন আসিবে এখন,
বলিও-কহিও তারে যখন যা' চাই॥ ৩॥
ধর' এই ফুল-মালা, নব-যাত্রি;
মায়া-দেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-অধিষ্ঠাত্রী।"

বলিয়া অমনি চলিল রমণী,
অন্ধকারে ডুবাইয়া পূরণিমা-রাত্রি ॥ ৪ ॥
"কোথা যাও সুন্দরি!" এতেক বলি'
তাকাইয়া থাকে কবি, কল্পনা যখন যায় চলি'
মন্দ-মৃদু-গতি, গেল সে যুবতী,
কবি ভাবে "শীঘ্র গেল যেমতি বিজলি" ॥ ৫ ॥
হায়! হায়! কলপনা গেল চলি'!
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি!
কেন আর মিছে সমীর বহিছে!
কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি!" ॥ ৬ ॥
স্বপ্নাবেশে পাইয়া বিপুল ধন,
জাগে যথা দীন-দুঃখী মণি-হারা ফণীর মতন,
কবির সহসা হ'ল সেই দশা;
স্বর্গ-হ'তে রসাতলে দারুণ পতন! ॥ ৭ ॥
হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস;
করে কুসুমের গুচ্ছ, মুখে হাসি, নবীন বয়স।
না জানি, যুবক, কি জানে কুহক,
করিল কবির মন মুহূর্ত্তেকে বশ ॥ ৮ ॥
সখ্য-রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া সংসর্গ যাচে।
সখ্য মৃদু হাসি' কুশল জিজ্ঞাসি',
ঢালিল মধুর বাণী সুললিত ছাঁচে ॥ ৯ ॥

"কবিত্ব যে কি বিত্ত, জানি তা' আমি ;
যশের সৌরভ-বশে আসিয়াছি, বাক্য-রস-কামী।
যেইরূপ অলি, মধু-কুতূহলী,
কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামী" ॥ ১০ ॥

কবি কহে "তব আগমনে আজ
কবিত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব ঋতুরাজ।
তব সু-পবনে কাব্য-উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ ॥ ১১ ॥

কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস,
এতেক কহিয়া মোরে পুরাও মনের অভিলাষ।
কোথা হ'তে আসা, কোন্ ঠাঁই বাসা ;
না শুনিলে বিবরণ নাহি মিটে আশ" ॥ ১২ ॥

হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস,
"পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস;
উঠাইলে গল্পে, ফুরা'বে না অল্পে,
দীনের কুটীরে হো'ক্ চরণ-পরশ" ॥ ১৩ ॥

কবি কহে "এই ঠাঁই আছি ভাল ;
এমন চন্দ্রমা ফেলি' রুচিবে না প্রদীপের আলো !
এ বা কি চন্দ্রমা ! তা'র সে উপমা
কোথায় পাইব ! হায় ! কোথায় লুকা'ল !" ॥ ১৪ ॥

কথাভাসে মনের বারতা লভি'
সখ্য-রস বলিল "নিরখি কেন ম্লান-মুখ-চ্ছবি ?

কি কষ্টের লাগি নিশ্বাস তেয়াগি'
রহিলে অমন করি'! কি ভাবিছ কবি?" ১৫ ॥
"পষ্ট কোন কষ্ট নাই" কহে কবি,
"যাতায়াতে অমন হইয়া-থাকে ম্লান মুখ-চ্ছবি;
সকলেরি হয়, মোর শুধু নয়!"
এত বলি' নিশ্বাসিল শান্তি নাহি লভি' ॥ ১৬ ॥
ডাকে সখ্য "কোথায় গো দাস্য-রস;"
ভৃত্য এক অমনি আইল তথা, না করি' আলস।
বস্ত্র বিছাইয়া, দ্রব্য গুছাইয়া,
হস্ত দুই করি'-লয় স্বাধীন স্ববশ ॥ ১৭ ॥
ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল,
সুবাসিত সুরঞ্জিত পরাইল বস্ত্র নিরমল।
তুলিয়া চম্পক, রচিয়া স্তবক,
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হ'ল পরাণ বিকল ॥ ১৮ ॥
ফল মূল মিষ্টান্ন, সায়াহ্ন কালে,
নিবেদিল কবিবরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে।
পাতিল তখন রাঙ্কব-আসন,
মরকত মণিময় ঘাটের চাতালে ॥ ১৯ ॥
যেমন বসিল কবি সুখাসনে,
অমনি ঘুচিল ক্লম, পথ-শ্রম না রহিল মনে।
ইহা করি লক্ষ, সুখী হয়্যে সখ্য,
বিবরিয়া বলে সব পথিক-সুজনে ॥ ২০ ॥

"সজ্জন-সেবায় আমি নিরলস,
গন্ধর্ব্ব, নিবাস বিলাস-পুর, নাম সখ্যরস।
নন্দনের পতি আনন্দ-ভূপতি—
তাঁরি আজ্ঞাকারী আমি রজনী-দিবস॥ ২১॥
মায়া-নামে আছেন বন-দেবতা—
রাণী তিনি আনন্দ-নরপতির, সতী পতিব্রতা।
কল্পনা-কুমারী কন্যা হন তাঁ'রি;
পাইনু তাঁহারি কাছে তোমার বারতা॥ ২২॥
জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপের, প্রমোদ নাম,
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি' নিজ ধাম।
প্রমোদ-যুবক মাতার সেবক,
কিন্তু জনকের প্রতি কিছু যেন বাম॥ ২৩॥
মায়া তা'রে দিলেন বিলাস-পুর,
স্নেহের হইয়া বশ; আমোদেই যুবা ভরপূর
সেই সে অবধি; সুখের জলধি
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর! ২৪॥
এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
মানস ইহার নাম; মনোরাজ্য যেমন সুন্দর,
মানস সরসী তাহারি আরসি;
শত নদ শত নদী সেবায় তৎপর॥ ২৫॥
ত্রিদিব হইতে নাবি' মন্দাকিনী
মিলিয়াছে এ-দিকে, ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনী

ভোগবতী নদী ; বলি সব যদি,
রাত্রি অবসান হ'বে, এত সে কাহিনী ॥ ২৬ ॥
তরঙ্গিনী-দোঁহার সঙ্গম-মুখে
ওই শোভে বিলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে।
অনিল-হিল্লোলে, বৃক্ষটি না দোলে,
আরামে ঘুমায় যেন চাঁদের মবূখে ॥" ২৭ ॥
কথা-বার্ত্তা চলিতেছে অবিরাম ;
হেনকালে আইল গন্ধর্ব্ব এক, সুদর্শন নাম ;
চড়ি' পুষ্পরথে, এ'ল শূন্য-পথে ;
আনন্দ-রাজার দূত নেত্র-অভিরাম ॥ ২৮ ॥
নামিয়া অভিবাদিয়া সমাদরে,
বলিল সে "স্মরিয়াছে নরপতি কবি-গুণধরে ;"
সখ্য বলে "আমি হই অনুগামী ;"
উড়িয়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥ ২৯ ॥
এড়াইয়া সুরভি কানন-পথ,
নব-নব দৃশ্য-সব দেখাইয়া চলে পুষ্পরথ।
কভু গাছ-পালা, বিহঙ্গম-শালা,
কভু নদী-সরোবর কভু পরবত ॥ ৩০ ॥
দিব্য এক বনোদ্যান-পরিসর,
মধ্যে এক অট্টালিকা, সেই ঠাঁই গনধর্ব্ব-বর
থামাইয়া রথ, দেখাইয়া পথ,
আগে আগে চলিল, বলিল তার পর ॥ ৩১ ॥

"শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী ;
রাজ-অট্টালিকা তার, দেখ এই, শত-দ্বারবতী।
মনো-দেবতার যত অবতার,
নিরখ তাঁদের এই সাধের বসতি" ॥ ৩২ ॥
সভা দেখি' অতুলন শোভাময়,
এগোইতে নারে কবি, থমকিয়া দাঁড়াইয়া-রয়।
বলে "মর্ত্ত্য-দেহে, হেন দিব্য গেহে,
কেমনে পা বাড়াইব শঙ্কিছে হৃদয়" ॥ ৩৩ ॥
সভায় পশিয়া কবি ধীরি-ধীরি,
দেখে দেব-মূর্ত্তি সব আছে বসি', সিংহাসন ঘিরি।
নিরখে সম্মুখে, প্রেমোজ্জ্বল-মুখে
বিরাজে আনন্দ যেন আনন্দ শরীরী ॥ ৩৪ ॥
নৃপতিরে অভিবাদে কবিবর ;
অভিবাদে সমস্ত সভাস্থ-জনে, যোড় করি কর।
বসিতে সহসা না হয় ভরসা ;
উঠিল আনন্দ-রাজ সদয়-অন্তর ॥ ৩৫ ॥
নামি'-আসি' আনন্দ জ্যোতিরময়,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে ঢালিয়া হৃদয়।
তখন কবির, মন হ'ল স্থির,
ভাবে "অভাজন-প্রতি দেবতা সদয়" ॥ ৩৬ ॥
সযতনে বসাইয়া কবিবরে
বলে ভূপ "শূন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত দিন পরে।

সেই তুমি কবি ফিরিতে অটবী,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্ত্তের তরে—
ধীর যুবা, এবে দেখি, মনোহর!
কবি কহে "কিবা তরু কিবা নদী কিবা সরোবর,
যেই কোন ঠাঁই নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥ ৩৮ ॥
দ্যুতিময় বিচিত্র এ নিকেতন
প্রথমে পশিনু যবে, মনে হ'ল সকলি নূতন।
দেখি' এবে স্নেহ ঘুচিল সন্দেহ!
সেই ঘর! সেই দ্বার! সেই বাতায়ন"! ৩৯ ॥
প্রমোদের ছোট'-দুই সহোদরে
নিরখিল কবিবর; হরষ-উল্লাস নাম ধরে
যমক সে-দুটি; আঁখি ফুট্‌ফুটি'
হাসিতে লাগিল হেরি' কবি-সুধাকরে ॥ ৪০ ॥
মৈত্র বলে "অমন করিতে নাই";
হাসি' বলে অনুরাগ "সমান চঞ্চল দুই ভাই"!
বলিল বাৎসল্য "বালক-চাপল্য
বালকে না যদি র'বে, র'বে কোন্ ঠাঁই"? ৪১ ॥
স্বাস্থ্য বলে "চাপল্যে সাফল্য আছে;
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে কি তা' ক্ষুদ্র চারা-গাছে?
বালক-রুধির হয় কভু ধীর?
অর্থহীন কার্য্য নাই প্রকৃতির কাছে ॥ ৪২ ॥

দাক্ষ্য বলে "চাপল্য যেমন চাই,
শিক্ষা চাই তা'র সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই।"
বলিল কৌশল, "দুয়ের মিশল
শক্ত হ'য়ে ওঠে, ভাই, করিলে শক্তাই ॥ ৪৩ ॥
আগে দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনা,
তা'র পর শিক্ষা-দান; এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান, চাই অবধান;
দুগ্ধে নাহি পশে যেন অম্ল-রস-কণা ॥" ৪৪ ॥
বলিলেন ভূপতি বালক-দ্বয়ে,
"ঘরে যাও এখন;" চলিল দোঁহে ভিতর-আলয়ে।
বাৎসল্যের প্রতি চাহি' নরপতি,
বলিলেন "কি ভাবিলে প্রমোদ-বিষয়ে ॥ ৪৫ ॥
"সভাসদ সবে আজি উপস্থিত,
খুলি'-বল' নিজ-নিজ অভিপ্রায় বাছি' হিতাহিত।
যা' বলিবে তা'র মন্থি' ল'ব সার,
বিবেচিয়া তা'র পর করিব বিহিত ॥ ৪৬ ॥
বাৎসল্য বলিল তবে "নরপতি,
বিশেষ একটু বিবেচনা চাই প্রমোদের প্রতি।
বয়স যেরূপ, তা'রি অনুরূপ
আচরণ হইয়াছে তাহার সম্প্রতি ॥ ৪৭ ॥
যৌবনের বাতাস লাগিলে গায়,
মনো-অশ্ব উদ্দাম হইয়া উঠি' ঊর্দ্ধ-মুখে ধায়।

কে তখন তা'রে, ফিরাইতে পারে ?
ঠেকিয়া, আপনি ফিরে, পথের বাধায় ॥ ৪৮ ॥
অপরাধী যুবক মানিনু আমি,
কিন্তু দূত পাঠাইল সে যখন অনুগ্রহ-কামী,
তখন কি তা'রে, অকূল পাথারে
ফেলি' রাখা উচিত, নন্দনপুর-স্বামি ?" ॥ ৪৯ ॥
নিবেদিল কৌশল "বল্যেছ ঠিক ;
কিন্তু বিবেচনা চাই—প্রিয় যা'র বিলাসের দিক্
বিনা-প্রলোভনে নন্দন-ভবনে
তিষ্ঠিয়া-থাকিতে নারে ক্ষণের অধিক ॥ ৫০ ॥
সংযম যাহার নাহিক সাধা,
শ্রেয়'-পথে ফিরিতে আপনি হয় আপনার বাধা।
ছাড়া পে'লে অশ্ব, ছুটিবে অবশ্য ;
ভক্ষ্য দেখাইয়া এবে, তা'রে চাই বাঁধা ॥ ৫১ ॥
যৌবরাজ্য প্রলোভন উপাদেয় ;
তা'ই তা'রে অনুমতি কর' ভূপ ; তনয়ে অদেয়
কি আছে পিতার ? পে'লে রাজ্য-ভার,
অবশ্য বাছিতে হ'বে শ্রেয় আর হেয় ॥" ৫২ ॥
মৈত্র বলে "যদিও বিলাস-পুর
চির-বসন্তের বাস, পাতাল নহেক বড় দূর
সে স্থান-হইতে ; দানব-সহিতে
সতত সঙ্গ্রাম বাধে দারুণ নিষ্ঠুর ॥ ৫৩ ॥

"দূত-মুখে প্রমোদ কহিছে এই,
'অন্বেষিয়া জানিলাম শত্রু মোর সকল দিকেই ;
যদি মোর প্রাণ বাঁচাইতে চা'ন,
সহায় পাঠা'ন পিতা এই মুহূর্ত্তেই॥' ৫৪ ॥

"সহায়-প্রেরণে হো'ক্ অনুমতি
নহিলে যা' দেখিতেছি-শুনিতেছি ভাল নহে গতি।
শাসাইছে তা'রে, দর্প-সহকারে,
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-পতি॥" ৫৫ ॥

অনুরাগ বলিল "বিলম্ব করা
ভাল না দেখায় আর ; শুভ কাজে সাজে ভাল ত্বরা।
অক্ষৌহিণী-দশ লয়ে্য, বীররস,
নাশুক্ দানব-দর্প ! শান্ত হো'ক্ ধরা ! ৫৬ ॥

বীর-সঙ্গে সমরে পশিব আমি" ;
সভাস্থ সকলে বলে "মোরা-সবে হ'ব অনুগামী ;
কর' এইবার প্রমোদে উদ্ধার ;
যুবা সে আপনি নয় আপনার স্বামী" ॥ ৫৭ ॥

দাক্ষ্য বলে "যৌবরাজ্যে অভিষেক
কর' তা'রে ভূপতি, সময় যেন না পায় তিলেক
করিতে বিশ্রাম ; চারি চারি যাম—
কর্ম্ম-গাছে করে যেন ঘর্ম্ম-জল-সেক" ॥ ৫৮ ॥

স্বাস্থ্য বলে "কাজের সময় কাজ,
বিশ্রামের সময় বিশ্রাম চাই ; একরূপ সাজ

সাজে না নিয়ত ; আপনার মত
আপনিই চলিবেন, হ'লে যুবরাজ” ॥ ৫৯ ॥
সমাপিলে মন্ত্রণা বলিল ভূপ
“শুনিলাম তোমাদের অভিপ্রায় যাহার যেরূপ।
সকলি সুযুক্তি, সকলি সদুক্তি,
এতক্ষণ ছিনু তাই শ্রবণ-লোলুপ ॥ ৬০ ॥
“কর্ত্তব্য আমার এই মনে লয়,
সখ্য যাও তা'র কাছে, মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না হয়।
গিয়া তুমি তথা, বল' এই কথা,
'সহায় আসিছে তব, দূর কর' ভয় ॥ ৬১ ॥
'দৈত্য-গণে সঙ্গ্রামে করিয়া জয়,
বীরে দিয়া রাজ্য-ভার, ফিরি'-চল' নন্দন-আলয়।
নন্দন-নগরে আনন্দ বিহরে,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ-ভয় ॥ ৬২ ॥
'নন্দনের গিরি-চূড়া অভ্র-লিহা,
নন্দনের কানন লক্ষ্মীর বাস,' বল' তারে ইহা।
'নন্দনের বায় লাগে যদি গায়,
রসাতল-মগ্ন হ'বে বিলাসের স্পৃহা' ॥ ৬৩ ॥
“যৌবরাজ্যে করি' তা'রে অভিষেক,
শান্তি-ধামে যা'ব আমি, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক।
হেন বুঝাইয়া আন' ফিরাইয়া,
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক ॥ ৬৪ ॥

"এই পত্র সঁপিবে তাহার হাতে ;
বলিবার যা' আমার, বলিলাম সমস্ত ইহাতে।
যাও হে ত্বরিতে ; বিলাস-পুরীতে
দিবা হয় রজনীতে, নিশা হয় প্রাতে" ॥ ৬৫ ॥
সখ্য বলে "পাইলে আদেশ-বাণী,
মুহূর্ত্ত-কালের তরে বিলম্বিতে কভু নাহি জানি।
দিব্য এ সময় ! আজ্ঞা যদি হয়,
কবিরে বিলাস-পুর দেখাইয়া আনি" ॥ ৬৬ ॥
নৃপ কহে "উত্তম ! সরস লোক
দেখুন সরস দৃশ্য, ক্রমে-ক্রমে খুলি' যা'বে চোক।
ত্রিজগতে নাই হেন কোন ঠাঁই,
মনোরাজ্যে নাহি যা'র ভাবের আলোক ॥ ৬৭ ॥
কবি তুমি, তোমারে বারণ নাই—
বেড়াও যেখানে হয় অভিরুচি, তোমারি এ ঠাঁই !
ওহে চিত্ররথ, শীঘ্র আনো রথ,
কবিবরে কিছু আমি দেখাই শুনাই ॥ ৬৮ ॥
তা'র পরে যা'বেন সখ্যের সনে"।
চিত্র-রথ আনিল পুষ্পক-রথ সাজায়্যে যতনে।
নৃপের পশ্চাতে আরোহিয়া তা'তে,
চলিল সভাস্থ-সবে প্রফুল্ল-বদনে ॥ ৬৯ ॥
হেথায় সরিৎ-সিন্ধু, হোতা গিরি,
হেতা তৃণ-ময়-ভূমি চৌদিকে বনান্ত আছে ঘিরি'।

মধ্যে এক হর্ম্ম্য বিরাজে সুরম্য,
দেব-রথ তথায় পশিল ধীরি ধীরি ॥ ৭০ ॥
শোভা-নামে নৃপ-কন্যা এই ঠাঁই
নিবসেন সজনী-জনের সনে ; ভাসেন সদাই
রূপের তরঙ্গে ; এবে সখি-সঙ্গে
গিয়াছেন বন ভূমে, অদর্শন তাই ॥ ৭১ ॥
চিত্র-লেখা নামে এক সহচরী
রথ-শব্দে চমকিয়া, নামি' এ'ল কার্য্য পরিহরি' ;
গমনে মন্থরা, তবু করি' ত্বরা,
দ্বার-পাশে দাঁড়াইল কর-জোড় করি ॥ ৭২ ॥
"পবিত্র হইল ঘর" এত বলি',
গৃহ-মধ্যে পথ দেখাইল ধনী, খেলিয়া বিজলি
বলয়-কঙ্কনে ; আলেখ্য-ভবনে
লয়ে-গেল তা'র পর পাছু পাছু চলি' ॥ ৭৩ ॥
"নৃপতির আদেশ ধরিয়া শিরে
রচিয়াছি ভয়ে ভয়ে" (চিত্রলেখা কহিল কবিরে)
"এই সব ছবি"। হেরি' কহে কবি
"বন্দি হ'লে পুরে আশ এ তব মন্দিরে" ॥ ৭৪ ॥
চিত্র বলে "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ-হ'তে ভাব-সুধা আনি' ॥ ৭৫ ॥

"গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি ;
তক্ তক্ করিছে অরুণ-আভা তদুপরি খসি' ;
হংস-হংসী তায়, ভাসি' গায়-গায়,
পদ্ম বনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলষি' ॥ ৭৬ ॥
"হের' এই, সভার সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগে নিবেশিছে মতি।
কালা অভিমান রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি ! ৭৭ ॥
"হের' এই, কতগুলা শুম্ভ দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদভুত!'
চণ্ডিকা-তরুণী হাসিতেছে শুনি' ;
গর্জ্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমূত ॥ ৭৮ ॥
"হের' এই খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব ; জানকী দেখিছে বসি' পূজার আসনে ;
এ আঁখি কমল বরষিছে জল,
এ আঁখি মুছিছে বামা বল্কল-বসনে ॥ ৭৯ ॥
"হের' এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া-আসি' চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন।
শিশু ক্রোড় তরে আঁকু বাঁকু করে ;
বাৎসল্যে মুদিত-প্রায় রাণীর নয়ন ॥ ৮০ ॥
হের' এই, অর্জ্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট্-সুতে বিরক্ত হইয়া ;

বালক বেচারা ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন-পানে আছয়ে চাহিয়া ॥ ৮১ ॥
হের' এই, প্রফুল্ল রজনী-মুখে
উর্ব্বশী নাহিছে সরে, অর্জ্জুনের সঙসর্গ-ভুখে।
বিরহ-বিধুর মূরতি মধুর,
হয়েছে মধুর-তর মনোরথ-সুখে ॥ ৮২ ॥
হের' এই, দিব্য তপোবন-দ্বারে,
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা-শিশু মুখ-মেলিবারে
শকুন্তলা তায় ভয়ে মৃত-প্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে ॥" ৮৩ ॥
এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব!
বীর বিশ্ব-জয়ী, মাতা স্নেহ-ময়ী,
সুন্দরী যুবতী যা'র নাহিক সাদৃশ্য ॥ ৮৪ ॥
হেন-কালে কি এক মধুর গীত
পশিল কবির কানে, কবিবর অমনি মোহিত।
"কে গায়" বলিয়া, চায় উতলিয়া,
"আহা আহা আহা" বলি' চেতন রহিত ॥ ৮৫ ॥
গাইতেছে ভগিনী চিত্র-লেখার,
গান্ধর্ব্বী যাহার নাম, পর নহে কবি এ-দোঁহার।
চিত্র কহে "কবি, অই—গান্ধরবী
গাইছে; শুনিবে যদি, খুল' এই দ্বার ॥" ৮৬ ॥

দ্বার খুলি' দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন যেন ঘুমে।
চৌদিকে বিপিন, শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণ-ময়-ভূমি, খচিত কুসুমে ॥ ৮৭ ॥
ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি' উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল, ছাড়ি' দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা ॥ ৮৮ ॥
চারি-দিকে হইয়াছে জলাশয় ;
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়।
প্রবল-হিল্লোলে পড়ি' তা'র কোলে,
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয় ॥ ৮৯ ॥
কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি',
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
এই ফোয়ারার ঘিরি' চারি ধার
বসিয়া-আছয়ে সব নন্দন-রূপসী ॥ ৯০ ॥
কাঁপিতেছে বনান্তের ডাল পালা,
দেখা যায় জ্যোৎস্নায় ; চারিদিক্ নিভৃত নিরালা !
শোভা এই ঠাঁই আছেন সদাই ;
কখনো সজনী-সনে, কখনো একালা ॥ ৯১ ॥
লজ্জা-সজ্জা এ দুই সখীর সনে,
বসিয়া-আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে।

অরুণ-বরণ যুগল-চরণ
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে ॥ ৯২ ॥
মুখ দেখি' মূক হ'ল দিক্‌বধূ—
অনিমেষ হইল তারকা-আঁখি ! কুমুদের বঁধু
না নড়ে না চড়ে—পলক না পড়ে !
মলয়-মারুত-ছলে নিশ্বাসিল মধু ॥ ৯৩ ॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সনে,
গান্ধর্ব্বী গাইছে তায় অনুপম রস-বরিষণে।
নন্দন-রূপসী শুনে সবে বসি',
গীত-রাগে বীত-রাগ বসন-ভূষণে ॥ ৯৪ ॥
যতগুলি হরিণ আছিল জাগি',
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি'।
নেত্র-কিসলয় স্থির করি' রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর-সুধা-লাগি ॥ ৯৫ ॥
সভাসদ্-সহিতে নন্দন-স্বামী
দেখা-দিল যখন রমণী-গণে, বন-স্থলে নামি';
মগ্ন ছিল সবে সঙ্গীত-আসবে,
কুহক ছুটিয়া-গেল গীত গেল থামি' ॥৯৬
গীত-ভঙ্গে কুরঙ্গ পলায় ছুটি'
কোকিলের কুহু কুহু অমনি উঠিল আর ফুটি'।
লজ্জা-সজ্জা সখী, ভূপেরে নিরখি',
চেয়াইয়া সজনীরে দাঁড়াইল উঠি' ॥ ৯৭ ॥

শোভা উঠি-দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মনে ;
স্নেহ-ভরে বলিল তাহারে ভূপ কবির সামনে
"এঁরে তুমি চেন' ?" শোভা বলে "হেন
মনে লয়, খেলিতেন কল্পনার সনে" ॥ ৯৮ ।
নৃপ বলে "লইয়া বেড়াও তুমি
কবিবরে সঙ্গে করি', বন যথা আছয়ে কুসুমি' ;
গিরি যথা উচ্চ, ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি' ॥ ৯৯ ॥
এত বলি' নৃপতি ললিত ছাঁদে,
মৃদু-হাস্য-শীধুময় করিল শোভার মুখ-চাঁদে ।
বলি' উঠে কবি "ওই না অটবী
মায়া-মা'র ! তাই বলি—প্রাণ কেন কাঁদে ! ১০০ ॥
"দেখিলেই আমায় সে বনেশ্বরী
ডাকিতেন কিবা স্নেহে, বসাতেন কত যত্ন করি' !
কল্পনার সঙ্গে ফুল তুলি' রঙ্গে,
আনি' যবে দিতাম আঁচল ভরি' ভরি'—১০১ ॥
কত তিনি শুনাতেন উপন্যাস !
বাহির না হ'তে শ্রীমুখের বাণী, করিতাম গ্রাস
মনোকর্ণে তাহা ! রাত্রি-দিন, আহা,
এই ঠাঁই ছিল মোর সাধের আবাস ! ১০২ ॥
না হেরিয়া সে আমার জননীরে,
নড়িব না হেতা হ'তে, অচল যদিও পড়ে শিরে ।

নিরখিয়া মায় হইব বিদায় ;”
শোভা বলে “মা আছেন গহন-মন্দিরে ॥ ১০৩ ॥
“এ’স ল’য়ে যাই তথি; কত তিনি
কহেন তোমার কথা ! ” এত বলি, পথ চিনি চিনি,
কবি-পানে ফিরি চলে ধীরি ধীরি ।
সঞ্চারিণী লতা যেন নব-পল্লবিনী ! ১০৪ ॥
দক্ষিণের দ্বার খুলি’ মৃদু মন্দ গতি
বাহির হইল কিবা ঋতুকুল-পতি !
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল ।
অঙ্গে ঘেরি’ পরাইল পল্লব-দুকূল ॥ ১০৫ ॥
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস ।
ঘরের বাহির হ’ল মলয়-বাতাস ॥
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে, তবু পথ ভুলে’
গন্ধ-মদে টলি পড়ে এফুলে ওফুলে ॥ ১০৬ ॥
মনের আনন্দ আর না পারি’ রাখিতে ।
কোথা হৈতে কোকিল লাগিল কুহরিতে ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে ।
ক্রমে মিলাইয়া-যায় কানন-গভীরে ॥ ১০৭ ॥
শোভা কহে “সুখরাজ্য এই মোর !
ধীরি ধীরি বনে ফিরি, শশী যবে লোভায় চকোর ।
হেলি’ বট-মূলে বসি নদীকূলে,
উদয়-শিখরে উঠি’ নিশি করি ভোর ॥ ১০৮ ॥

সরোবরে অই যে কমল-বন,
হোতা যা'ব একাকিনী, উষা যবে মেলিবে নয়ন।
আরো রাত্রি হ'লে, কুমুদের কোলে
জ্যোছনা বিছানা পাতি' করিব শয়ন" ॥ ১০৯ ॥
সজ্জা বলে "দখিনে-বাতাস পেয়ে
ফুল ফুটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়ে—
কবে পিকবর আনে সু-খবর;
আজি লো নিকুঞ্জ-বন ফেলিয়াছে ছেয়ে! ১১০ ॥
লজ্জা বলে "হৃদয়ে পাইয়া পথ,
ফুলে ভুলাইতে, অলি, কত দেখ করিছে শপথ।
ফুলের মঞ্জরী মুখ হেঁট করি'
সউরভ নিশ্বাসিয়া কহে মনোরথ" ॥ ১১১ ॥
সজ্জা বলে "ও তোর বচন শুনি'
কথা এক মনে প'ল! ভ্রমিতেছি দু-জন তরুণী
সখী আর আমি; অমনি লো থামি'
দাঁড়াইনু! নিরখিনু দেব-তুল্য মুনি
বসি'-আছে নয়ন মুদিত করি'!
যাইতেও নারি, ফিরিতেও নারি, তরাসেই মরি!
মুনির নন্দন আইল তখন,
বলিল 'আশ্রমে এ'স শঙ্কা পরিহরি' ' ॥ ১১৩ ॥
তা'র সনে হ'ল যেই চোখোচখী,
কথা কহিবার ভানে মোর পানে তাকাইয়া সখী—

একবারটি লো মুখ না তুলিল !
অবাক্ হইনু আমি সখীরে নিরখি' " ! ১১৪ ॥
লজ্জা বলে "কি হ'ল তাহার পরে ?"
সজ্জা বলে "মুনিপত্নী আমা-দোঁহে সে দিনের তরে
যতন করিয়া রাখিল ধরিয়া ;
প্রত্যূষে বিদায় মাগি' আইলাম ঘরে ॥ ১১৫ ॥
" 'সত্য' সেই তপস্বী মুনির নাম ;
শ্রদ্ধা নাম ধরে ঠাকুরাণী সতী, দোঁহারে প্রণাম !
তাপস-নন্দন তপস্যারি ধন !
যেমন মুখের ছিরি তেমনি সুঠাম ! ১১৬ ॥
নাম তা'র কল্যাণ, গুণের নিধি !
তা'রি ধ্যান হইয়াছে সজনীর প্রাণ-প্রতিনিধি ।
সখী পঙ্কজিনী, নবারুণ তিনি,
দোঁহারে দোঁহারি তরে গঠিয়াছে বিধি॥"
লজ্জা বলিল "হ'বে কি লো তবে !
কতদিন পরাণ র'বে, অমন করি' ।
হইয়ে জল-হীন যথা মীন
থাকিবে ওলো কত দিন মরমে মরি' ! ॥
হৃদয়ে খিল আঁটি', একলা-টি,
বরণ করিবে কি মাটি, মাটিতে শুয়ে্য !
বেদনা-সহচরী হৃদে করি',
পোহা'বে কি লো বিভাবরী কঠিন ভুঁয়ে"! ॥১১৮

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত ॥
কখন চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি ; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে ॥ ১১৯ ॥
কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক্, কোথা পিক না জানি ডাকে ॥
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান' ঘাস।
শোভা বলিল "এই কাননেই মায়ের বাস ॥ ১২০ ॥
হেরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ মিলিবে তাঁর !
বলেন তোমা হীনা 'কবি বিনা ঘর আঁধার' ॥
এ সেই মায়াটবী, নাহি কবি, জন মানব"।
পশিল, এত বলি', বনস্থলী ; নীরব সব ॥ ১২১ ॥
কোথাও মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নামনা নামি' নামি', উর্দ্ধগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার ; অন্ধকার ধরে ভ্রুকুটি ॥ ১২২ ॥
কোথাও তাল গাছে রহিয়াছে গগন ঢাকা।
আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢুলিছে শাখা ॥
হেতায় আম্রবন সুশোভন মুকুলে ভরা।
হোতা বকুল-মূলে ফুলে ফুলে ফুলেছে ধরা ॥ ১২৩ ॥
নিকটে, ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে ॥

কি জানি, কোথা-হতে, বায়ু-পথে, আসিছে গীত ;
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর, আচম্বিত ॥ ১২৪ ॥
কোথাও নাই কিছু, আগু পিছু সঙ্গীত চরে ;
শরীর লোমাঞ্চিত, কথঞ্চিৎ বচন সরে !
সুখে হইয়া দ্রব, যাত্রি-সব, আর না সয়্যে,
তৃণ-বিছান' ভুঁয়ে, পড়ে শুয়্যে, অবশ হয়্যে ॥ ১২৫ ॥
যেমন শুয়্যে পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত ;
করিল, ঘুম ঘোর, রসে ভোর, নয়ন প্রান্ত।
হাসে যেমন উষা, অকলুষা, পঙ্কজ-বনে,
নারী-মূরতি এক, হাসিলেক, নিদ্রিত জনে ॥ ১২৬ ॥
যেন অরুণ-আলো, প্রবেশিল, পঙ্কজ-পুটে,
যতেক যাত্রি-লোক, মেলি' চোক, জাগিয়া উঠে।
হেরিয়া অপরূপ সবে চুপ ! ক্ষণেক বই,
সাত্ত্বিকা সুরনারী (মায়া-মা'রই প্রাণের সই) ১২৭ ॥
সুধা-বচনে ভাষি', বলে হাসি', কবিরে লখি ;
"কত দিনের পরে, কবিবরে, হেতা নিরখি !
এ'স মায়ের ঠাঁই, লয়্যে-যাই, জুড়া'বে প্রাণ ;
তুমি এস্যেছ যবে, নব হ'বে, এ সব স্থান ॥ ১২৮ ॥
ফুল ফুটেছে গাছে, চেয়্যে-আছে তোমারি তরে।
ঐ শুন' আগমনি-পিক-ধ্বনি নিকুঞ্জ-ঘরে" ॥
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আগে ;
অচল দেখা যায়, ভীম কায়, নিকট-বাগে ॥ ১২৯ ॥

যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শূন্য-পবন
করিয়া আছে সন্ধি, ফুল-গন্ধি বিরাজে বন।
সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হেরিল কবি;
বিরাজে বনেশ্বরী আলো-করি, মায়া-অটবী॥ ১৩০॥
হেরিলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়,
কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়।
তাঁর সে দুটি পদ-কোকনদ-সুধার আশে
লুটায় ভূমি তলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাষে॥ ১৩১॥
এমনি নিমগন, হ'ল মন, সে রস-পানে,
কেবা কোথায়, কিবা নিশি-দিবা, কিছু না জানে।
স্বরগ করে ভোগ, শোক রোগ, সকল ভুলি'।
দেবতা যেন তা'রে ভব-পারে, লইল তুলি'॥ ১৩২॥
জানুতে করি' ভর, অতঃপর, (পীয়ূষ-পানে
হয়্যে শীতল-শান্ত) চায় পান্থ মায়ের পানে।
বিতরি' করচ্ছায়া, বলে মায়া, "আশীষ লও,
সকল রোগ শোক দূর হো'ক, অমর হও"॥ ১৩৩॥
কবি বলিল "দেবি' তোমা সেবি' সব আমার!
কর্য্যেছি পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর?
চরণ তলে পাই যেন ঠাঁই আগের মত,
সেই আশিষ মাগি, তারি লাগি শরণাগত"॥ ১৩৪॥
নয়ন সরসিজ মুছি নিজ বারেক দুই
মনে ভাবিল দেবী "সেই কবি এখনো তুই!

করিতে হ'বে কত ঘোর ব্রত উদ্‌যাপন,
বাছা তা জানো নাই! না জানাই ভাল এখন" ॥১৩৫
রাজসী নাম যার মায়া মা'র দ্বিতীয়া সখী
হাসে আপন মনে অকারণে কবিরে লখি'।
বলিল কবিবরে সুধাস্বরে "আইস উঠি',
কেন তা নাহি ক'ব! দেখি তব নয়ন ছুটি" ॥ ১৩৬ ॥
এত বলি' লইয়া অঞ্জন-শলা
কবির নয়নে মাখাইয়া-দিল কজ্জলের মলা।
সে যে ভাবাঞ্জন নিখিল-রঞ্জন!
চমৎকার গুণ তা'র নাহি যায় বলা ॥ ১৩৭ ॥
প্রেমের আগুণ, করিয়া দ্বিগুণ,
দূর বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনিতে নিপুণ।
তৃষ্ণানাশ-কারী মরীচিকা বারি
পিয়ায় প্রেমিক জনে, এই তার গুণ ॥ ১৩৮ ॥
ভাবাঞ্জনে অপূর্ব্ব নয়ন লভি'
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি।
ভূষিছে বালিকা, চারু অট্টালিকা,
সঙ্গে সখী শরণ্ময়ী সুরুচি মাধবী ॥ ১৩৯ ॥
দিব্য হর্ম্ম্য-বাতায়ন, তথায় তিন জন
প্রাণের পরিজন, লইয়া কাছে;
সমীরণ সুধা ঢালে, কল্পনা হেন কালে,
হাতটি দিয়া গালে, বসিয়া আছে।

মাধবী, শরৎসই, সুরুচি, তিন সই
জানে না সখী বই কোন জনায়।
মাধবী শরতে মিলি', হাসিছে খিলি খিলি,
সুরুচি নিরিবিলি কেশ বিনায় ॥১৪০॥
কুসুম কাননে যথা, শোভয়ে পুষ্প লতা,
লালিত্য চঞ্চলতা মিলিত করি'।
তাহা করি' অতিক্রম, সজনী-সমাগম
কি শোভে অনুপম, আ-মরি-মরি!
ঈষৎ বহিলে বায়, পুষ্প-লতা হোতায়,
হাসিয়া পড়ে গায় সবে সবার।
হেতা বায়ু হাস্যালাপ, অঙ্গ লতা-কলাপ,
স্তনের পরিমাপ ফুলের ভার ॥ ১৪১ ॥
বাতায়ন পেয়ে মুক্ত, মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত হিল্লোল হানে।
কল্পনা সুধীরে উঠি', ধরি' কপাট-দুটি,
আঁখির দিল ছুটি বাহির পানে ॥
হেরিল অমনি ধনী, সুধার যেন খনি,
বিশদ নিশামণি, কুমুদ-প্রাণ।
জ্যোৎস্না-আঁচল-ধার খসি' পড়িছে তা'র,
ফাঁবায় অন্ধকার না পায় ত্রাণ ॥১৪২॥
লতা-পাতা তাম্র-রুচি, মালিন্য এবে ঘুচি'
ধরেছে শুদ্ধ শুচি রজত-ভান।

ফুল কিবা ধরিয়াছে! লাবণ্যে ভরি আছে!
কাননে করিয়াছে জীবন-দান!
হেতায় রম্য অটবী, কোথায় হায় কবি,
জাগিছে তা'রি ছবি, কল্পনা-প্রাণে।
নয়নে উদ্যান শোভে, কোকিল শ্রুতি-লোভে,
হৃদয় কেন ক্ষোভে হৃদয় জানে ॥১৪৩॥
কোকিল ডাকিল কুহু, কল্পনা করি' উহু,
নিশ্বাস ফেলে মুহু, পরাণ কাঁদে।
এ হেন রঙ্গ নিরখি', তাহার দুই সখী,
করিয়া চোখোচোখি, কহিল ছাঁদে ॥
"হেতা আয় শরণ্ময়ী, কথা-বারতা কই;
কেন লো প্রাণ-সই উতলা অত?
ভাবিয়া হ'ল যে সারা, ঠেকে কেমন ধারা,
ঠিক লো মণি-হারা ফণীর মত" ॥১৪৪॥
সুরুচি অবাক্ মানি হেরিল কানাকানি,
ভাবিল "কি না জানি পাতিছে কল।"
বলিল "তোরা কি হ'লি! যে দেখি গলাগলি,
কি এত বলাবলি, আমায় বল্ ॥"
শরৎ, মধুর-স্বরে, কহিল হাস্য-ভরে,
"বলিতে মানা করে, মাধবী মোরে।
বলি তোর কানে কানে, আয় লো এইখানে,
দ্যাখ্ সখীর পানে ঠাহর করে্য" ॥১৪৫

সুরুচি এতেক শুনি', মনে প্রমাদ গুণি',
চলিল রুণরুণি', সখীর পাশে।
বলিল ক্ষণেক-বই, "ভাবিছ কেন সই ?
ভাবিলে ক্রমশই ভাবনা আসে ॥১৪৬॥
"শুখায়েছে মুখ-খানি, একটি নাহি বাণী,
এলিয়ে-গেছে বেণী, বাঁধিয়ে-দেই।
"যে'তে কি হয় একেলা, মো-সবে করি' হেলা,
গে'ছ ভোরের বেলা, আইলে এই!—
"বলিব কি প্রাণে বাজে—ও কি তোমায় সাজে!
গিয়াছ মর্ত্ত্য-মাঝে!—কাঁপে হৃদয়!
"অমন কি যে'তে আছে! ও'তে কি দেহ বাঁচে!
লৌহ-পাষাণ-ছাঁচে গড়া ত নয়!"॥১৪৭
ভাবনায় নিমগন হইয়া এতক্ষণ,
বিরহিণীর মন ছিল কোথায়!
আচম্বিতে ভাবে ধনী, এসেছে গুণমণি,
শিহরিয়া অমনি ফিরিয়া চায়।
ভ্রম যবে গেল ঘুচি', বলিল আঁখি মুছি',
"জ্বালাস্‌নে সুরুচি, সর্‌ লো সর্‌!
একান্ত বধিবি যদি, ফ্যাল্‌ আমায় বধি',
মারিস্‌নে দগধি', মিনতি ধর্‌!" ॥১৪৮
এতেক দেখিছে কবি, ভাব-চক্ষে;
হেনকালে মায়ার তামসী-সখী আইল সমক্ষে।

অন্ধ তমো-রাশি' কোথা হৈতে আসি'
স্বপ্ন-দেখা ঘুচাইল শেল হানি' বক্ষে ॥ ১৪৯ ॥
দারুণ বিরহে কবিবর দহে ;
হৃদয় হইতে বাহিরয় শ্বাস, যাতনা না সহে !
হেরি' আশে-পাশে, বলে হাহুতাসে !
"কোথা সে !" অমনি আর চক্ষে ধারা বহে ॥ ১৫০
"কোথা গেল আমার প্রাণের ছবি !"
"এ যে দেখি সরোবর"! কহে কবি জ্ঞান কিছু লভি' ।
সখ্য রসে দেখি', বলে কবি "এ কি" !
সখ্য বলে "আশ্চর্য্য কিছুই নয় কবি ! ॥ ১৫১ ॥
মায়া-রথে এসেছ মানস-ধারে,
কৈলাস-পুরীতে চল' মায়ারি আদেশ অনুসারে" ।
কবি বলে "হায় ! ছিলাম কোথায়,
এ'লাম কোথায় আর মুহূর্ত্ত-মাঝারে" ! ॥ ১৫২ ॥
সখ্য বলে "এসব মায়ার খেলা !
মায়ার আদেশে কবি অই দেখ আসিয়াছে ভেলা—
অই দেখ দোলে, সরসীর কোলে !
সঙ্গে মোর যা'বে যদি, এ'স এই বেলা ॥ ১৫৩ ॥
দেখিবে প্রমোদ-সনে করি' সখ্য,
কাল-রূপ তুরঙ্গে চাবুক-দিতে কেমন সে দক্ষ ।
চক্ষে দিয়া ধূলা, যা'বে দিন-গুলা,
কোন্ দিক্ দিয়া গেল, হইবে না লক্ষ" ॥ ১৫৪ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বিলাসপুর-প্রয়াণ।

সূচনা।

নৌকা আরোহণে বিলাসপুরে গমন। সখ্য প্রমোদের নিকট কবির পরিচয় দিতে গিয়া কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিল; বলিল "ইনি কবি-চূড়ামণি; ইঁহার যেখানে নিবাস তাহা স্বর্গতুল্য স্থান—সেখানে সত্যরূপ সুবর্ণ দীপ্তি পায় (অর্থাৎ কবির কল্পনার আড়ালে অনেক বহু মূল্য সত্যের আভাস পাওয়া যায়) বীরেরা সেখানে রণে প্রমত্ত হয় (অর্থাৎ কবির কল্পনা বীর রসের উৎস) গুণজ্যোতি যেখানে মনের তিমির হরণ করে (অর্থাৎ সেখানে গুণীলোকের সংস্পর্গে কবির কবিত্ব রীতিমত স্ফূর্ত্তি পায়) চন্দ্র সূর্য্য সেখানে নূতন শোভা ধারণ করে (অর্থাৎ কল্পনার চক্ষে নূতন-শ্রীতে সজ্জিত হয়), ইত্যাদি ইত্যাদি; এইরূপ অতিরিক্ত বর্ণনায় সখ্যরস কবিকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। মাঝখানে হাস্যরস ঈষৎ আপনার গুণের পরিচয় দিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে কবির সঙ্গে খেলা-ধূলা করিত তখন প্রমোদ নন্দনপুরের প্রমোদ (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ) ছিল; এখন সে বিলাসপুরেরপ্রমোদ! তাই তাহার সংসর্গ দোষে কবি লালসা-নাম্নী আদি রসের প্রাণ-বল্লভা বার-বনিতার কুহকে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল। এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল।

কবিবর পড়িয়া সখ্যের মোহে
বিষন্ন মলিন মুখে ধীরে ধীরে তরণী আরোহে।
দাঁড় ধরি দাঁড়ি নৌকা দিল ছাড়ি;
বস্ত্র বিছাইয়া ছাদে বসে যাত্রী দোঁহে ॥ ১ ॥
কর্ণধার তরণী লইয়া-চলে;
স্তব্ধ কিবা সরোবর—যামিনীর যেন মন্ত্র-বলে!

সুধাকর চন্দ্র একাকী অতন্দ্র,
মোহিছে জগত-আঁখি কিরণ-পটলে ॥ ২ ॥
ছপ্ ছপ্ শবদে চলিল তরী,
কতবার প্রফুল্ল কুমুদ-বন টলমল করি'।
শ্যাম তট-রেখা দূরে যায় দেখা,
ক্রমে হয় তরুময় কাছে সরি' সরি' ॥ ৩ ॥
কবি ভাবে "মন যে পিছুতে টানে!
কল্পনারে ফেলি'-রাখি' কোন্ প্রাণে এ'লাম এখানে!
আসিয়া এ ঠাঁই, ভাল করি নাই!
কোথায় চলেছি ভেসে' বিধাতাই জানে! ॥ ৪ ॥
কোন্ লাজে এখন ফিরিতে চা'ব!
পূর্ব্বে ভাবিলে না মন, এখন বৃথায় আর ভাব'।
সন্ধ্যা-গিরি-শিরে কবে যাব ফিরে!
সখ্যের বন্ধন-পাশ কেমনে এড়াব"! ॥ ৫ ॥
কর্ণধার তরণী ভিড়ায় পারে।
দাঁড় তুলি'রাখি দাঁড়ি ধ্বজি পোঁতে নৌকা বাঁধিবারে
সখা-দোঁহে শেষে নাবে কায়-ক্লেশে
পঙ্কে পাছে পড়ে পদ শঙ্কে বারে বারে ॥ ৬ ॥
উত্তরিয়া দিব্য অপরূপ তটে
কবিবর বলিল চৌদিক্ হেরি' "মনোহর বটে"!
ক্ষণেকে হরিষ, ক্ষণে চিন্তা-বিষ,
মুহুর্মুহু কলপনা জাগে চিত্ত-পটে ॥ ৭ ॥

নিস্তব্ধ যখন সব জনপ্রাণী
উত্তরিল সখা-দোঁহে যথায় বিলাস-রাজধানী।
যতেক বিলাসী যায় হাসি' হাসি'
রঙ্গে উড়াইয়া কিবা রঙ্গীন উড়ানি ॥ ৮ ॥
রস-ভরে বরষিছে রম্য তান;
বয়স্যে দেখিয়া কভু পুষ্প করে উপহার-দান।
নবোৎসবে মাতি', ফুলাইয়া ছাতি,
চলিয়াছে যুব-দল খুলিয়া পরাণ ॥ ৯ ॥
চারিদিকে ফুলের বাজার-হাট,
চলিতেছে বেচা-কেনা, মাঝে মাঝে চলিতেছে ঠাট।
কানন-গৌরব কুসুম-সৌরভ
মন্দ-মৃদু গন্ধ-বহে করিছে ভরাট্ ॥ ১০ ॥
ব্যগ্র পদে সখ্যরস অগ্রসরে;
পশ্চাতে কবির মন আছে পড়ি' সন্ধ্যাভ্র-শিখরে।
যথা রাজ-সভা উগরিছে প্রভা,
উত্তরিল দোঁহে তথা ক্ষণকাল পরে ॥ ১১ ॥
দাঁড়াইয়া প্রভা-ময় সভা-দ্বারে
যেদিকে ফিরায় আঁখি উল্লাসের তরঙ্গ নেহারে।
ডাহিনে ও বামে রম্য থামে-থামে
লুটাইছে ফুলমালা ফুল-পত্র-ভারে ॥ ১২ ॥
সিংহাসনে বসিয়া প্রমোদ-রাজ
আমোদে আছেন মাতি, নাহি তাঁর কোনো আর কাজ ॥

জিনি ফুলধনু সুকুমার তনু
সারা অঙ্গে বিলসিছে কুসুমেরি সাজ ॥ ১৩ ॥
অনিমেষ নয়নে দাঁড়া'য়ে স্থির
দুই ধারে হেলায় বৃহৎ পাখা দুই মহাবীর ॥
অপ্সরা কিন্নরী, সিদ্ধা-বিদ্যাধরী,
কাঁপাইছে নৃত্য-গীতে রজনী-গভীর ॥ ১৪ ॥
চারিদিকে লোকের পড়িছে ঝাঁক,
কেহ দেয় সাধুবাদ কারো মুখে নাহি সরে বাক্।
কেহ বা গরবে থাকিয়া নীরবে
মনে-মনে গরল করিছে পরিপাক ॥ ১৫ ॥
মগ্ন-চিতে দেখিছে প্রমোদ রায়,
কভু বলে "অপূর্ব্ব!" কখনো "দিব্য!" কভু "হায় হায়"!
হাসি-হাসি মুখ, ভুঞ্জিতেছে সুখ,
হেনকালে সখ্য-রসে দেখিবারে পায় ॥ ১৬ ॥
সখা-প্রেমে অমনি সকল ভুলি',
"আরে আরে এ'স এ'স" বলিয়া করিল কোলাকুলি।
সখ্য-রস কহে "এত অনুগ্রহে
পড়িব পর্ব্বত-চাপা ক্ষুদ্র আমি ধূলি ॥ ১৭ ॥
"রত্ন যত সকলি রাজার ভোগ্য;
কবি-রত্ন এই যে দেখিছ, এটি মুকুটেরি যোগ্য।
কবির লেখনী সুবর্ণের খনি,
কবির বচন-সুধা তাপের আরোগ্য ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্! কবিতা-কমলিনীর
সবিতা নিরখ' এই! বর-পুত্র সারদা-দেবীর!"
কবি কহে "আমি করি পাগলামি,
তা' যদি কবিতা হয় ভাগ্য সে কবির!" ॥ ১৯ ॥
হাস্য বলে "ও সব সংক্ষেপে সার'!
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার; পেট্‌টি জানি সার
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো ॥ ২০ ॥
দূর-হ'তে প্রণমি সারদা-মায়,
কাছে না এগ'ই পাছে বীণার বাতাস লাগে গায়!"
নৃপ কহে "পেট যেমন নিরেট—
মাথাও তথৈবচ! সাবাস তোমায়!" ॥ ২১ ॥
বলে ভূপ কবিরে বসা'য়ে কাছে
"মন মোর বলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে!
কোথায় আলয়?" সখ্য-রস কয়
"বলিতে কুণ্ঠিত উনি না বিশ্বাস' পাছে ॥ ২২ ॥
"ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি" ॥ ২৩ ॥
বলে ভূপ উঠিয়া সোল্লাস-মনে
"স্বপ্ন দেখিতেছি একি! করিয়াছি দেব-নিকেতনে

কত কাব্য-পাঠ, কত বাল্য-নাট!
কবিবরে হেরি আজি একি শুভক্ষণে! ॥ ২৪ ॥
"আনন্দ রাখিব কোথা—নাহি স্থান!
তোমায় পাইয়া আজি, মৃত-দেহে পাইনু পরাণ।
আজি হারা-নিধি মিলাইল বিধি!
দুখ-বিভাবরী মোর হ'ল অবসান!" ॥ ২৫ ॥
এত বলি' বাঁধি' আলিঙ্গন-পাশে
বলে ভূপ "উদ্যানে বেড়াই চল' মলয়-বাতাসে।
মনে-পড়ে কবি নন্দন-অটবী?
বেড়া'তাম কি তখন মনের উল্লাসে!" ॥ ২৬ ॥
কবি কহে "কোথায় সে দিন হায়!
সেই সন্ধ্যাকাল, যবে পূর্ণিমার প্রেম-পিপাসায়
আগে-ভাগে শশী উঠি'আছে বসি'—
ফুল কুড়াতেছি দোঁহে বকুল-তলায়!। ২৭ ॥
"এ জনমে আর কি তেমন হয়!
প্রাতে দেখ নলিনীরে, বিকসিত শত কিসলয়!
অপরাহ্নে তা'র ম্লান মুখাকার!
সায়াহ্নে চাহিয়া দেখ', সে আর সে নয়!" ॥ ২৮ ॥
কহিল প্রমোদ-ভূপ "সে কি কবি!
সবেমাত্র এখন অরুণোদয়—অস্তে যাবে রবি!
ক্ষান্ত দিয়া রবে পিক বসি র'বে
সুধীরে যখন বহে মলয় সুরভি! ২৯ ॥

"চল কবি বিনোদ-কাননে চল' !
এ'স তুমি মদিরা আমার সনে ! দ্রাক্ষা-ফল দল'
ও রাঙা চরণে ! অরুণ নয়নে
বিম্বাধরে রেষারিষি চলিয়াছে ভাল ! ॥ ৩০ ॥
"আদিরস ! লালসা-তরুণী কই ?
কোন' কথা শুনিতে চাহি না আজি রসালাপ বই !"
মেখলার রবে চেতি'-উঠি' সবে,
বলিল "লালসা-ধনী আসিতেছে অই ! ॥ ৩১ ॥
কাছদিয়া যখন গেল লালসা
নিশ্বাসিল আদিরস, নাড়ি যেন ছাড়িল সহসা !
হাস্য কহে হেরি "সহে না যে দেরি !
আরম্ভেই দেখি এ যে অন্তিমের দশা !" ॥ ৩২ ॥
আদি বলে "লাবণ্য-সুধার খনি !
মুখ-খানি দেখিলে চাঁদের মুখ শুখায় অমনি !
নয়নের ছাঁদে মৃগী পড়ে ফাঁদে !
চোরা ছোরা হানে প্রাণে মধুর চাহনি" ! ॥ ৩৩ ॥
দেখ হাস্য, ও দিকে চাহিয়া দেখ' !
গিরি বলে কাহাকে, কহাকে পৃথ্বী, ওই ঠাঁই শেখ' !
কা'রে নীলোৎপল ! কা'রে বিম্ব-ফল !
ঘরে গিয়ে তখন কৌতুক লয়্যে থেক' ! ॥ ৩৪ ॥
হায় ! হায় ! চঞ্চল-কমল-নেত্র
মরি কিবা করিছে ভান !

ভুরু-ধনুতে করে কুরু-ক্ষেত্র,
তনুতে নাহি রহে প্রাণ !
বাসায় যা'বে চলি' আশায় বধি'
না রাখিয়া চরণ-চিহ্ন,
তখন বলিব 'হা দারুণ-বিধি।
শুভ নাই মরণ ভিন্ন!' " ॥ ৩৫ ॥

লালসারে বলে ভূপ "কবি ইনি,
ইঁহারে শুনাও গীত ;" এত শুনি' নবীনা কামিনী,
যৌবন-ধরমে শরম-ভরমে
চাহে মুহু কবি-পানে মন-উন্মাদিনী ॥ ৩৬ ॥

নৃপ কহে "লজ্জা কি কবির কাছে !
গুণী পরখিবে গুণ, হেন ভাগ্য আর কিবা আছে !
গুণে যা'র তোষ, গুণে সে কি দোষ ?
মধু ফেলি' কোন্ অলি রেণু-কণা বাছে ?" ॥ ৩৭ ॥

প্রাণ চাহে চাহিতে কবির পানে,
শরমে চাহিতে নারে সুবদনী সভা-মাঝখানে।
না চাহিতে গিয়া ফেলিল চাহিয়া
লজ্জা হ'ল অপ্রতিভ স্মর-সন্নিধানে ॥ ৩৮ ॥

চাহিল অমনি যেই কবিবর,
আঁখিতে মিলিতে আঁখি, পঞ্চ-শর পাইয়া বিবর,
পশি' হৃৎ-কমলে, রোমাঞ্চের ছলে
শর-জালে ছাইল কবির কলেবর ॥ ৩৯ ॥

যুবতীরে ভূপতি সাহস-দানে
যত বলে "গাও! গাও!" ততই সে পরাজয় মানে।
গীতটি যেমনি ধরিল রমণী,
নীরব অমনি সব, যে আছে যেখানে ॥ ৪০ ॥
ভূপতির নয়ন হইল স্থির!
ভূপতি ত নাই আর, ভূ-পতিত হয় বা শরীর!
কবির রতন ছবির মতন,
চেতন কি অচেতন দুয়ের বাহির ॥ ৪১ ॥
প্রাণ, মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ,
ইহার যে-কিছু ছিল অবশিষ্ট কবিতে তখন,
ক্রমে তা'র কিছু না রহিল পিছু,
গীতের পীযূষ-স্রোতে মজিল যখন ॥ ৪২ ॥
"আহা আহা অমৃত অমৃত!" বলি',
মকরন্দে অলি যথা সুধা-স্বরে কবি গেল গলি'।
গীত মাত্র পিয়া রহে যেন জিয়া!
"আর এক বার গাও!" কহিছে কেবলি ॥ ৪৩ ॥
কবি-প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভূপ
সঁপিল বয়স্য-ভাবে পুষ্প এক অতি অপরূপ।
কবি নত হয়্যে কর পাতি' লয়্যে,
সখ্যরসে বলিল থাকিতে-নারি' চুপ ॥ ৪৪ ॥
"ওহে সখ্য! প্রেম-সিন্ধু সুদুস্তর!
পার হ'ব কেমনে বলিতে-পার'? ব্যাঘাত বিস্তর!"

সখ্যরস কয় "পুষ্প ও ত নয়,
প্রস্তর বিঁধিতে-পারে এমনি অস্তর!" ॥ ৪৫ ॥
কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম্ম,
বলিল "যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম্ম!
ভঙ্গ দিতে রণে পারি বা কেমনে?
অতএব দেখ' মোর সাহসের কর্ম্ম!" ॥ ৪৬ ॥
এতেক বলিয়া বাণী, কবিবর,
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর।
লালসা নিরস্ত্র, সামলায় বস্ত্র,
হাসিয়া কুড়ায় পুষ্প, অঙ্গ থর থর ॥ ৪৭ ॥
লালসার উথলিতে মনস্কাম,
শরমে মরমে মরি', গীতে দিল ক্ষণেক বিরাম।
কি যেন আটকে ফিরিয়া নিরখে!
নানা ভানে রাখে স্থানে মেখলার দাম ॥ ৪৮ ॥
গীত-গান যেমন হইল ভঙ্গ,
মালা-চ্ছলে লালসার গলে কবি সঁপিল অনঙ্গ।
গলে পেয়ে' মালা বিলাসের বালা,
তুল্য-রূপ মূল্য দিতে হানিল অপাঙ্গ ॥ ৪৯ ॥
হাস্য বলে "এবার আমার পালা!
কথা-ই শুনে না কেউ, হ'ল মোর ভস্মে ঘৃত ঢালা!
দধি'-মারে, রূপ, তা'র বেলা চুপ!
গুণ চেঁচাইয়া খুন, তা'র বেলা কালা!॥ ৫০ ॥

রসরাজ! কি বকিছ বিড়বিড়!
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ মাজা নিতম্ব নিবিড়!
ব্রাহ্মণের ছেলে খে'লে কি না খে'লে,
সে তত্ত্ব চুলায় গেল, অই দিকে ভিড়"! ॥ ৫১ ॥

আদিরস বলিল "কি ঘোর পাক
খেলিতেছে ভুজঙ্গিনী আমা-সনে! হয়েছি অবাক্
দেখি' লালসার নব ব্যবহার।
ফিরিয়াও চাহিল না, কথা দূরে থা'ক্! ৫২ ॥

"কবির ঘুচা'ব আজি কবি-পনা!
(অই দেখ নাবিতেছে মনোরথ, আসিছে কলপনা!)
আমার সমক্ষে লালসার বক্ষে
ছুড়িয়া মারিল ফুল! সাহস অল্প না! ॥ ৫৩ ॥

নৃপ-সখা বলি এত অহঙ্কার!
নৃপের যাহারে কৃপা কলঙ্ক তাহার অলঙ্কার!
তোমার ত ভাই গতি সব ঠাঁই—
কল্পনারে কহ গিয়া কবির ব্যাভার ॥ ৫৪ ॥

হাস্য বলে "থাকিলে হ'বে-কি, গতি!
সেথা যে বেয়াড়া গতি! কল্পনা শুধু কি রূপবতী?
কাছে এগোইতে ডর লাগে চিতে!
নখাগ্রে ব্রহ্মাণ্ড তার মুখাগ্রে ভারতী! ॥ ৫৫ ॥

সম্মুখে এই যে সব নিতম্বিনী,
এ'রা সবে জানে মোরে 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-দেব ইনি'!

ব্রাহ্মণের চিহ্ন টিকি-ফোঁটা ভিন্ন
আর কিছু নাহি খোঁজে এ সব কামিনী ॥ ৫৬ ॥
উদরেই ব্রহ্মণ্য-দেবের বাসা !
গলায়-গলায় তথি মিষ্টান্ন যখনি হয় ঠাসা,
'আঃ' এই ধ্বনি বেরোয় অমনি !
মিষ্টান্ন-বিহনে কভু মিষ্ট হয় ভাষা ! ॥ ৫৭ ॥
খালি-পেটে হই যদি অগ্রসর,
কি বলিতে কি বলিব—কবি হবে গুণের সাগর,
আমি মিথ্যাবাদী" ! কহে তায় আদি
"সে জন্য তুমি গো হাস্য হয়ো না কাতর ॥ ৫৮ ॥
এই মাত্র যেই মালা কবিবর
লালসার গলে দিল, কল্পনা তাহার কারিকর।
সেই ফুল-ডোর ধরি'-দিবে চোর,
তা' যদি আনিতে পার' মুষ্টির ভিতর ॥ ৫৯ ॥
শুভ কাজে হাস্য, করো না আলস্য,
কৌতুকের এমন সুযোগ আর পা'বে না বয়স্য !
কল্পনা-রমণী আসিবে এখনি
কবিবরে শিক্ষা দিতে, দেখিবে রহস্য" ॥ ৬০ ॥
হাস্য-রস হাস্যের পাইলে গন্ধ,
কা'র সাধ্য—ঘরে চাবি-দিয়া তা'রে করি'-রাখে বন্ধ।
লালসার কাছে তেঁই ভিক্ষা যাচে,
"সুন্দরি ভিক্ষাং দেহি বাড়ুক্ আনন্দ" ॥ ৬১ ॥

এত শুনি' হাসিয়া-বলে লালসা,
"ঘরে ত আছেন ধনী, তবে কেন ভিখারীর দশা" !
হাস্য বলে "রাম ! করিও না নাম !
সে ধনীর পুঁজি মাত্র কেবল বচসা ! ॥ ৬২ ॥
দ্রোণাচার্য্যে দিতে পারে বাণ-শিক্ষা——
এমনি মুখের তেজ ! চক্ষে তা'র বিরাজে কামিখ্যা—
তীর যবে দাগে ভেবা-চেকা লাগে" !
বলে ধনী "সেই ঠাঁই কর'-যাও ভিক্ষা" ! ॥ ৬৩ ॥
হাস্যরস বলি'-উঠে "ওরে বাপা !
বাঘিনীর থাবায় যেমন থাকে নখ-গুলা চাপা,—
ঠাণ্ডার সময় নাহি কোন ভয়,
বেরোয় ক্ষুরের ধার হ'ল যদি খাপা ! ॥ ৬৪ ॥
এই বার আমায় ফেলিবে সারি' !
বাড়ি-মুখা হই নাই আজি আমি দিন দুই চারি
ব্রাহ্মণীর ডরে ; নিত্য তাঁ'র তরে
ফুল-মালা যোগাও, নহিলে মহামারী ! ॥ ৬৫ ॥
মালী নই মালার কি ধারি ধার !
কিনিয়া-দিলাম যদি এক ছড়া, রক্ষা নাই আর !
তিল-সম দোষে গর্জ্জি'-উঠে রোষে !
অই ছড়া দেখিতেছি বড় চমৎকার ! ॥ ৬৬ ॥
কান্ত-গলে পড়ুক্ প্রেমের ফাঁস,
উটি মোরে ভিক্ষা দেও, ত্রুটি হ'লে ছাড়িব নিশ্বাস" !

শাঁপ-ভয়ে, বালা, কবির সে মালা
হাস্যরসে দিল যেই, হ'ল সর্ব্বনাশ ! ॥ ৬৭ ॥
সেই মালা-ছড়াটি লইয়া হাস্য
দেখাইল কল্পনারে, পদে পদে করি' তা'র ভাষ্য।
কল্পনা-রমণী উঠিল অমনি !
কি যে হ'ল পরিণাম ক্রমশ'-প্রকাশ্য ॥ ৬৮ ॥
হেতা কবি ধরিয়া সখ্যের কাঁধ
ধীরে পায়চালি-করি নিরখিছে পূর্ণিমার চাঁদ।
সখ্য কহে "বাণ করিল সন্ধান
যখন, ভাবিনু আমি ঘটে বা প্রমাদ" ॥ ৬৯ ॥
"চুপ কর !" কহে কবি "শুন গান !
"হায় রে থামিয়া গেল ! করিলে না, সখ্য, অবধান !
অবলা'র হিয়া তাপে উথলিয়া
গভীর নিশ্বাসে যেন হ'ল অবসান ! ॥ ৭০ ॥
এত বলি লতাকুঞ্জে একবার
উঁকি দিল যবে কবি, দুনয়ন ফিরিল না আর !
যেন কুঞ্জবন, আপনারই মন ;
কল্পনা বসিয়া রহে পদ্মাসনে তার ॥ ৭১ ॥
সুভুজ-মৃণালে কর-কিসলয়,
তদুপরি কপোল-পঙ্কজ শোভে, ম্লান অতিশয় ;
ভাসিছে বিরলে নয়নের জলে ;
এ জনার এ মূরতি কা'র প্রাণে সয় ! ॥ ৭২ ॥

এ বিপদ ঘটাইল যেই মালা,
আনমনে তুলিল সেইটি যেই বিরহিণী বালা,
কুপিত সে ফণী দংশিল এমনি,
ছুড়িয়া ফেলিল ধনী, নিবারিতে জ্বালা ॥ ৭৩ ॥
লইয়া তাহারি এক ছিন্ন ফুলে
নয়ন সলিলে কলপনা তারে বাঁচাইয়া তুলে।
পাপড়ি উলটি, নিরখে ফুলটি
ধরিয়া কোমল বোঁটা দুইটি আঙুলে ॥ ৭৪ ॥
পুষ্প সে যে হৃদয়েরি দরপন!
মরম-বেদনা যেন করিয়াছে ছবি অরপন
পরিম্লান দলে। তেঁই গীতচ্ছলে
মনো জ্বালা করে বালা ফুলে আরোপন ॥ ৭৫ ॥

গীত।

মনঃপ্রতি নিরখিয়া ভাবিতেছি মনে মনে
শুখা'য়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হবে কেমনে।
বসন্ত যদিও এ'ল, পিকবর সাড়া দিল
এ ফুল হতভাগিনী নারে শির-উত্তোলনে ॥
তোলো তোলো, হে মলয়, কোমল আঙুল দুটি ধরি!
হায়! উঠিবে না!
সুধাও একটিবার ওরে তুমি ওগো মধুকরী!
আর ফুটিবে না!
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়
কথায় এখন কারো কাণ দিবে কিও!

আর না থাকিতে পারি' সঙ্গোপনে,
দেখা-দিয়া কল্পনারে কহে কবি সুধা-সম্ভাষণে ;
"নিকটে এস'ই তা'র যোগ্য নই !
বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে ! ॥ ৭৬ ॥
ডালপালা-জানালার দ্বার-দিয়া
শশী দেখে মুখ-শশী নভস্তলে বসি' বার-দিয়া !
মরে মনোদুখে, হাসে তবু মুখে !
মেঘের আড়াল পে'লে বাঁচিত কাঁদিয়া" ! ॥ ৭৭ ॥
বলিল কল্পনা-বালা মৃদু হাসি'
"কা'রে কাঁদাইয়া-আসি' শ্রবণে ঢালিছ সুধারাশি !
কহিতে মধুর এমনি চতুর—
হরিণী শিকার কর' বাজাইয়া বাঁশি ! ৭৮ ॥
দিলাম যে মালা-ছড়া তাহা কই" !
কবি বলে "সে মালা হৃদয়ে গাঁথা, প্রেম তা'রে কই !
সেই ফুল-হার করিয়াছি সার !
সেই মোর জপ-মালা ! জানি না তা' বই" ! ৭৯ ॥
"কা'রে দিলে বলই না" ! বলে ধনী ;
কবি বলে "আপনি কাড়িয়া-লয়্যে জান না আপনি" !
শুনি' বলে বালা "এই লও মালা !
ফিরাইয়া-দেও গিয়া ফণিনীর মণি" ! ॥ ৮০ ॥
কবি ডাকে "যেয়্যো না, যেয়্যো না" বলি'—
ধরায় ছুড়িয়া মালা ত্বরায় কল্পনা যায় চলি'।

কবি বলে "হায় একি হ'ল দায় !
বজ্র হানি' চলি'-গেল কনক-বিজলি" ! ॥ ৮১ ॥
হাস্য বলে "বিষম ভাঁটার টান,
তরণী ফিরে কি আর ! বাধা দিলে বাধিবে তুফান !
আসিয়াছে সখ্য করিয়াছ লক্ষ ?
না কেবল করিতেছ তরুণীর ধ্যান" ! ॥ ৮২ ॥
বলি'-উঠে কবিবর হা-হুতাশে
"রক্ষা কর' আমায় ! বাঁচিনে হায় ! গেলাম ! কোথা সে !
আর কি এ চোক পি'বে সে আলোক !
আর কি জুড়া'বে কাণ সে কোকিল-ভাষে" ! ॥৮৩॥ !
সখ্য বলে "কথাটা কি" ? কবি কয়
"কথায় কি হ'বে আর,ভোলা ভাল,তোলা কিছু নয়"
সখ্য-রস কয় "তাপিলে হৃদয়
সময়ে শময়ে, যদি অনাবৃত হয়" ॥ ৮৪ ॥
কবি কহে "করে্যা না গো জ্বালাতন !
অসময়ে নাহি রুচে, রসময় কথোপকথন !
বিষময় দুখ না দেখায় মুখ,
ভূমি তলাইতে চায় ফণীর মতন ॥ ৮৫ ॥
বিষ-বীজ পাইলে হৃদয়ে স্থল,
অঙ্কুরিতে নাহি চায়, শিকড়িতে যত তা'র বল !
বিদরিয়া প্রাণ ব্যাপে সব স্থান,
টানিয়া বাহির করা যন্ত্রণা কেবল ॥ ৮৬ ॥

হইয়াছে আমার যা' হইবার!
ডুব-দিয়া তলাইতে পারা-যায় মহা-পারাবার—
রমণীর মন বস্তু যে কেমন—
পারাবারে পারা-যায় তা'রে পারা ভার! ॥ ৮৭ ॥
দু-নয়ন কবির মৃত্তিকা-পানে;
মোটা মোটা ঝরিতে-লাগিল ফোঁটা, বারণ না মানে
সখ্য বার-বার বলিবে কি আর!
কবির মনের জ্বালা, কবি শুধু জানে! ॥ ৮৮ ॥
ভাবে কবি অধর চাপিয়া দাঁতে
"যা'ক্ যা'ক্ সব যা'ক্! সমুদায় যা'ক্ অধঃপাতে!
কিছুতে আমার কাজ নাই আর!
প্রেমের যা' ফল, তা' পে'লেম হাতে-হাতে ॥ ৮৯ ॥
প্রেম তোর মৃদু-প্রাণ অতিশয়,
পথ-ঘাট কিছু না জানিস্, অন্ধ বলিলেই হয়,
পৃথিবী-অরণ্যে আইলি কি জন্যে!
ফিরে্য-যা যেখানে তোর জনম-আলয়"! ॥ ৯০ ॥
নিশ্বাসিয়া, কর সমর্পিয়া বুকে,
তরু-মূলে ঠেস দিয়া বসে কবি মরমের দুখে।
বাষ্প, হয়্যে লোল, বাহিয়া কপোল,
কলঙ্ক দাগিতে-থাকে ম্লান শশি-মুখে ॥ ৯১ ॥
সখ্য বলে "শোভে না তোমায় বলা,
সকল রোগের ঔষধ আছে, হয়্যো না উতলা।

কল্পনা-কুমারী হইবে তোমারি ;
পাষাণ ত নহে ধনী, মৃদু সে অবলা ! ॥ ৯২ ॥
যা'তে তব আশার সুসার হয়,
পরে তা'র উপায় করিব আমি, এ সময় নয়।
একটু কু-বায় তরণী ডুবায়,
সু-নাবিক ছাড়ে তরী দেখিয়া সময় ॥ ৯৩ ॥
চল' রাজ-সভায় বসি-গে যাই,
নৃপ-দরশন মাগে বীর-রস, সমারোহ তাই।
যত বিদ্যাধরী যতেক কিন্নরী,
সবে গেছে সভায়, উদ্যানে কেহ নাই ॥ ৯৪ ॥
এত বলি সখ্যরস, কবিবরে
ধরিয়া লইয়া চলে কোন মতে রাজ-সভা-ঘরে।
বসিল যখন বয়স্য-দুজন,
বীররস প্রবেশিল ধীর-পদ-ভরে ॥ ৯৫ ॥
তাহাতেই, বীরের চরণ-দাপে
সভার চমক লাগে, ভবনের ভিত্তি-মূল কাঁপে।
বজ্র-সম কায় অগ্নি উগরায়,
অরি-শত ডরি'-যায় ভীষণ প্রতাপে ॥ ৯৬ ॥
বলে বীর ফিরিয়া পশ্চাৎ পানে
"ভয় নাই চলি' এ'স" এত বলি' সঙ্গে ডাকি'-আনে
প্রমদা-নামিনী মুগ্ধা-কামিনী ;
দাঁড়াইয়াছিল ভীরু দ্বার-সন্নিধানে ॥ ৯৭ ॥

বলে বীর "চলি' এ'স নাহি ভয়";
লজ্জা সামালিতে-গিয়া গোঁয়াইয়া কতক সময়,
ধীরে ধীরে অতি আইল যুবতী,
নয়ন-চকোরে সব, করি' চন্দ্রোদয় ॥ ৯৮ ॥
বীর বলে "রাজার দুহিতা ইনি,
অরাতি-কিরাত-হস্ত এড়াইয়া ভয়ার্ত্ত হরিণী
সিংহাসন-আগে প্রতীকার মাগে;
নৃপ-বিনা আর্ত্ত-দুখে আর কেবা ঋণী" ॥ ৯৯ ॥
"অবশ্য অবশ্য" বলি' নরপাল
বসাইলে প্রমদারে, নিবেদিল আসি' দ্বার-পাল
"দূত এক জন মাগে দরশন";
নৃপ ভাবে "কোথাকার আইল জঞ্জাল"! ॥ ১০০ ॥
বলে "যদি একান্তই থাকে কাজ,
আসুক্"। কাজের নামে ভূপতির শিরে পড়ে বাজ!
পাঠাইল দূত, জিনি রবিসুত
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-রাজ ॥ ১০১ ॥
কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইলে শেষ
নিবেদিল রাজ-দূত, "কথা এক আছয়ে বিশেষ"।
নরপতি বলে "এই সভাস্থলে
বলিতে যা' চাহ' বল', নাহি তাহে ক্লেশ" ॥ ১০২ ॥
দূত বলে "অল্পই আমার বাণী;
অপ্সরা প্রমদা-নামে, ছাড়িয়া পাতাল-রাজধানী,

করিল প্রস্থান; পাইনু সন্ধান,
বিলাস-নগরী-মাঝে আছে সে ইদানী ॥ ১০৩ ॥
রসাতল-রাজের মানস এই
(কাড়ি’-লৈতে যদিও পারেন তিনি ইচ্ছা-করিলেই)
ভেসে-যাওয়া ফুলে ফিরা’বেন কূলে
মৃদু-বাক্য-সমীরণে; আসিয়াছি তেঁই” ॥ ১০৪ ॥
ভূপ বলে “এ অতি সামান্য কথা;
মন্ত্রণা তথাপি চাই, রাজত্বের যেইরূপ প্রথা।
স্থির যা’ হইবে শুনিতে পাইবে;
বিচারের কিছুমাত্র হ’বে না অন্যথা ॥ ১০৫ ॥
যথাস্থানে এখন বিশ্রাম হো’ক্।”
হেন অবসরে প্রমদার প্রতি দূতের দু-চোক
তীরের মতন হইল পতন;
রাহু-চক্ষে প’ল যেন চাঁদের আলোক ॥ ১০৬ ॥
সেই দণ্ডে নয়ন-সলিলে ভাসি’
প্রমদা-চপলা প’ল নৃপের চরণ-তলে আসি’।
বলে “অনাথারে অকূল পাথারে
ভাসায়ো না হে রাজন্, রাজ-ধর্ম্ম নাশি’ ॥” ১০৭ ॥
নরপতি করিল অভয়-দান
“কূলে আসিয়াছ তুমি, শান্ত কর তাপিত পরাণ।
কোকিল-গলায়, মন যে গলায়,
তাহারে যে দুঃখ দেয় কে হেন পাষাণ!” ॥ ১০৮ ॥

রাজদূত বলিল "শুন' রাজন্ !
শুন' গো তোমরা সবে, আছ হেথা যত সভাজন !
এই সূত্রে যদি বহে রক্ত-নদী,
আমি তবে হইব না দোষের ভাজন ॥" ১০৯ ॥
বীররস বলি' উঠে "শুনিলাম !
বল' যাও তোমার ভূপেরে, যদি চাহেন সংগ্রাম—
কোটি উগ্র শর হ'বে অগ্রসর !
বহুদিন শুনি নাই সমরের নাম ! ॥ ১১০ ॥
হৃষ্ট হইলাম শুনি' তোমা-কাছে !
এখন বিদায় মাগি' যাও ; যাইতেছে পাছে পাছে
কালান্তক যম ! কহিলে উত্তম—
শ্যেন সারী কপোতী থাকুক্ এক গাছে ! ॥ ১১১ ॥
কূল পা'ক্ নলিনী গজের পদে !
ভয়ে কাঁপে যে হরিণী ধনুকের টঙ্কার-শবদে,
ব্যাধের সম্মুখে বিচরুক্ সুখে !
এই কথা শুনাইছ রাজ-সভাসদে !" ॥ ১১২ ॥
দূত বলে "ছিল যাহা বলিবার,
বলিয়াছি ; তাহার অধিক আর নাহি অধিকার !"
ভূপ বলে "সখ্য করিয়াছ লক্ষ ?
ঝঞ্ঝার পূরব-ক্ষণে মেঘের সঞ্চার !" ॥ ১১২ ॥
সখ্য বলে "গোপনীয় কথা আছে ;
এখনি ব'লিতে হ'ল সংগ্রামে বিরত হও পাছে।"

নৃপ কহে তায় "যাহা প্রাণ চায়,
মুক্ত কণ্ঠে বল' তাহা বয়স্যের কাছে॥" ১১৩॥
সখ্য বলে "এনেয়েছি আদেশ-পত্র ;
যৌব-রাজ্য কর' ভোগ সঙ্গে লয়্যে সকল কলত্র,
রণে লভি' জয় ;" নরপতি কয়
"ভৎর্সনা কোথায়—কোথা সিংহাসন-ছত্র !" ॥১১৪॥
পত্র পড়ি' বলে ভূপ সংগোপনে
"পিতা মোরে করিবেন এত দয়া নাহি ছিল মনে !
আসিতেছে সৈন্য নিবারিতে দৈন্য,
আসিতেছে মৈত্র-দেব অনুরাগ-সনে॥ ১১৫॥
উড়াইছে নিশান উল্লাস-হর্ষ !
আসিতেছে স্বাস্থ্য দাক্ষ্য কউশল, সমর-দুর্দ্ধর্ষ !
একা বীর-রস সহস্রেক দশ !
উঠি এ'স বীররস আছে পরামর্শ॥" ১১৬॥
ভৃত্য-গণে বলে ভূপ "প্রমদায়
অন্তঃপুরে লয়্যে-যাও" এত বলি' গেল মন্ত্রণায়
বীর-সখ্য-সনে ; এই কু-লগনে
জন-দশ ছদ্ম-বেশী পশিল সভায়॥ ১১৭॥
নৃপ-সাথে গেল যেই বীররস ;
ছদ্ম-বেশী দৈত্য-গণ, বক্ষে সেই বাঁধিয়া সাহস,
প্রমদারে ধরি' লয়্যে-গেল হরি' ;
আর্ত্ত-নাদে যুবতী জাগায় দিক্‌দশ॥ ১১৮॥

এমনি, সাধিল কাজ, দ্রুতবেগে,
সভা-শুদ্ধ যত লোক নিজ নিজ প্রাণের উদ্বেগে
আড়ষ্ট হইয়া রহিল চাহিয়া !
কপোতী লইয়া শ্যেন লুকাইল মেঘে ॥ ১১৯ ॥
"ধর্ ধর্ মার্ মার্" শব্দ উঠে ;
এলো-কেশে এলো-বেশে চারিদিকে পদাতিক ছুটে।
দণ্ড দুই তরে রাজ-সভা ঘরে
তরাসে কাহারো মুখে কথা নাহি ফুটে ॥ ১২০ ॥
হেন কালে নৃপের সমীপে গিয়া
বিদায় মাগিল কবি ; সখ্য বলে "কিসের লাগিয়া
উচাটন-মতি !" বলে নরপতি
"এ রাত্রে তোমায় দিব কোথায় ছাড়িয়া ॥" ১২১ ॥
কবি কহে বিরস-বদন করি',
ক্ষম' আজি আমায়, প্রমোদ-রায়, করুণা বিতরি' ;
জীবনের মত আছি অনুগত ;
আমায় বিদায় দেও আজিকে-শর্ব্বরী ॥" ১২২ ॥
এত শুনি' কহিল প্রমোদ-রায়,
"নিতান্তই হইলে নির্দয় যদি, তবে নিরুপায় !
সখ্য-নিদর্শন করহ গ্রহণ ;"
এত বলি' কবিবরে অঙ্গুরী পরায় ॥ ১২৩ ॥
কবিবর প্রমোদেরে অভিবাদি'
যখন চলিয়া যায়, সখ্যরস হ'ল প্রতিবাদী।

হয়ে অনুগামী বলে হিতকামী,
"আমি যে নৃপের কাছে হ'ব অপরাধী!" ॥ ১২৪ ॥
সভা-ভঙ্গে যখন বিলাস-পুরী
হইয়াছে প্রশান্ত; যখন দিব্য পূর্ণিমা-মাধুরি
বিপিন ছায়ায় ঢালিয়াছে কায়;
সখা-দোঁহে আইল বিনোদ-বনে উরি' ॥ ১২৫ ॥
বিনোদ অটবী, ভ্রমিতেছে কবি,
মলয়ের সমীরণ মনানলে ঢালিতেছে হবি।
এ ফুল ও ফুল করিয়া নির্ম্মূল,
ধরায় ছড়ায় শেষে আরাম না লভি' ॥ ১২৬ ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া বক্ষে দিল হাত,
পঞ্চবাণ যথায় দিয়াছে করি' গভীর নিখাত।
প্রিয়া-লাগি হিয়া উঠে ব্যাকুলিয়া
কেমনে কোথায় তা'র পাইব সাক্ষাৎ ॥ ১২৭ ॥
একান্ত হইয়া কবি অসহায়,
নিকুঞ্জের আড়ালে বসিল-গিয়া করি' হায় হায়।
চৌদিকে অটবী কুসুম-সুরভি;
প্রাণ কিন্তু চাহে যা'রে সে নাহি সেথায় ॥ ১২৮ ॥
বলে কবি "অরণ্যে এখন কাঁদ্!
কল্পনা-কুপিতা-নদী না মানিল পীরিতির বাঁধ!
হায়! কি কুক্ষণে লালসার সনে
দেখা হ'ল! হাতে যেন আনি' দিল চাঁদ ॥ ১২৯ ॥

কল্পনারে, সখ্যরস, জান ত হে!
লতা আর তরু সম এক-সঙ্গে বাড়িয়াছি দোঁহে!
দেখ' প্রিয়ে আসি'——দোষ রাশি রাশি
প্রক্ষালিয়া-ফেলি দেখ', নয়নের লোহে! ॥ ১৩০ ॥
না লালসা আমার, না আমি তা'র!
সে গাইল, আমি দিনু ফুল-মালা, শোধ গেল ধার!
সাজাইব তোরে প্রেম-ফুল-ডোরে!
বধিস্‌নে আমায়, দেখা দে এক বার ॥ ১৩১ ॥
কাঁদিয়া কাঁপাই কেন বিভাবরী!
বন্ধু-জনে কষ্ট আর দিব না, একেলা আমি মরি!"
বলি' দ্রুত-গতি উঠে ছন্ন-মতি,
ধরি' রাখে সখ্যরস স্তব স্তুতি করি ॥ ১৩২ ॥
প্রমত্ত বারণ কি বারণ শুনে?
অবোধেরে বাঁধিতে কি পারা-যায় প্রবোধের গুণে?
হায় রে প্রবোধ! এই তোর বোধ—
বসনে বাঁধিতে চা'স জ্বলন্ত আগুণে! ॥ ১৩৩ ॥
কহে কবি "ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া,
বনে চলিলাম আমি তোমা-কাছে বিদায় মাগিয়া!"
এত বলি' বাণী শান্তি নাহি মানি'
বাণবিদ্ধ মৃগ-সম চলিল ভাগিয়া! ॥ ১৩৪ ॥
এক রোখে কবিবর চলিয়াছে!
থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার যায়, বাধা পে'লে পাছে।

সখ্য ডাকে তায় "কোথায় কোথায় !"
কথায় যে দিবে কাণ, সে কি আর আছে ! ॥ ১৩৫ ॥
মনোমাঝে জাগিছে বিধু-বয়ান !
চলিছে যে কবিবর, করিছে সে তাহারি ধেয়ান !
প্রমোদ-রাজার যেই অধিকার,
লঙ্ঘিয়া তাহার সীমা করিল প্রয়াণ॥ ১৩৬ ॥
আচম্বিতে থামিল ঝিল্লীর রব !
নিস্পন্দ হইল বায়ু, কি যেন করিয়া অনুভব !
তমোময় দ্রুম, নিঃশব্দ নিঝুম,
হেলা-দোলা ক্ষান্ত-দিয়া স্থির রহে সব ॥ ১৩৭ ॥
ব্যাকুলিয়া-উঠিল কবির চিত্ত ;
ক্ষণকাল বুঝিতে নারিল কবি, কেন কি-নিমিত্ত !
অরণ্য ঘোরালো, হয়ে উঠে আলো,
নিশি না পোহা'তে যেন উঠিল আদিত্য ! ॥ ১৩৮ ॥
দেখে কবি সম্মুখে, অবাক্ মানি',
জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি ! সাক্ষাৎ যেন দেবী বীণাপাণি
দাঁড়াইল আসি' অন্ধকার নাশি' !
নাম তাঁর চেতনা, বিদ্যুৎ তাঁর বাণী ॥ ১৩৯ ॥
কহে দেবী "এ হেন বিজন স্থানে
ফিরিতেছ কে তুমি এমন করি', ভয় নাই প্রাণে !
রবি যে কেমন জানে না এ বন,
দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি-অনুমানে ॥ ১৪০ ॥

দেখিয়াও তবু কি দেখিতেছ না !
বিষাদ-অরণ্যে আর কিছু নাই কেবলি শোচনা !
এই রাত্রি-বেলা চল্যেছ একেলা,
পাতালে হ'তেছে গতি নাহি বিবেচনা !" ॥ ১৪১ ॥
নমি' কবি চেতনা-দেবীর পায়
জিজ্ঞাসিবে যেমন "এখন মোর কি হ'বে উপায় !"
দেখিল অমনি নাহি সে রমণী,
ভাবে "কা'রে দেখিলাম ! গেল সে কোথায় !" ১৪২॥
ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক্ করি' একাকার।
শাখা ঠেকে গায়ে, বাধা লাগে পায়ে,
বিষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার ॥ ১৪৩ ॥
ডাকিলে সাড়া-দিবার নাহি লোক !
মর-মর-ধ্বনি করি-উঠে বায়ু পেয়ে যেন শোক !
দারুণ ব্যাপার ! অরণ্য অপার
শাখা-বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক ॥ ১৪৪ ॥

কভু বাদুড়ের পাখা, ঝাপটি তরু-শাখা,
গতি করিয়া বাঁকা ব্যজিয়া যায়।
কভু বা বন-বিড়াল বাহিয়া উঠি ডাল
লয়্যে লুটের মাল লাফায় গায় ॥

গরজন সুবিকট হইল সন্নিকট,
গো-মৃগ ঝট্‌পট্‌ খুঁজে আড়াল।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড় করিয়া তোড় পাড়
পলায় দুদ্দাড় মৃগের পাল ॥ ১৪৬ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বিষাদপুর-প্রয়াণ।

সূচনা।

কবি বিলাস-পুর ছাড়াইয়া বিষাদ-পুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানা প্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধি-ব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। বিষাদ-পুরের রাজা হাহাহুহু-গন্ধর্ব্ব; কবি তাঁহার নিকটে নীত হইল। জাড্য-নামক রাজ-মন্ত্রীর বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

করিয়া জয় মহা-প্রলয়,
বাজিয়া-উঠিল বাজনা নানা।
তাল-বেতাল দিতেছে তাল,
ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দানা ॥
গাধায় চড়ি', লাগায় ছড়ি,
অদভুত-রস কিম্পুরুষ।

দুটি-অধরে হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে-মানুষ ॥ ১ ॥
ছোটো দুখানি চরণ-পাণি,
বল্‌গা রেকাব আল্‌গা তেঁই।
কালুয়া ভূত, চ'লেছে দূত,
নাকি সুরে হাঁকি 'হেঁইয়ো হেঁই' ॥
চল্যেছে গাধা, না মানে বাধা,
সোয়ার পড়িয়া ভূঁয়ে লুটায়।
পেতিনী-মাসি ঈষৎ হাসি'
"মরি মরি" বলি' ধরি'-উঠায় ॥ ২ ॥
কবি যথায়, এ'ল তথায়,
নাচিতে নাচিতে লম্ফ মারে!
কতই ভাণে, এ ও'র পানে;
হাসিয়া হাসিয়া নয়ন ঠারে ॥
কবির কাছে দ্বিগুণ নাচে,
বাজনায় করে কাণ-জখম।
তাল ফোটায়, জ্ঞান ছোটায়,
হাব ভাব করে কত রকম ॥ ৩ ॥
ক্ষণেক ধরি এমনি করি'
কে কোথায় সবে সরিয়া-পড়ে!
অমনি সব হ'ল-নীরব,
লতা-টি পাতা-টি না নড়ে-চড়ে ॥

অবাক্-ছবি দাঁড়ায় কবি,
কখন্ কি হয় ভাবি' আকুল।
আতঙ্ক-ভরে অঙ্গ শিহরে,
কাঁটা-দিয়া-উঠে মাথার চুল ॥ ৪ ॥
সম্মুখে দেখিল কবি তাকাইয়া,
মহাকায় আঁধার-মূরতি দুই, আছে দাঁড়াইয়া।
হাতে লাঠি-গাচ যেন তাল-গাছ,
উচ্চে উঠিয়াছে শির বন ছাড়াইয়া ॥ ৫ ॥
কবির পরাণ আর নাই ধড়ে,
দাঁতে দাঁতে উরতে উরতে ঠেকে, ঘুরিয়া বা পড়ে।
দাঁড়াইয়া-রয় সে যেন সে নয়!
ইচ্ছা পলাইতে কিন্তু না নড়ে না চড়ে ॥ ৬ ॥
কে কখন্ ধরিল তা' জানিল না।
ভাবে মাত্র জানিল, ধরে-নি হাত প্রেয়সী-ললনা!
চক্ষু রাঙাইয়া, মূর্চ্ছা ভাঙাইয়া,
"দাঁড়াও" বলিল হাঁকি' দানব-দুজনা ॥ ৭ ॥
মানবের আস্পরধা এত বড়—
আধি-ব্যাধি-দানবে লঙ্ঘিয়া যায়! যদি নড়' চড়'
মরিবে সত্বর! কা'র গুপ্ত চর
সত্য কহ"! কবিবর ভয়ে জড়-সড় ॥ ৮ ॥
কবি কহে "কারো আমি লোক নই!
এদেশে আজিকে-মাত্র এসেছি, কভু না মিথ্যা কই!

কবি মোর নাম, দেব-পুরে ধাম,
আর কিছু জানি না কবিত্ব-রস বই ॥ ৯ ॥
ব্যাধি বলে রক্ত বর্ণ করি' চোক,
"সত্য কও, হও কিম্বা নও তুমি প্রমোদের লোক" !
এত বলি' বাণী, হেঁচকিয়া টানি',
নিভ নিভ করি তুলে প্রাণের আলোক ॥ ১০ ॥
ব্যাধিরে কহিল আধি "রহ রহ" !
কবিরে কহিল "যদি বাঁচিবে যথার্থ-কথা কহ" !
কবিবর কয় "বিচারে যা' হয়
শিরে করি' ল'ব তাই, করো্যা না নিগ্রহ ॥ ১১ ॥
"নিরদোষী পথিক-জনেরে বধি'
তোমা-হেন শূর-বীর-জনের বাসনা পূরে যদি,
তবে তাই হো'ক ! মা-বাপের শোক
বাড়বাগ্নি-সমান জ্বলুক্ নিরবধি" ॥ ১২ ॥
আধি কহে "ক্ষীণ-জীবী নরাধম—
এ'রে যমালয়ে দিলে উপহাস ঠাহরিবে যম।
লয়্যে চল্ ভাই ভূপতির ঠাঁই !
কেমন !" বেয়াধি বলে "সেই সে উত্তম" ॥ ১৩ ॥
পুনরায় আইল অদ্ভুত-দল ;
"সঙ্গে যা'ব আমরা" বলিয়া সবে হাসিয়া বিহ্বল।
দূরে প্রেত যক্ষ করে ঘোর লক্ষ,
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল ॥ ১৪ ॥

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আব্‌ডালে,
হাপ্‌সি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর-দিয়া ডালে।
কিম্ভূত আকার, অতি চমৎকার,
প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক্‌-মসালে ॥ ১৫ ॥
মানুষ কি জানোয়ার বুঝা ভার,
দুই ভাই দেখা-দিল সম্মুখে, কিম্ভূত কিমাকার।
ওষ্ঠ-মাস ঠেলি' দন্ত আছে মেলি',
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ-ধার ॥ ১৬ ॥
ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্র, চমৎকার!
খরতর চাহনিতে হানিতেছে যেন তলবার!
"বাহবা" বলিয়া, জীহবা মেলিয়া,
হাত ধরিবারে যায় আকুল জনার ॥ ১৭ ॥
"দূরে যাও" বলিয়া বিশাল শাল
ওঁচাইল আধি-ব্যাধি-দানব, সাক্ষাৎ যেন কাল।
করি' ঘোর রব ভাগে উপদ্রব;
বন্দি লয়্যে চলে দুই বন-দ্বার-পাল ॥ ১৮ ॥
লোকালয়ে উত্তরিল কোন-মতে;
যেথা-সেথা, ভাঙা ঘর-দালান; নয়ন-মন ব্যথে।
গৃধিনী শৃগাল চরে পালে-পাল,
গো-মনুষ্য, কোথাও, দেখা না যায় পথে ॥ ১৯ ॥
দেখা-দিল অদূরে বিষাদ-পুর;
ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া-উঠে শ্মশান-কুকুর।

আয়ু করি' ক্ষয় দুষ্ট-বায়ু বয়,
দুঃসময় যেমন তেমনি ভারাতুর ॥ ২০ ॥
"কে এ'ল আবার" বলি' কষ্টে উঠি'
জ্বর-রোগী দাঁড়ায়, দুই-কপাটে দিয়া হস্ত-মুঠি।
গিয়া পুনরায় পড়ে বিছানায়,
প্রলাপে কত কি বকে দন্ত ছরকুটি' ॥ ২১ ॥
ডাকি'-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে ;
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যা-ময় ঘোরে
পড়িয়া বিপাকে বাপ-মায়ে ডাকে ;
ধড়-ফড় করে প্রাণ সূক্ষ্ম এক ডোরে ॥ ২২ ॥
রাত্রি আর কমে না, কেবলি বাড়ে !
ভোগীর এড়ায় হাত, রোগীর চাপিয়া-বসে ঘাড়ে।
দেখিলে দুর্ব্বল কে না করে বল !
বলবান্ নিরখিলে কে না পথ ছাড়ে ! ॥ ২৩ ॥
দেখা-দিল অট্টালিকা মহাকায় ;
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙি', উচ্চ শিরে মহত্ত্ব শিখায় !
ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল-পেঁচক থামের শিখায় ॥ ২৪ ॥
আঁধারিয়া আছয়ে বন-বাদাড় ;
আবুড়া-খাবুড়া ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ-ঝাড়।
নানা খানা-খন্দ করে পথ বন্ধ,
দেখিলেই মনে-হয় দেশটি উজাড় ॥ ২৫ ॥

ফাটকের দক্ষিণ কবাট ভগ্ন ;
বামের কপাট-ভার একখানি কবজায় লগ্ন !
ভূতের চেহারা দিতেছে পাহারা,
ক্ষীণ দেহ, চক্ষু-দুটি কোটরে নিমগ্ন ॥ ২৬ ॥
দৃক্-পাত না করিয়া দ্বার-পালে,
কবিবরে পুরিল দানব-দোঁহে রাজ-সভা-শালে।
অদ্ভুতের দল, হাসি' খল্‌খল্‌,
ছটকিয়া-পড়িল পাঁদাড়ে বিলে খালে ॥ ২৭ ॥
হাঁ করিয়া আছয়ে প্রকাণ্ড ঘর ;
জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, বলি' 'সর্‌! সর্‌' !
দীপালোকে তায় অর্দ্ধ দেখা যায়
ভাঙা এক সিংহাসন ধূলায় ধূসর ॥ ২৮ ॥
ছড়ি-ভঙ্গি পড়ি'আছে খান-কত
উঁচা-উঁচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।
বসিলেই পরে নড়্‌নড়্‌ করে,
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মত ॥ ২৯ ॥
আইল অদ্ভুত-রস, দল-সনে ;
নেঙচিয়া চলি'-চলি' লাফ-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার, ঠিক নাই তা'র,
বসিলেন ঠেস্‌দিয়া সহাস্য-বদনে ! ৩০ ॥
বলিছে উল্লূক, "আমারি মুল্লূক !
খঞ্জনি বাজাও রে বিড়াল-ভায়া, নাচ' রে ভল্লূক।

পাখী-হ'য়ে এ'স, দলে আর মেশ' !
ঘিরি' ব'স বাছা-সব, ছিরি বাহিরুক্ !" ॥ ৩১ ॥
হি হি হাসে ভূত-প্রেত, বলে 'বা জি !'
ভল্লুক নাচিছে দেখি মণ্ডুক খেলিছে ডিগ্‌বাজি।
দিয়া ল্যাজ লাড়া, মেনি হ'য়ে খাড়া
খঞ্জনি বাজায় জিনি বৈষ্ণব বাবাজি ॥ ৩২ ॥
মূষিক চলিয়া যায় সট্ সট্ !
খঞ্জনি ফেলিয়া মেনি শিকার ধরিয়া আনে ঝট্ !
"কোথা মন্ত্রী প্যাঁচা, নেঙ্‌টি'রে বাঁচা !"
বলি উঠে অদভুত হেরিয়া সঙ্কট ॥ ৩৩ ॥
মূষিকে ধরিয়া, উদরে পুরিয়া,
মন্ত্রী আসি' বসিল পেঁচক-মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায়, চঞ্চুটা ওঁচায়,
কাগা সে অমনি ব'সে কিঞ্চিৎ সরিয়া ॥ ৩৪ ॥
সরিয়াই চারি-দিকে দৃষ্টি ছাড়ে ;
আকারের গতিকে মানুষ ভাল, বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে।
বাম-পার্শ্বে তা'র বক অবতার,
পাকা চালে চলেন তাকান্ আড়ে আড়ে ॥ ৩৫ ॥
বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া ;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি' ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া ॥ ৩৬ ॥

হেন কালে দুপ্ দাপ্ ধুপ্ ধাপ্
হইতে লাগিল সোপানের শব্দ, ভাঙিল বা ধাপ !
হুড়্ মুড়্ দাপে, বাড়ি-শুদ্ধ কাঁপে ;
হাস্য-রব উঠে যেন শিবার বিলাপ ॥ ৩৭ ॥
কাক গিয়া ডাক ছাড়ে, জানালায় ;
ছাদে গিয়া নির্ব্বিবাদে, হাড়-গিলা থলিয়া ঝুলায়।
বক যায় খালে, কাগাতোয়া ডালে,
থামে পেঁচা, অদভুত ছুটিয়া পলায় ॥ ৩৮ ॥
হেন-কালে আইল বিষাদ-ভূপ,
হাহাহুহু-নামে খ্যাত, জাতিতে গন্ধর্ব্ব একরূপ।
উস্ক-খুস্ক কেশ, ঢিলা-ঢালা বেশ ;
নয়ন-কোটর যেন অন্ধকার-কূপ ॥ ৩৯ ॥
যেমন প্রদেশ, তেমনি নরেশ !
সেই খেদে হা-হা-হূ-হূ-করিয়া, আসনে দে'ন ঠেস্।
মন্ত্রীবর জাড্য, বিপুল ধনাঢ্য,
বসিলেন ধুপ্ করি ! কাঁপি-উঠে দেশ ! ৪০ ॥
ভূপ বলে "অট্টালিকা দীর্ঘজীবী,
ভাঙিয়া পড়েনি তাই! কিন্তু-দুটা দীপ গেছে নিভি!
ছিলে শুধু অস্থি, হইয়াছ হস্তী !
দেখ্যো যেন রসাতলে দিও না পৃথিবী ! ৪১ ॥
জাড্য বলে "যা বলুন্ মহারাজ,
বাক্যে আমি হেলি না! বোঝায় ভারি হইলে জাহাজ,

টলে না বাতাসে, চলে অনায়াসে;
গজ-দেহে গাধার মতন করি কাজ॥” ৪২॥
এই বলিয়াই তুলিলেন হাই!
কুড়ি কুড়ি অমনি পড়িল তুড়ি, যুড়ি’ সব ঠাঁই!
নৃপ বলে “আজ, নিরখিব কাজ!”
মন্ত্রী বলে “কোন কাজ অবশিষ্ট নাই॥ ৪৩॥
কাজের নাহিক আদি, নাহি শেষ!
যত করা-যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ!
হও তুমি রুক্ষ, তাহে নাই দুঃখ!
চাহিলেই দিব আমি কাজের নিকেশ॥ ৪৪॥
গুপ্ত চর দু-জন পড়্যেছে ধরা;
ভূপ তুমি, তোমার উচিত হয় সুবিচার করা।”
বলে নর-পতি “আন’ দ্রুতগতি;
নিজ হস্তে এবার শাসিব আমি ধরা॥” ৪৫॥
ক্ষণ-পরে জটা-জূট-ভস্ম-ধারী
ভণ্ডতপ নামে এক অবধূত, ঘোর অহঙ্কারী;
সঙ্গে, হতভাগ্য কপট-বৈরাগ্য;
আইল এ দুই জন, সবে চমৎকারি॥ ৪৬॥
“আশীষ্ করিল দান ভণ্ডতপ;
কপট-বৈরাগ্য চেলা করিতে-লাগিল মালা-জপ।
নৃপ বলে “কবে জপ সাঙ্গ হ’বে?”
মন্ত্রী-বলে “যখন হইবে শপাশপ!” ॥ ৪৭॥

"নারায়ণ! নারায়ণ!" বলে ভণ্ড;
মন্ত্রী-বলে "দেখেছ ত আমায়, করিব খণ্ড খণ্ড!"
বলে ভণ্ড-তপ "করি তপ-জপ
রাজার কল্যাণ তরে, তেঁই এই দণ্ড!" ॥ ৪৮ ॥

নরপতি বলিল "মুদিয়া নেত্র
'হরি' 'হরি' জপিছ হরিতে ধন—না চসিয়া ক্ষেত্র,
না বহিয়া মোট, না পালিয়া গোঠ!
কোথায় প্রহরী! অরে! নিয়ে আয় বেত্র!" ৪৯ ॥

ভণ্ডতপে এমনি কসায় বেত,
ধ্বনি শুনি' আড়ষ্ট হইয়া-যায় যত ভূত প্রেত।
মন্ত্রী ঠারি' চোক, বলে "হো'ক্! হো'ক্!
বিশ-ত্রিশ না হইলে হইবে না চেত॥" ৫০ ॥

বলিলেন কপট-বৈরাগ্য চেলা,
"দূষিব কাহারে আমি, এ ভবের এইরূপ খেলা।"
বলে মন্ত্রীবর "এঁ রে তা'র পর!
খেলা না ভাবেন যেন আপনার বেলা॥" ৫১ ॥

দম্ভ করি' বলি'-উঠে ভণ্ড-তপ
"বজ্র ঠেকাইতে-নারে কিবা ছত্র কিবা চন্দ্রাতপ!
বলিতেছি শুন', এক দুই গুণ',
সহস্র না পের'তেই ঘুচিবে দরপ! ৫২ ॥

সিংহাসন ধূলায় ধূসর হ'বে!
পশ্চিমে উঠিবে রবি, মোর বাক্য মিথ্যা হ'বে যবে।"

কপট বৈরাগ্য বলিল "সৌভাগ্য
অস্ত হইবার হ'লে সকলি সম্ভবে॥" ৫৩॥
প্রহরী গর্জ্জিয়া বলে "চুপ! চুপ!"
নৃপ বলে "ভণ্ড-দোঁহে দেখাও! দেখাও অন্ধকূপ!
তুমি গো সচিব আছ কি সজীব?"
তন্দ্রা ভাঙি মন্ত্রী বলে "শুনিতেছি ভূপ!" ॥ ৫৪ ॥
কবি এতকাল, আছিল আড়াল;
"জয় মহারাজের" বলিয়া দুই বন-দ্বার-পাল—
আধি আর ব্যাধি—বলে "অপরাধী
এ জন, বিচারকর্ত্তা আপনি ভূপাল॥" ৫৫॥
মন্ত্রীবর বলিলেন "মহারাজ
পরিচয় লইতেছি; বল' বন্দি কি তোমার কাজ
এ সকল স্থানে? কে তোমায় জানে?
সত্য যদি না বল', প্রলয় হ'বে আজ!" ৫৬॥
কবি কহে "ভুলিয়া দিক্ বিদিক্
পশিলাম অরণ্যে; জানি না কিছু ইহার অধিক!"
পরিহাস-চ্ছলে মন্ত্রীবর বলে
"দুধের ছাবাল তুমি! নিরীহ পথিক!" ॥ ৫৭ ॥
ভূপ বলে "সাবধানে কহ' কথা,
এ নহে অমর-পুর—হেতাকার স্বতন্তর প্রথা!"
কবি কহে "ভূপ! কহিনু স্বরূপ;
অরণ্যে ভ্রমিতেছিনু, উনমাদ যথা॥ ৫৮॥

দেহ-প্রতি কিছু যা'র আছে স্নেহ,
পা বাড়ায় কভু কি তেমন বনে সচেতন কেহ" ?
বলিলেন ভূপ "করিছ বিদ্রূপ ?
তুমি কা'র গুপ্তচর, নাহিক সন্দেহ" ! ॥ ৫৯ ॥
ব্যাধি বলে "মুখে দিব বস্ত্র গুঁজি',
কথা উচ্চারিলে" ! মন্ত্রী বলিল "তল্লপি দেখ' খুঁজি'"।
অন্বেষণ-ফল, মিলিল কেবল,
হাতের অঙ্গুরীয়ক সাথের যা' পুঁজি ॥ ৬০ ॥
মন্ত্রী বলে "দিক্ ভুলিয়াছ বটে !"
এত বলি অঙ্গুরি-টি হাতে করি', উলটে পালটে।
বলে "নাম লেখা পষ্ট যায় দেখা !
উড়িবারে চাও তুমি আমার নিকটে ! ॥ ৬১ ॥
পথিকের এমনিই-বটে সাজ !
অঙ্গুরিতে বিলাস-পতির নাম, দেখ' মহারাজ।
শিহরিয়া উঠি', বলে ভূপ "ক্রুটি
হইয়াছে আমার একটি কাজে আজ ! ৬২ ॥
ভয়ানক-রস নর-বলি দিবে ;
প্রয়োজন হইয়াছে তেঁই তা'র, বিষাদের জীবে।
পাঠাইয়া বন্দি রাখা-চাই সন্ধি ;"
এত বলি কাণে কাণে কহিল সচিবে ! ৬৩ ॥
"আধি-ব্যাধি দৈত্য দুই আজ্ঞাবহ
ভয়ানক-রসের পাতাল-পুরে যা'ক্ বন্দিসহ।

বলিবে ‘বিষাদ যাচয়ে প্রসাদ
সেবকের উপহার কৃপাকরি লহ!’ ॥” ৬৪ ॥
উঠিলেন বিষাদ কুঞ্চিত-ভালে।
আধি-ব্যাধি-অনুচরে কহে জাড্য লইয়া আড়ালে
“চা’ন, ভয়ানক, নরের মস্তক;
বন্দি উপহার ল’য়ে দৌড়াও পাতালে ॥” ৬৫ ॥
সভাভঙ্গে সোপানের দুম-দাম
চলিল দণ্ডেক ধরি; তার পরে স্তব্ধ হ’ল ধাম।
ভগ্ন-ঘর-বাসী চামচিকা আসি
আনাগোনা করিতে লাগিল অবিরাম ॥ ৬৬ ॥
সঙ্কটে পড়িল তায়, দীপ-আলো;
আলোকে আঁধারে বাধে ঝটাপটি বিষম ঘোরালো!
পাখা-নাড়া ঝাঁটে, পড়িয়া ঝঞ্ঝাটে,
আলোকের আয়ু যেন ফুরা’ল ফুরা’ল! ॥ ৬৭ ॥
আলোকেরে কাবু করি’, তা’র পর
সমূলে নাশিয়া তা’রে, আঁধার জুড়িয়া-বসে ঘর।
সভাসদ্ যত, কে কোথায় গত!
“কি হয় না জানি পরে” ভাবে কবিবর ॥ ৬৮ ॥
গুরু হৈল অন্ধকার, ভয়-ভারে!
বসি’-পড়ে কবিবর শিরে হাত দিয়া একেবারে!
বলিল ‘এবার মৃত্যু অনিবার!
চক্ষে দেখিব না আর প্রাণ-প্রতিমারে” ! ৬৯ ॥

উল্কা-হস্তে আধি দিল দরশন,
আচম্বিতে কবির নয়নে করি' আলো-বরিষণ।
জটিল-মস্তক, অতি ভয়ানক,
চাহনি মরম-ভেদী, লোম-হরষণ॥ ৭০ ॥
ব্যাধি-দৈত্য আইল ক্ষণেক পরে;
পলাবার উদ্যোগ করিল কবি পরাণের তরে।
"উঠ, চল" বলি' দুই মহাবলী
ধরিল কবির হাত, লৌহ-দলা করে॥ ৭১ ॥
ভীষণ সে পথ, যা'র মধ্য দিয়া
কবিবরে ধরিয়া লইয়া চলে অৰ্দ্ধেক বধিয়া!
আশে পাশে হেলি, ঘোর প্যাঁচ খেলি,
ফণী-সম গেছে পথ পাতালে সেঁধিয়া॥ ৭২ ॥
লয়ে-চলে কবিরে সাক্ষাৎ কাল
ব্যাধি-রূপী; আধি চলে আগে-আগে ধরিয়া মশাল।
পশে এইরূপে ঘোর অন্ধকূপে;
ক্রমে ক্রমে গহ্বর হইল বিশাল॥ ৭৩ ॥
জন্তু কত রূপ, বিকট বিরূপ,
প্রকাণ্ড গুহার হেতা-হোতা বসি', করি' আছে চুপ!
কোথাও কুম্ভীর হইয়া গম্ভীর,
একান্তে চাহিয়া-আছে শিকার-লোলুপ॥ ৭৪ ॥
বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে;
কোথাও—কি-জন্তু কেহ দেখে নাই—গরজিয়া ফুলে।

কোথাও বা রোষে কাল-সর্প ফোঁসে ;
কোথাও দিগ্‌গজ ভেক হুয়ার আগুলে॥ ৭৫ ॥
দেখি' দানা-দুটারে, যেমন ক্ষোভ,
কবিবরে দেখিয়া, তেমনি হয় তা'-সবার লোভ।
আধি-ব্যাধি পাকে, সহ্য করি' থাকে,
ফণী রহে ফণা ধরি', নাহি মারে ছোব॥ ৭৬ ॥
নাবে কবি নিচের নীচের ধাপে।
শ্লেষ্মাতুর বদ্ধ বায়ু বিষাইয়া গন্ধকের ভাপে
আক্রমিল নাশা। জীবনের আশা
বাসা ছাড়ি পলাইল তাহার উত্তাপে! ৭৭ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রসাতল-প্রয়াণ।

সূচনা।

জাড্য (যাহার আর-এক নাম আলস্য) তাহার অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতল-পতি ভয়ানক-রসের নিকট, বিষাদের ভেট বলিয়া, সমর্পন করিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া কবিকে বলিদান করিতে আদেশ করিল। ইতি মধ্যে ভৈরব নামক একজন করাল-মূর্ত্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক-রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলিদান করিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বথ তরুর মূলে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা-দেবী আসিয়া কবিকে কাপালিকের হস্ত হইতে এবং প্রমদা-নাম্নী একটি বিপন্না কুমারীকে অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

গম্ভীর পাতাল ! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় [১]
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল !
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্!
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল !
দেখে যদি মর্ত্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া,সে কি আর [২]
আসে ফিরে ! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমো-গর্ভে কোথা তলাইয়া যায়, কে করে নির্দ্দেশ !
দল-বল একত্র করিছে হেতা পাতাল-নরেশ ॥ ৩ ॥

কবির সর্ব্বাঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
ভয়ানক-রসের দারুণ-কাণ্ড চক্ষে নেহারিয়া।
যত যেথাকার বিকট আকার,
জড়ো হইয়াছে সব, আঁধার করিয়া ॥ ৪ ॥

অত্যাচার-পিশাচ আছেন হেতা ;
আছে মারী-নিশাচরী, দুর্ভিক্ষ অসুর-দল-নেতা।
দ্বেষ-হিংসা দানা, দৈত্য আর নানা ;
প্রতি-জনে ভাবে "আমি ত্রিভুবন-জেতা" ॥ ৫ ॥

ভয়ানক, মাতি'-উঠি রণোৎসবে,
বলে "বিলাসের আজি দুই অস্থি একত্র না র'বে !"

দৈত্য, পালে-পাল খুলি' তরবাল,
সঘনে বলিয়া-উঠে ভয়ঙ্কর রবে ॥ ৬ ॥
"এই তরবাল, প্রমোদের কাল!"
এত বলি' কোটি দৈত্য ওঁচাইয়া ঢাল-তরবাল,
ছাড়ে সিংহনাদ,—পাতালের বাঁধ
ভাঙিয়া বা পড়ে খসি', এমনি করাল! ॥ ৭ ॥
মারী কহে "আমি ভয়ঙ্করী-নারী!
সজনে বিজন করি, পাইলে মুহূর্ত্ত দুই চারি!
চিতা-কুণ্ড জ্বালি', মেদ-মজ্জা ঢালি',
করি যে কেমন হোম, জানে বজ্রধারী ॥ ৮ ॥
ধিক্ দেবরাজে, ধিক্ তার বাজে!
দেবতা-সভায় মুখ-দেখায় না জানি কোন্ লাজে!"
বলে দুরভিক্ষ "না রাখিব বৃক্ষ,
না পত্র না তৃণ এক, সসাগরা-মাঝে! ॥ ৯ ॥
স্বরগের প্রভুরা পা'বেন টের!
বজ্রে তাঁরা বড় পটু! বজ্র-নাদ শুনা আছে ঢের!
জগতের শস্য করি আগে নস্য!
বীর্য্য দেখা যা'বে পরে বজ্র-ধরেদের ॥ ১০ ॥
অন্ন-বিনা স্বর্ণ-রূপ মাটি হ'বে!
শ্রমীর লাগিবে ভ্রমি! শিল্প-কাজ গল্প হয়ে র'বে!
প্রজা-নরপাল হানিবে কপাল!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য জ্বলি'-যা'বে, হাহাকার-রবে ॥" ১১ ॥

অত্যাচার বলে "এই তলবার
কোষে থাকিয়াই শোষে রুধির, এমনি দুর্নিবার!
এ যখন, শির করেছে বাহির,
পৃথিবী করিবে আজি রক্ত-পারাবার ॥ ১২ ॥
দ্বেষ বলে "একবার এই হাতে
পাই যদি প্রমোদেরে, চিবাই তাহারে আমি দাঁতে।
আছে সে কোথায়! বড় সাধ যায়
মুকুট খসাই তা'র দুই পদাঘাতে! ॥ ১৩ ॥
ইঙ্গিত করিলে-হয় দৈত্যরাজ,
ছার-খার করিব বিলাস-পুরী এই দণ্ডে আজ!
রাজদর্প নাশি, রাণী-সবে দাসী
না যদি করিতে পারি, নামে নাই কাজ ॥" ১৪ ॥
হিংসা বলে "শোন্ রে প্রমোদ-ভূপ!
তোর পৃষ্ঠে খনিবে এ মোর ছুরি রুধিরের কূপ—
কহিনু নির্ঘাত! ক-দিন ক-রাত
দেখিব রহিস্ ঘরে আঁটিয়া কুলুপ! ১৫ ॥
বৃথায় কভু না মোর অস্ত্র চলে।
কোথায় কখন্ আমি কোন্ বেশে, কার সাধ্য বলে!
বড় বড় লোক ডরে মোর চোক!
ধূমকেতু দেখে মোরে প্রহরী সকলে!" ॥ ১৬ ॥
হেন কালে আধি ব্যাধি মহাবলী
ভয়ানক-রসে নিবেদিল ভেট, হয়ে কৃতাঞ্জলি।

বলিল "বিষাদ যাচয়ে প্রসাদ ;
মা'য়ের পূজার তরে ভেটিয়াছে বলি ॥ ১৭ ॥
ভয়ানক, কাঁপাইয়া কবিবরে,
তাকাইয়া চারিদিকে বলি-উঠে গরজন-স্বরে,
"কোথা পুরোহিত" ! হয়্যে সশঙ্কিত
পুরোহিত দাঁড়ায় কম্পিত কলেবরে ॥ ১৮ ॥
পুরোহিতে বলে ভয়ানক-রস
"চামুণ্ডা-দেবীরে আহবান কর', মন্ত্রে করি' বশ।
নর-বলি-দান কর সমাধান ;
সমরে অমর হই, এ মোর মানস" ॥ ১৯ ॥
"তথাস্তু" বলিয়া এক কাপালিক
কোথা-হৈতে আসি' হ'ল উপস্থিত ! অযুত-অধিক
দানব দুর্দান্ত, গর্ব্বে দিয়া ক্ষান্ত,
পথ ছাড়ি' দিল তা'রে, স্তব্ধ হ'ল দিক্ ! ২০ ॥
গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ-মালা ;
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা !
নমি' পদতলে, অত্যাচার বলে,
"সকলের হর্ত্তা-কর্ত্তা তুমিই একালা" ! ২১ ॥
নেত্রপাত-মাত্র করি, কাপালিক,
দৈত্য-রাজে করিল ছবির মত স্তব্ধ অনিমিখ !
ইঙ্গিতিল তবে বেতাল-ভৈরবে
"বন্দি লয়্যে এগোও ! ক'রেছি সব ঠিক্ !" ॥ ২২ ॥

কাপালিক, ভৈরব যাহার নাম,
কবিরে লইল আপনার হাতে, ছাড়াইয়া গ্রাম।
ভোগবতী কূলে অশ্বত্থের মূলে
রসি-দিয়া কসি’ বাঁধে শরীর সুঠাম ॥ ২৩ ॥
বলে কবি “আর গো ভরসা নাই!
হে মায়া-জননি ডাকি তোমায়, চরণে দেও ঠাঁই!
অন্তিম সময়ে, কোথা গো অভয়ে!
কাতর পরাণ মোর কাঁদিছে সদাই ॥” ২৪ ॥
সহজেই ভীষণ সে নাগ-লোক!
রবি-শশি-তারার নাহিক নাম! যে কিছু আলোক
চিতার অঙ্গার করে উদগার—
আঁধার তাহাতে উঠে রাঙাইয়া চোক ॥ ২৫ ॥
শ্মশান-প্রদেশ তাহে নিদারুণ!
ফেরু হাঁকে ঘন ঘন, প্রহর ভীষণ অকরুণ!
বেগে জিনি বায়, লোল জিহ্বায়
উল্কা-মুখী চলি’-যায় উগরি’ আগুন ॥ ২৬ ॥
নদী-কূলে, শব্দ করি’ কট্-মট্
শিবায় চিবায় শব, অস্থি করি’ উলট্ পালট্।
অল্প পেয়ে চাড়, ভাঙ্গি’ পড়ে পাড়,
ছাড়ি’ শব, ভাগে সব, ভাবিয়া সঙ্কট ॥ ২৭ ॥
পাতি’ এক শব, বসিল ভৈরব!
কপাল-করক ভরি’ পুরা-মাত্রা লইয়া আসব,

সযতনে ধরি' মন্ত্র-পূত করি',
একটি চুমুক-দানে নিঃশেষিল সব ॥ ২৮ ॥
শবের সে বুকের উপরে চড়ি',
মুখে ঢালি'-দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।
ক্ষণে ক্ষণে শব করে আর্ত্ত-রব ;
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড়-মড়ি' ॥ ২৯ ॥
ভৈরব করিতে-থাকে মন্ত্র জপ ;
মর-মর শবদ করিয়া-উঠে শ্মশান-পাদপ
রহিয়া রহিয়া ; মাঠ-মধ্য-দিয়া
আলেয়া চলিয়া-যায় করি দপ্ দপ্॥ ৩০ ॥
লোল জিহ্বা নাড়িছে বীভৎস-রস ;
ঘেরিয়া-ঘেরিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস।
মৃত নাড়ি-ভুঁড়ি, করে ছেঁড়া-ছিঁড়ি, ;
মেদ-রক্ত পান করে কলস-কলস ॥ ৩১ ॥
ছিড়ি'-খুঁড়ি' শবের চরণ-হস্ত,
ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি' ধরি' চিবায় সমস্ত।
গা-বাহিয়া রস পড়ে টস্ টস্ ;
নব-শব-অন্বেষণে, পুন' হয় ব্যস্ত ॥ ৩২ ॥
সাধকে ছলিতে এ'ল বিভীষিকা ;
মুখে ঝাঁপ-দিয়া পড়ে হইয়া বাদুড় চামচিকা।
হয়্যে ডাঁড় কাক, ছাড়ি' যায় ডাক।
পায়ে সুড়-সুড়ি দেয় মূষিক মূষিকা ॥ ৩৩ ॥

সিংহ আসি নাড়িয়া-বেড়ায় জটা ;
থমকিয়া হাই তুলে, পরকাশি' দশনের ছটা !
দূর হৈতে বাঘ, করে তাগ-বাগ ;
আরম্ভে তাহার পর গরজন-ঘটা ॥ ৩৪ ॥

তখন সে কাপালিক, নষ্ট লোক,
বেতালেরে ইঙ্গিতিল "নর-বলি উপস্থিত হো'ক্ !"
ডাকি' বলে পুন' "শুন ! শুন ! শুন !
নড়িও না, যতক্ষণ পড়ি আমি শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

জয় দেবি ভয়ঙ্করী ! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী ! *
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী !
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা ! দিগম্বর-বুকে দু পা !
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী !
জল-স্থল-রসাতল পদ-ভরে টলমল !
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে !
শোণিত বরষা-কাল, বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহ-নাদ পলকে-পলকে ! ॥ ৩৬ ॥

রক্তে-রক্ত মহা-মহী ! রক্ত ঝরে অসি বহি' !
রক্ত-ময় খাঁড়া লক-লকে !
লোল জিহ্বা রক্ত-ভুখে ! ক্ষত অঙ্গ শত-মুখে
রক্ত বমে ঝলকে ঝলকে।

---

* এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার কিয়ৎকাল পরে এই কালিকা-স্তবটি এখান হইতে উদ্ধৃত করিয়া কোন-একটি প্রসিদ্ধ নাটকের এক স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

উর’ কালি কপালিনী ! উর’ দেবি করালিনী !
নরবলি ধর’ উপহার !
উর’ জলধর-নিভা ! উর’ লক-লক-জিভা !
পুর’ বাঞ্ছা সাধক-জনার ॥” ৩৭ ॥

রম্ ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে !
ভূত-প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, যোড় কর-পুটে !
আইল কালিকা কপাল-মালিকা,
বজ্র-মেঘে রক্ত-জিভা, সন্ধ্যা-রাগে ফুটে ॥ ৩৮ ॥

বিলসিছে বিশদ রদন-পাঁতি,
রজত বিজলি যেন খণ্ডিতেছে অন্ধকার-রাতি।
কাল-রাত্রি-ভীমা মুখের প্রতিমা,
নয়ন-রক্তিমা তাহে অরুণের ভাতি ॥ ৩৯ ॥

ঘোর বিপদ হেতায় কবির মাথায়
পড়ে পড়ে, মায়া-মায়ে ডাকে কাতর প্রাণী।
“এ যে পিশাচের ভূমি ! কোথা গো মা তুমি !
কা’র কাছে কাঁদিব ! কে শুনে কাহার বাণী ! ॥৪০॥

ডাকি তোমায় হে মায়া দেও পদ-ছায়া !
রসাতলে পড়ো আছি হয়্যে চেতন-হারা !
আর কাহকে জানিনে কভু তোমা-বিনে ;
তুমি মোর বিপথ-গহনে অচল-তারা ॥ ৪১ ॥

দেহ তেয়াগিয়া যাই তাহে দুখ নাই !
কাঁদি কেবল, ধরিবার লাগি চরণ-তরী।

সেই সহাস বদন স্নেহের সদন,
একটিবার দেখাও জননি, দেখিয়া মরি" ! ৪২ ॥
নিরখিল সম্মুখে অবাক্ মানি'
কৃপাময়ী মূরতি ! ভাবিল কবি সাক্ষাৎ ভবানী।
বাহন—নধর নব-জলধর,
পশু না পক্ষী না পাছে ক্লেশ পায় প্রাণী ॥ ৪৩ ॥
জ্যোতির্ম্ময়ী, ম্লান কিন্তু মুখাভাস ;
গালে হাত-দিয়া বসি', ফেলিছেন আকুল-নিশ্বাস।
আছেন আছেন নয়ন মোছেন,
করুণা ইহাঁর নাম ত্রিদিবে নিবাস ॥ ৪৪ ॥
বলিল করুণা-দেবী "বৎস মোর,
আর তোরে বাঁধিতে না পারে কভু দৈত্য-দানা ঘোর,
কু-গ্রহ না চাহে, সন্তাপ না দাহে,
হাতে তোর বাঁধি' দিনু এই রাখী-ডোর" ॥ ৪৫ ॥"
এত বলি' হরি'-লয়ে দুঃখ-শোক,
আঁখির বরষা-মাঝে বিতরিয়া ভরসা-আলোক,
বাঁধি'-দিল রাখী ; বন্দি-সহ শাখী
এড়াইল অমনি কাপালিকের চোক ॥ ৪৬ ॥
না দেখিয়া সে বন্দি, না সে অশ্বথ,
বেতালে ডাকিয়া-বলে কাপালিক ভগ্ন-মনোরথ
"কোন্ দুষ্ট আজ, করিল এ কাজ !
বন্দির ত রাখি নাই পলা'বার পথ ! ৪৭ ॥

কেন দেবি সেবকে হইল রোষ!
কেন দেবি চামুণ্ডে, নৃ-মুণ্ডে আজি হইল না তোষ!
করো্যা না ভ্রুকুটি! হয়্যে-থাকে ত্রুটি,
এখনি বিধান-মতে খণ্ডিতেছি দোষ"! ৪৮ ॥

মহামাংস প্রসাদ পাইবে বলি'
ডাকিনী যোগিনী সবে নাচিতেছে আনন্দে উথলি';
নিরখিল যেই নরবলি নেই,
ক্রোধ-রক্ত নয়নে আগুণ উঠে জ্বলি' ॥ ৪৯ ॥

হুহুঙ্কারে জিনিয়া প্রলয়-বায়
ধেয়্যে এ'ল তারা যেই, কাপালিক উঠিয়া-পলায়।
আরম্ভিলে ঝড়, উড়ে যথা খড়,
উড়ি চলে কাপালিক কে জানে কোথায়! ॥ ৫০ ॥

কপালিনী তখন, ঢাকিল কায়া;
আঁধার-নিশীথে মিশাইয়া-গেল জলধর-চ্ছায়া!
ছিল কবিবর বদ্ধ-কলেবর,
মুক্ত হ'ল অমনি, দৈবের একি মায়া! ৫১ ॥

লইবারে যেমন বাড়া'বে হাত
শমন; অমনি কবি জননীর পাইয়া সাক্ষাৎ—
"নমি গো বরদে, কাণ্ডারী বিপদে!"
হেন বলি' করিল সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ॥ ৫২ ॥

আশ্বাসিয়া বলে মাতা "ভয় নাই!
আসিয়াছি স্বর্গ-হ'তে ঘুচাইতে আপদ বালাই!

উঠি বর মাগো” ! কবি কহে “মা গো !
ব্যাকুল হইলে প্রাণ দেখা যেন পাই” ! ৫৩ ॥
বলে দেবী “মুছ’ রে নয়ন-জল !
মা বলিয়া ডাকিলেই দেখা দিব, না পড়িতে পল ;
দিনু এই বর। হো’স্ নে কাতর !
কি তোর বিঁধিছে হৃদে সত্য করি বল্ ॥ ৫৪ ॥
কহে কবি “জননি ! তোমার-কাছে
ঢাকিব না কোনো কথা, আঁখি তব কোথায় না আছে !
মোর চিত্ত-পট এ নহে কপট,
দেখ’ মা প্রতিমা কা’র লেখা রহিয়াছে” ! ৫৫ ॥
বলে দেবী “করিস্ নে হাহুতাশ !
পূরব রক্তিম হ’লে পুরিবে মনের অভিলাষ।
কাজ আছে কিছু, আয় পিছু পিছু ;
কাটিয়া গিয়াছে তোর বন্ধনের পাশ !” ॥ ৫৫ ॥
করুণার পাছু পাছু কবিবর
চলিল, রাখীর গুণে হইয়া অদৃশ্য-কলেবর !
মাঝে মাঝে থামি’, ধীরে ধীরে নামি’,
পশিল ক্ষণেক-পরে বিশাল গহ্বর ॥ ৫৬ ॥
অদৃশ্য-শরীরে কবি ক্ষণকাল
দাঁড়াইল থামিয়া, অমনি এক মূর্ত্তিমান্ কাল
প্রবেশিল তথি ! ভীম সে মূরতি
অত্যাচার ! হস্তে এক প্রকাণ্ড মশাল ॥ ৫৭ ॥

গুহা-গহ্বরের, কোথা এক টের,
সেথায় চলিল দৈত্য, বক্র-পথে করি' ঘোর-ফের।
ক্ষণেকে মশাল হইল আড়াল,
কবির চৌদিকে দিয়া আঁধারের ঘের ॥ ৫৮ ॥
ক্রন্দনের মত এক তার-ধ্বনি
পশিল কবির কাণে, প্রাণে যেন বাজিল অশনি।
মৃদু অবলার মধুর গলার
আইল সে আর্ত্তনাদ ভেদিয়া রজনী ॥ ৫৯ ॥
আড়ষ্ট হইয়া কবি, কাণ পাতে ;
আশঙ্কা জাগিয়া-উঠি' কত-শত মন্ত্র দেয় তা'তে।
কখনো এগোয় কখনো পিছোয়,
কখনো সম্মুখে চায়, কখনো পশ্চাতে ॥ ৬০ ॥
কাঁপিতে কঁপিতে হয়ে৷ অগ্রসর,
মশালের আলোকে নিরখে কবি অতি ভয়ঙ্কর
দারুণ ব্যাপার! প্রমদা-বালার
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, যোড় দুটি কর ॥ ৬১ ॥
দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ-কায়
অত্যাচার-নামে দৈত্য ; দুই চক্ষু যবা-ফুল প্রায়
কাদম্বরী-পানে ; প্রমদার পানে
সতৃষ্ণ নয়ন-পাতে প্রেম-ভিক্ষা চায় ॥ ৬২ ॥
বলে দৈত্য "যুদ্ধে যাইতেছি আমি ;
জানিস্ নে কে-সে ভয়ানক-রস রসাতল-স্বামী

যে তোরে হেতায় রাখিবারে চায় !
হোস্ যদি আমার বাঁচা'ব তোরে আমি ॥ ৬৩ ॥
সুহৃদের বাক্য যদি মনে-ধরে,
এই ঠাঁই যেমন আছিস্ থাক্, দুদিনের তরে।
রণ সাঙ্গ হ'লে, তোরে লয়্যে কোলে,
যাইব সমুদ্র-পার, আর কে কি করে ॥" ৬৫ ॥
বলে ধনী "ফেলিয়া-এস্যেছি বাপে
ঘোর কারাগারে, দহিতেছি সেই মনের সন্তাপে !
ক্ষম' দৈত্য-রাজ ! নিদারুণ বাজ
তোমার বচন ও যে, শুনি' অঙ্গ কাঁপে !" ॥ ৬৬ ॥
বলে দৈত্য "হিত বাক্য হ'ল বাজ !
আমায় ত্যজিয়া তুই ভজিবি কি রসাতল-রাজ—
বিশ্ব যা'রে ডরে ? প'লে তা'র করে,
আগেই খোয়া'তে হ'বে কুল-মান-লাজ ॥ ৬৭ ॥
এখন সৈন্যের হ'ব অনুগামী ;
সমর হইলে শেষ, সিন্ধু-পারে লয়্যে তোরে আমি
পাতিব সংসার ; তোর সে পিতার
বন্ধন ঘুচা'ব পরে, এবে থাক্ থামি' ॥" ৬৮ ॥
বলে বালা নয়ন-সলিলে ভাসি',
"দৈত্য হয়্যে এত যদি তুমি মোর হিত-অভিলাষী,
এই ভিক্ষা দেহ, নাহি মোর কেহ
পিতা-বিনা—তাঁর সঙ্গে হই কারাবাসী ॥ ৬৯ ॥

নহিলে তোমার দুটি-পদে আজ
ত্যজিব নারী-জীবন! নির্ভয়ে ভজিব যম-রাজ,
অধর্ম্মে না তবু মন দিব কভু!
গেল যদি ধরম, জীবনে কিবা কাজ॥” ৭০॥
বলে দৈত্য বলী, “তুমি যাও চলি’——
আমি-মূঢ় হাত-পা আছাড়ি আর মনাগুনে জ্বলি!
চক্ষে ধারা-জল, বক্ষে হলাহল!
পেয়েছিস্ মোরে যেন ননীর পুথলি! ৭১॥
চক্ষু-জলে আমায় গলা’বি তুই!
রাশি-রাশি অমন চক্ষের জলে কত-যে পা ধুই,
তা’ তুই জানিস্! আমি কি শিরীষ-
ফুলটির মতন যে ফুঁ-দিলেই নুই? ৭২॥
রাজ্য চা’স্? বিপুল ঐশ্বর্য্য চা’স?
কি চা’স্ আমায় বল্—পুরাইব সব অভিলাষ!
কত রত্ন-রাশি, কত দাস-দাসী,
চাহিস্! আপনি হ’ব আজ্ঞাকারী দাস”! ৭৩॥
প্রমদা বলিল “এত যন্ত্রণা গা
আমার কপালে ছিল! যত্নে বাঁধি’-রাখিবার তাগা
সতীত্ব ধরম—তুই রে অধম
তাহাতে চাহিস্ দিতে কলঙ্কের দাগা! ৭৪॥
মন তোর বুঝিবে না, কি বুঝা’ব!
পাষাণ-পরাণ তোর অশ্রু-জলে কেমনে ভিজা’ব!

কৃতান্তও নয় এমন নিদয় !
বিপদ-কাণ্ডারী সেই, তা'রি ঠাঁই যা'ব" ! ৭৫ ॥
"হুঁ" ! বলিয়া চাহে দৈত্য খট্‌মট্‌ !
শেষে বলে"কোথা তোরা দু-বো'ন,চলিয়া-আয় ঝট্‌!"
কোথা এক কোণে, ছিল দুই বো'নে,
পলক-মাঝারে দোঁহে হইল নিকট ॥ ৭৬ ॥
ঈরিষা-বড়াই-নামে দুই বুড়ি,
নড়ি-হাতে প্রমদার নিকটে আসিয়া গুড়ি-গুড়ি
সমুখা-সমুখি দাঁড়াইল ঝুঁকি',
নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফুঁড়ি ! ৭৭ ॥
চিবায়্যে কড়াই, বলিছে বড়াই,
"হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক,ফুঁয়ে আমি পর্ব্বত নড়াই!"
পড়িয়া সরিষা বলিছে ঈরিষা
"হাসি-মুখ যত আছে পুড়ি' হো'ক্‌ ছাই" ! ৭৮ ॥
কাঁপিতে-লাগিল ভয়ে অনাথিনী ;
বলিল বড়াই-বুড়ি "হও যাও রাজার সাথিনী !
তোমার বয়িসী রাজার মহিষী
যে আসে, আমায় বাসে প্রধান মন্ত্রিণী ! ৭৯ ॥
আমি যা'রে সন্ধান দিয়াছি বলি',
বুক-ফুলাইয়া যায় রাজার সমুখ-দিয়া চলি' !
নূতন আনাড়ি গেলে রাজ-বাড়ি,
তরাসে হইয়া রহে আড়ষ্ট পুথলি" ! ৮০ ॥

শুনি' কহে ঈরিষা "গরব ঘুচে
পড়িলে তেমন হাতে! রাজার সোহাগ নাহি রুচে—
মরি কি রূপসী! পথে-ঘাটে বসি'
কাঁদিছে অমন-কত, কেহ নাহি পুছে! ৮১ ॥
সাধিতেই অমনি বাড়িল বুক!
উনি সতী, মোরা সবে অসতী! সতীত্বে দিই থুক্" !
শুনি' রূপসীর পা হইতে শির
শিহরিয়া উঠিল, শুখায়্যে-গেল মুখ ॥ ৮২ ॥
নিরখিয়া ডাইনীর মুখ নাক,
শুনিয়া কথার ধারা, প্রমদার নাহি সরে বাক্!
কম্প এ'ল ধড়ে! মূর্চ্ছিয়া বা পড়ে!
বড়াই অমনি বলে ছাড়ি' এক ডাক! ৮৩ ॥
"ভাবিয়াছ আমায় বুড়ি-থুত্থুড়ি!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রলয় বাধিয়া-যায়, দিই যদি তুড়ি।
মাড়ি এই মোর, ধরে এত জোর,
চিবাইয়া ভাঙি আমি পাথরের নুড়ি! ৮৪ ॥
এই হাড়ে আমি ভেলকি খেলাই!
এই ত চিমৃসা হাত, এই হাতে পৃথিবী টলাই!"
ঈরিষ্যা জ্বলিয়া উঠিল বলিয়া
"জমিছে বকুনি শুনি', শকুনি মেলা-ই! ৮৫ ॥
বকি' বকি' মুখে উঠিয়াছে গেঁজ!
মনে মনে হাসিছে ও গরবিনী, দেখি' তোর তেজ!

রসে একে ফাটি, পরশে না মাটি—
তোর রঙ্গ দেখি ও'র মোটাইছে লেজ" ! ৮৬ ॥
বড়াই বলিল "তোর বড় হই,
আমায় ঘুরা'স্ চোক ! আর আমি হেতায় না রই !
মোরে, ও-রে রিষ, দিদি না বলিস্,
দেঁতো-মুখ আজি তোর না যদি থেঁতই" ! ৮৭ ॥
এত বলি' গুড়ি-মারে অন্ধকারে,
দু-চারি পা এগোয়, পিছনে আর ফিরিয়া নেহারে !
বিড়-বিড় বকি', নড়ি ঠক্ ঠকি',
ক্রমে তবে পঁহুছায় কোটরের দ্বারে ॥ ৮৮ ॥
দ্বার-হৈতে নামিতে সিঁড়ির ধাপে,
হোঁচট্ খাইয়া পড়ি', ঈরিষারে ডুবাইল শাঁপে—
"শিশু-রক্ত-খাকী ! বিষ-ভরা আঁখি !
মোরে তুই গালি দিস্, গা তোর না কাঁপে ! ৮৯ ॥
এই দ্যাখ্ হাতের নড়ির গুণ !
বাতাসে কি দাগে দ্যাখ্ ! এই তোর কপালে আগুন !
কালো ঘুর্ঘুর্যে বুক খা'বে কুর্যে !
শকুন, শিয়রে বসি', বাছিবে উকুন !" ৯০ ॥
প্রমদারে বলিছে ঈরিষা-বুড়ি,
"যাবে লো শ্বশুর-বাড়ি, হাতে পরাইয়া-দিই চুড়ি !
যা'বে প্রিয়-কাছে—কাঁদিতে কি আছে !
নড়িলে ভাঙ্গিব হাত মুচুড়ি' মুচুড়ি' !" ৯১ ॥

এত বলি' পরাইল হাতকড়ি।
ব্যথায়, প্রমদা-বালা, ধরাতলে লুটাইয়া-পড়ি'
সব দেখে ফাঁকা; আগুণের ছাঁকা
দিল যেই ঈরিষা, উঠিল ধড়মড়ি' ॥ ৯২ ॥
দৈত্য কহে "আজিকে এই অবধি!
রণ-হৈতে ফিরি'-আসি আমি আগে, শত্রু-দলে বধি'!
শুনে যদি বাণী হ'বে রাজ-রাণী,
না শুনিলে বিনাশিব দগধি' দগধি' ॥" ৯৩ ॥
যুদ্ধে গেল দানব সে নিরদয়;
ঈরিষা কোটরে গেল; দেখি' সব অন্ধকার-ময়
কাঁদিছে প্রমদা "কোথা মা বরদা!
কোথা মা করুণা-ময়ী এমন সময়!" ॥ ৯৪ ॥
মেঘ-যানে করুণা দিলেন দেখা
প্রমদার নয়নে; জলদাসনে যেন চন্দ্র-লেখা;
অথবা এমনি স্থির-সৌদামনী—
নিকষ-পাষাণে যেন সুবর্ণের রেখা! ৯৫ ॥
আশ্চরিজ হইয়া প্রমদা কয়
"কোন্ কৃপাময়ী দেবী হরিতে-আইলে মোর ভয়
এ দারুণ স্থানে! ভয় হয় প্রাণে—
মন যা' বলিছে মোর, মিথ্যা পাছে হয় ॥ ৯৬ ॥
সত্য করি' বল' মোরে, কে তুমি মা!
পড়িয়া দৈত্যের হাতে, নাহি মোর যন্ত্রণার সীমা!"

শুনি' দেবী কয় "কে হেন নির্দ্দয়—
লোহার খনিতে রাখে সোনার প্রতিমা! ৯৭ ॥
ও-যে রূপ, স্বর্গ-ধামে সাজে ভাল!
কেঁদ না! পালিবে ধর্ম্ম তোমায়, ধর্ম্মে যথন পাল'!
কান্না শুনি' আমি, আসিয়াছি নামি'!
বর-তনু-পরশে কর-সে রথ আলো॥" ৯৮ ॥
এত বলি' প্রমদারে ধরি'-তোলে
নবীন-নীরদ-রথে, পরে তারে বসাইয়া কোলে
মুছে অশ্রু-বারি; প্রমদা-কুমারী
পরাণ পাইয়া-উঠে স্নেহের হিল্লোলে ॥ ৯৯ ॥
বলে বালা "অভাগীর দুখানলে
বরষিলে শান্তি-বারি, নমি মা তোমার পদতলে!"
বলি' হেন বাণী, কাতর পরাণী
পাদ-পদ্ম ভাসাইল নয়নের জলে ॥ ১০০ ॥
বলে বালা "কে আছে গো তোমা-সম
সন্তাপ-হারিণী মাতা! সকল ভরষা তুমি মম!
দাসীরে আশিষ'! প্রসাদ বরিষ'!
অভয়-চরণ তলে নমো-নমো-নম॥" ১০১ ॥
কৃপাময়ী বলিল "আর কেঁদ না!
আশিষিনু তোমায়, পেয়েছ তুমি যেমন বেদনা,
শত-গুণ তা'র পা'বে পুরস্কার!"
এত বলি' প্রমদারে করিল সান্ত্বনা॥ ১০২ ॥

বলিলেন কবিরে "যন্ত্রণা ঢের
ভুগেছিস্! আয় বৎস পাছু পাছু জলদ-রথের।
ভয় নাই অণু! দৃশ্য হোক্ তনু।
সাবধানে দেখিস্ পথের ঘোর-ফের॥" ১০৩॥
চলে কবি রথের পশ্চাৎভাগে;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা-গওভর দেখি' ডর লাগে!
দেখে নদী-নদ, কোথাও বা হ্রদ,
কিন্তু না দেখিতে পায় গেছে কোন্-বাগে॥ ১০৪॥
দেখা-দিল অদূরে পন্নগ-ধাম!
আকাশ-পাতাল যুড়ি', উঠিয়াছে ধাতুময় থাম!
মহা-আয়তন দিব্য-নিকেতন,
রতনে-রতন-ময় মনো-অভিরাম॥ ১০৫॥
কোটি রত্ন বিলসিছে, কোটি রাগে!
পাতালে এমন স্থান—কবিবরে চমৎকার লাগে!
সকলি নিস্তব্ধ! নাহি সাড়া শব্দ!
জলের কল্লোল-ধ্বনি শুনা-যায় আগে॥ ১০৬॥
পদ-শব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির!
শ্রবণ-প্রবণ গহ্বর-ভবন,
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির॥ ১০৭।
টুঁ-শব্দ-টি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্, করি' কাড়াকাড়ি।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনি জাগিয়া অমনি,
অল্প-সূত্রে করি'-তুলে মহা বাড়াবাড়ি ॥ ১০৮ ॥
অবাকিয়া দেখিল কল্পনা-প্রিয়,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া-চলিয়াছে হর্ম্ম্য রমণীয়।
রত্ন-দীপ জ্বালা, সুনিভৃত শালা ;
গাইছে পন্নগ-বধূ, ঢালিছে অমিয় ॥ ১০৯ ॥
কবির শুনিল যেই পদ-শব্দ
দাঁড়াইল অমনি নাগিনী-সবে হইয়া নিস্তব্ধ ;
হেরিয়া যুবক লাগিল চমক ;
স্বপ্ন-মাঝে চেতন হইল যেন লব্ধ ॥ ১১০ ॥
সারি-সারি যতেক নাগিনী-দল
করুণার পাদ-পদ্মে প্রণমিল ; প্রেম অশ্রু-জল
নয়নে সবার ঝরে অনিবার ;
বলে "এত দিনে হ'ল জনম সফল" ॥ ১১১ ॥
এই-রূপ নানা দৃশ্য নেহারিয়া,
মেঘ-যানে চলে দেবী রসাতল পশ্চাতে করিয়া।
ক্রমে কথাচ্ছলে প্রমদারে বলে,
"কেন হ'ল হেন দশা কহ বিবরিয়া" ॥ ১১২ ॥
কহে বালা "যে অনলে মোর প্রাণ
জ্বলিতেছে দিবা-নিশি, বলি যদি গলিবে পাষাণ"।
নয়ন-যুগল করি' ছল্ ছল্,
কাঁদো-কাঁদো হয়্যে-এ'ল কমল-বয়ান ॥ ১১৩ ॥

বসনের আঁচল লইয়া টানি',
মুছিয়া নয়ন-বারি, আরম্ভিল কোমল-পরাণী ;
আগে আধো-আধো, যেন বাধো-বাধো,
ক্রমে সামালিয়া বেগ, ফুটি'-কহে বাণী ॥ ১১৪ ॥
"মলয়-পুরের যিনি নরপাল,
নাম ঋতু-রাজ, তাঁর কন্যা হয়্যে হইলাম কাল।
পুষ্পিত কাননে বন্ধু-জন সনে
আমোদ-প্রসঙ্গে পিতা যাপিতেন কাল ॥ ১১৫ ॥
তাপ-নামে প্রজা এক ছিল তাঁর ;
আমা-পানে করিল-কু-দৃষ্টি-পাত, সেই দুরাচার।
পিতা তা'রে ডাকি' বলিলেন হাঁকি',
'ছাড় দেশ ! তোমায় দেখিনা যেন আর !' ১১৬ ॥
মরু-পুর নামে এক, আছে দেশ ;
সেই ঠাঁই গিয়া তাপ সেথাকার হইল নরেশ।
চাহিল আমারে রাণী-করিবারে,
পিতার তা' রুচিল না ; তেঁই তা'র দ্বেষ ॥ ১১৭ ॥
এক-দিন লইয়া সৈন্য-সামন্ত,
আক্রমিল আসিয়া পিতার পুরী, অরি সে দুরন্ত।
করিল যে-কার্য্য—গেল সব রাজ্য
তা'র হাতে, সপ্তাহেক না হইতে অন্ত ! ১১৮ ॥
কারাগারে পিতারে করিল বন্দি,
অন্তঃপুরে আমায় ; কি ক'ব তা'র নষ্ট অভিসন্ধি,—

ঘোর রাত্রি-বেলা আইল একেলা;
বলিল "এসেছি আমি করিবারে সন্ধি॥ ১১৯॥
প্রেম-দানে আমায় শীতল কর্;
পিতা তোর নিরাপদে যা'ক্ চলি', দেশ-দেশান্তর;
নৈলে তোর পিতা, না জ্বলিতে চিতা,
শৃগালের কুকুরের পুরা'বে উদর" ॥ ১২০ ॥
আমি বলিলাম 'এত নিরদয়
হয়ো না আমার প্রতি; জ্বলিতেছে আমার হৃদয়,
দাবানল যথা; না জুড়া'লে ব্যথা
কেমনে হইবে তা'তে প্রেমের উদয়॥' ১২১ ॥
বলে দৈত্য 'দিবস দিলাম ত্রিশ
মন করিবারে শান্ত; এক মাত্র ভরসা জানিস্
আমার সন্তোষ;—বাঁদী বই নো'স্!'
এত বলি গেল চলি' দুচক্ষের বিষ॥ ১২২ ॥
স্মরিলে তা' এখনো হৃদয় কাঁপে!
ভাবিয়া হইনু সারা 'কেমনে এড়াই মহাপাপে!
কায়া-মায়া ত্যজি যমে যদি ভজি,
রাখিবে না পামর তা' হ'লে মোর বাপে॥' ১২৩ ॥
মরিবারে সাধ, তাহাতেও বাদ
সাধিল যখন বিধি; শিলা-ভার এমনি, বিষাদ,
চাপাইল বক্ষে—অনিমিখ চক্ষে
পোহায় না দুখ-নিশি, করি আর্ত্তনাদ! ১২৪ ॥

হইয়া-উঠিনু যেন উন্মাদ!
আচম্বিতে এক-দিন শুনিলাম যুদ্ধের নিনাদ।
অসির ঝঙ্কারে, বীরের হুঙ্কারে,
মনে-হ'ল শমনের বেড়েছে আহ্লাদ ॥ ১২৫ ॥
ভাবিলাম 'বিধি বুঝি সকরুণ!
তাপ-বংশ হোক্ ধ্বংস! হো'ক্ যুদ্ধ! জ্বলুক্ আগুন!'
কাঁপি' কাঁপি' ডরে, দেখিলাম পরে,
আসিতেছে দুইজন দৈত্য নিদারুণ ॥ ১২৬ ॥
জয়-রবে কর্ণ-পাতি' জানিলাম,
এক জন পাতালের অধিপতি, ভয়ানক নাম;
অন্য সে জনার নাম অত্যাচার;
তখন বুঝিনু আমি, বিধি মোরে বাম ॥ ১২৭ ॥
অত্যাচারে বলিল সে দৈত্য-রাজ,
'আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি এবে কর' এই কাজ—
রাজার বেটীরে পাতাল-কুটীরে
লয়ে-যাও, সে যুবতী মোর হ'বে আজ ॥' ১২৮ ॥
এইরূপ কথোপকথন-মাঝে;
করাল-পর্জ্জন্য-নামে সেনাপতি সমরের সাজে
আসি' দ্রুত-গতি করিয়া প্রণতি
বলিল 'কি আর দিব রসাতল-রাজে— ১২৯
অরি-মুণ্ড লও এই মহারাজ!
এ মুণ্ড তাপ-রাজার, নাহি এবে মুকুটের সাজ।'

রসাতল-পতি হয়ে হৃষ্ট-মতি
বলিল 'ইহারি মধ্যে করিয়াছ কাজ ? ১৩০ ॥
উত্তম ! পাইবে তুমি পুরস্কার !
এই লও এখন, ইহার নাম তড়িৎ-বিহার !
এ যবে বিলসে নয়ন ঝলসে !'
এত বলি দিল এক অসি চমৎকার ॥ ১৩১ ॥
ক্ষণ পরে পশিয়া আমার ঘরে
অত্যাচারে বলিল 'এ যুবতীরে পাতাল-গহ্বরে
রাখ' গিয়া পুরি' ; শাসি এই পুরী
যাইব আমি তথায় সন্ধ্যার ভিতরে" ॥ ১৩৭ ॥
অত্যাচার আমায় তুলিয়া রথে
ধাইয়া চলিল যবে, দৈব-বশে দেখা-দিল পথে
বীর-রস বীর, সদা উচ্চ-শির !
হেরি' তা'র শরীর অরির মন ব্যথে ॥ ১৩২ ॥
আমার ক্রন্দন শুনি', বীর-রস
বলে 'মোর সম্মুখে অবলা হরে—কাহার সাহস !'
বলি' অশ্ব-দলে আটকিল বলে ;
অত্যাচার বলিল, কাঁপায়ে দিক্ দশ ॥ ১৩৩ ॥
'সাহসের জিজ্ঞাসিস্ পরিচয়,
অথচ শরীরে তোর একের অধিক মাথা নয় !
কাজে তুই খর্ব্ব, মুখে তাই গর্ব্ব !
দু-পদ এগিয়া আসি' জিজ্ঞাসিতে হয় !' ১৩৪ ॥

বীর-রস হইয়া দারুণ ক্রুদ্ধ
ধেয়্যে-এ'ল অমনি ; বাধিল মাগো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ !
রুধিরে-রুধির হ'ল দুই বীর,
অত্যাচার পড়ি'-গেল হাতিয়ার-শুদ্ধ ॥ ১৩৫ ॥
বীর বলে 'এবার দিলাম প্রাণ !
পুন' যদি দেখি তোর নষ্ট-রীত, পাইবি না ত্রাণ !'
এতেক কহিয়া আমায় লইয়া
পুরী-মধ্যে রাখিল করিয়া সাবধান ॥ ১৩৬ ॥
বিশ্রাম লভিয়া বীর দিন-দুয়ে,
প্রমোদের আশ্রয়ে সঁপিল মোরে ; সভা-মাঝে থুয়্যে
নৃপ-সাথে যেই গেল বীর, সেই
পাতালে আসিয়া মোর পা পড়িল ছুঁয়ে ॥" ১৩৭ ॥
দুঃখের কাহিনী শুনি' প্রমদার,
কত তা'রে সান্ত্বনা করিল দেবী, মুছি' কতবার
করিল নয়ন বিমল গগন,
কতবার পুন' হ'ল মেঘের সঞ্চার ॥ ১৩৮ ॥
বলে দেবী "কুসুম-কোমল তনু
তাপে ম্লান হয়্যেছে বাছার,—আর ভয় নাই অণু !
চিরন্তন সুখ দেখাইবে মুখ !
ছুটি' যা'বে বাদল ফুটিবে ইন্দ্রধনু ! ১৩৯ ॥
দিব্য-চক্ষে পষ্ট দেখিতেছি আমি,
পিতারে দেখিবে তুমি সিংহাসনে, বীর হ'বে স্বামী

শত্রু-দল বধি'! অশ্রু-ধারা-নদী
সুখার্ণবে মিলিবে! দু-দণ্ড থাক' থামি!" ১৪০ ॥
হেন কালে কল-কল-কল রোল
শ্রুতি-পথে আইল; প্রথমে যেন জলধি-কল্লোল;
ক্রমশ' ধুঁধুরি শঙ্খ ভেরী তুরি
স্পরধিয়া গগণ ছাড়িয়া-উঠে বোল ॥ ১৪১ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সমর প্রয়াণ।

সূচনা।

বীর রস এবং ভয়ানক রস দুই রসের দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারী-রাক্ষসীর সহিত স্বাস্থ্যের, দ্বেষের সহিত অনুরাগের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

নিরখি' সম্মুখ-বাগে, কবির চমক লাগে,
বীর-সৈন্য আসিতেছে কাতারে কাতারে।
ধবল কিরীট-পুচ্ছ, স্বর্গ-মর্ত্ত্য করে তুচ্ছ,
উত্তাল-তরঙ্গ যেন ফেন উদগারে ॥
সহস্র জিনিয়া সত্ত্ব, তুরঙ্গম রণ-মত্ত
তাহে আরোহিয়া বীর হ'ল আগুয়ান।

হস্তে অসি ভয়ঙ্কর, দারুণ প্রলয়ঙ্কর,
দেখিলেই থর-থর কাঁপয়ে পরাণ ॥ ১ ॥
করুণা-দেবীরে দেখি', বীররস ভাবে "একি !
সাক্ষাৎ ভবানী এ-যে জলদ-বিমানে।
লক্ষ্মী-রূপা কে রূপসী, পাদ-পদ্ম-তলে বসি',
অবনী-লিখিছে অব-গুণ্ঠিত বয়ানে!"
বলিল ক্ষণেক-পরে জীমূত-গভীর স্বরে,
"সৈন্য-সবে দাঁড়াও!" অমনি সব বীর
দাঁড়াইল সারি-সারি ; বীর-রস আগুসারি',
পূজিল চরণ-পদ্ম করুণা-দেবীর ॥ ২ ॥
বলিল করুণাময়ী "ধর্ম্ম-যুদ্ধে হও জয়ী!
চিরজীবী হয়ে-থাক', ভুঞ্জহ মেদিনী!
কীর্ত্তিতে পুরুক্ ধরা, সার্থ হো'ক্ অসি-ধরা!"
হেন আশিষিলা দেবী সন্তাপ-নাশিনী ॥
কবিরে ডাকিয়া পরে, বলিলেন বীর-বরে
"ভক্ত মোর এজন ইহারে লও সাথে।"
এত বলি' শুভঙ্করী কবিরে কৃতার্থ করি',
বীর-কুল-কেশরীর সঁপিলেন হাতে ॥ ৩ ॥
হেন কার্য্য সাধিয়া, নীরদ-রথে
আদেশিল কৃপা-ময়ী "চল' বাছা অদর্শন-পথে!"
নিদর্শন তাঁ'র রহিল না আর!
অসংখ্য তাঁহার কাজ, অসংখ্য জগতে ॥ ৪ ॥

ঠাহরিয়া-দেখিয়া উত্তম দেশ,
সৈন্য-গণে বীররস বিশ্রামিতে করিল আদেশ।
সৈন্য-সমাবেশ হৈল যবে শেষ,
কবির, করিল তবে, শিবির-নির্দ্দেশ ॥ ৫ ॥

স্বপক্ষের সহায়- সামর্থ্য যত
সকল একত্র করি' বীররস, তা'র মধ্যগত
যতেক প্রধান, করি' আহ্বান,
মন্ত্রণায় বসিলেন হইয়া সংযত ॥ ৬ ॥

দেব-দ্বয় মৈত্র আর অনুরাগ,
স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, কৌশল, এমনি আর যত মহাভাগ,
ঘেরি' বীর-রসে মন্ত্রণায় বসে;
প্রহরী-সৈন্যেরা মাত্র আছয়ে সজাগ ॥ ৭ ॥

সহসা প্রহরী-এক দ্রুত-গামী,
জনেক জটীরে ধরি'-আনি' কহে "বলিছেন স্বামী,
'কাপুরুষ-দ্বেষী বীর-শুভান্বেষী
দৈত্য-দানবের যম, উগ্রতপা আমি ॥" ৮ ॥

বীরে বলে কৌশল "কপট ইনি!"
কবি বলে "ওঁর নাম ভণ্ডতপ, ওঁরে আমি চিনি।"
কহে ভণ্ড-তপ "তবে তপ-জপ
মিথ্যা মোর? মঙ্গল করুন্ কপালিনী! ॥ ৯ ॥

কে তুমি? আমায় বলিতেছ ভণ্ড?
জান' না, রুষিলে আমি, বীরের প্রতাপ দোরদণ্ড

সব হ'বে পণ্ড! দেখা'ব, পাষণ্ড,
দেবতার কোপ-দৃষ্টি কেমন প্রচণ্ড? ॥" ১০ ॥
বীর বলে "বারতা কি বল তাই!"
ভণ্ড বলে "কাছে শত্রু তথাপি তোমরা দেখ' নাই!
দ্বেষ হিংসা আর ঘোর অত্যাচার
এই তিন দানব মিলেছে এক ঠাঁই ॥ ১১ ॥
পিছনে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী!
নেতা ভয়ানক-রস, রণার্ণবে ভীষণ কাণ্ডারী!"
এড়াইতে দণ্ড সত্য কহে ভণ্ড;
গুপ্ত-চর যদিও সে ছদ্মবেশধারী! ॥ ১২ ॥
বীর বলে "আদেশ প্রচার কর'
সাজিয়া দাঁড়া'ক্ সৈন্য, মন্ত্রণায় মিথ্যা কাল হর'!
দানবের সেনা বিলম্ব সহে না,
আমরা কি সহিব? ধর' কৃপাণ—ধর'!" ॥ ১৩ ॥
বলিলেন কৌশল "কাজের আগে
মন্ত্রণার বচন শুনিবে, না-ও যদি ভাল-লাগে।
মন্ত্রণা যা' বলে কালে তাহা ফলে!
ধৈর্য্য হারাইতে নাই কার্য্য-অনুরাগে ॥ ১৪ ॥
ধৈরজ ধরিয়া শুন, পরামর্শ;
মাথার উপর-দিয়া গেছে মোর' পঞ্চাশত বর্ষ,—
তাহার বিংশতি এই ব্রতে ব্রতী!
কঙ্কণ-কিঙ্কিণি গণি আয়ুধের ঘর্ষ!" ॥ ১৫ ॥

বীর বলে "শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ-বচন,
তথাপি সম্মুখ-রণে বিলম্বিতে নারি কদাচন।
জয় বা মরণ করো্যা না বারণ ;
আর যাহা বল' তাহা শিরো-আভরণ॥" ১৬ ॥
কৌশল বলিল "তব অসি-চর্ম্ম
কাড়িয়া লইতেছি না! শুন' আগে বচনের মর্ম্ম,—
শুনি', তা'র পর করিও উত্তর!
যাহা আমি বলিব তোমারি তাহা কর্ম্ম॥ ১৭ ॥
যুটিয়াছে যত দৈত্য, যত দানা,
যত যা'র বল-বীর্য্য-পরাক্রম, আছে মোর জানা।
অগ্রসর হয়্যে যে'তে চাই লয়্যে,
ষোলো আনা বলের কেবল দুই আনা॥ ১৮ ॥
অসুর-দুজনে আর দৈত্য-তিনে
ছলে আকর্ষণ-করি' আনি' দিব তোমার অধীনে।
তুমি তা'র পর আছ বীর-বর,—
রক্তে ডুবাইবে সবে, শস্ত্র-দুরদিনে॥ ১৯ ॥
দাক্ষ্য স্বাস্থ্য যুঝিবে দুর্ভিক্ষ মারী ;
দ্বেষ-হিংসা দোঁহে মৈত্র অনুরাগ দেব-অস্ত্র-ধারী।
অত্যাচারে আমি রসাতল-গামী
করিব, ভয়াল-রস বধ্য সে তোমারি॥ ২০ ॥
সন্ন্যাসীটি নহেন সামান্য লোক!
বোধ হয় গুপ্তচর! উগরিছে কটা দুই চোক

দুষ্ট অভিসন্ধি! কর' ও'রে বন্দি!
ভেদ করিয়াছি আমি উহার নির্ম্মোক ॥ ২১ ॥
কে আছিস্ উহারে বাঁধিয়া রাখ্;
বিচার হইবে পরে, হত্যাকাণ্ড আগে হয়ে্যে যাক্—
হই আগে স্থির! যুদ্ধ ঘোষ' বীর—
রণ-ভেরী বাজুক, বাজুক জয়-ঢাক"! ২২ ॥
পাতাল-অবধি গগন স্পরধি'
বাজিল যখন তুরী-ভেরী-শঙ্খ, বাহিনী-জলধি
একটি ইঙ্গিতে—ঘোর তরঙ্গিতে
লাগিল, এ-মুড়া হ'তে ও-মুড়া অবধি ॥ ২৩ ॥
ঝঞ্ঝনিয়া উঠিল অযুত বর্ম্ম
মুহূর্ত্তে সাজিয়া দাঁড়াইল সৈন্য ধরি' অসি চর্ম্ম।
সাদী সবে অশ্ব বাছি' লয়ে্য স্ব স্ব,
আরোহিয়া-বসিল সাধিতে বীর-ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥
কৌশল, মন্ত্রণা করি' সমাধান,
কামান পদাতি, সাদী, সবাকার নিরূপিয়া স্থান,
লইয়া কেবল অল্প দল বল,
করিল রিপুর আগে পলায়ন-ভান ॥ ২৫ ॥
দানবেরা ভাবিল, অসংখ্য দল
পলাইছে তরাসে, এমনি খেলা খেলিল কৌশল।
দ্বেষ-হিংসা আর ঘোর অত্যাচার
পিছনে করিল তাড়া লয়ে্য দল-বল ॥ ২৬ ॥

রিপু-মাঝে ফেলিয়া কৌশল-চার,
চাহি'-আছে বীর-রস কতক্ষণে আসে অত্যাচার।
সকলি প্রস্তুত,—হেন-কালে দূত
"অদূরে দানব-সেনা" দিল সমাচার ॥ ২৭ ॥
"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" বলিল বীর
"সাজাইয়া কামান, কৃপাণ খুলি', হয়ো-থাক' স্থির।
আসিছে অরাতি যেন মত্ত হাতি,
সিংহের বদন-দ্বারে নিবেশিতে শির ॥ ২৮ ॥
অই শুন', দানবের অহঙ্কার
শাসাইছে স্বর্গ-মর্ত্ত্য! অই শুন' ছাড়িছে হুঙ্কার!
কা'র সঙ্গে যুঝে তাহা নাহি বুঝে!
তোমা-সবে চিনে না, চিনিবে এইবার! ২৯ ॥
এক দেহে ধরিয়া অযুত প্রাণ,
এক প্রাণ ধরিয়া অযুত দেহে, রাখ' এই স্থান!
কামান-বন্দুক যতই গর্জ্জুক,
অটল হইয়া থাক' অচল-সমান ॥" ৩০ ॥
রিপু-বল-দলন চরণ-দাপে
কাতারে কাতারে এ'ল দৈত্য-গণ, ভীষণ-প্রতাপে।
দ্বেষ হিংসা আর ঘোর অত্যাচার,
তিনে দেখি' এক ঠাঁই চৌদ্দ-লোক কাঁপে ॥ ৩১ ॥
রণ-শিঙ্গা, দ্বেষানলে দিয়া ফুঁক্,
রোষে কাঁপি' ঘোষে যেন, শমনের লাগিয়াছে ভুখ!

অযুত-অধিক দেখিয়া অনীক,
দিগ্বধূ-সবার বুক করে ধুক্‌ধুক্ ॥ ৩২ ॥
বীর-সৈন্যে করিয়া ভীষণ লক্ষ্য,
ঝটিতি দানব-সেনা বিস্তারিল মহা দুই পক্ষ।
কামানের রথ (সম্মুখের পথ
পরিষ্কার করিবারে শমন প্রত্যক্ষ] ৩৩
ঘর্ঘরিয়া দাঁড়াইল আগে গিয়া।

হ্রেষি'-উঠি তুরঙ্গ, সমর-রাগে বিষম রাগিয়া
বঙ্কিম-গ্রীবায় খলিন চিবায় ;
বীরের হৃদয়ে উঠে আগুণ লাগিয়া ॥ ৩৪ ॥
বলে বীর যোধ-সবে, "মাত' রণ-মহোৎসবে,
দ্রুত-গতি আসিতেছে শমনের খাদ্য।
তোমাদের জয়ে আজ তুষ্ট হ'বে দেব-রাজ
স্বর্গ-ময় হ'বে আজি নৃত্য-গীত-বাদ্য ॥ ৩৫ ॥
সেই স্বর্গ চাহ' যেই আজি এই মুহূর্ত্তেই
পাইবে ! না পাও যদি তোমাদেরে ধিক্।
ধরিও না তলবার, প্রত্যেকে তোমা-সবার
না যদি বধিতে পার' শতের অধিক ॥ ৩৫ ॥
অত্যাচার-হত্যাঘরে পৃথিবী রোদন করে,
ঘাতকের হস্তে যথা গাভী দীন-হীন।
রাখাল তোমরা-সবে, বৎস-গণ আর্ত্ত রবে
তোমাদের পানে তেঁই চাহে নিশি-দিন ॥

তোমরা থাকিতে বীর, এই দশা পৃথিবীর ?
বীরের সম্মুখে দৈত্য তুলিবে মস্তক !
হান' বাজ ! হান' বাজ' ! জানুক্ দানবরাজ
বীর-হস্তে কৃপাণ কেমন ভয়ানক ! ৩৬ ॥
মর্ত্ত্য-দেহে কর' সবে তুচ্ছ বোধ!
লভ' স্বর্গ, লভ' জয় ! এগোও এগোও সব যোধ !
দীন-অশ্রু-জলে সমুদ্র উথলে,
রুধির-সমুদ্রে আজি দেও তা'র শোধ ॥" ৩৭ ॥
যেই-মাত্র শুনিল বীরের বাণী,
সিংহ-নাদ ছাড়ি-উঠে, দশ লক্ষ অভীত পরাণী !
অযুত তুরঙ্গ তেজ-স্ফীত-অঙ্গ
হ্রেষিতে লাগিল ঘোর, শান্তি নাহি মানি' ॥ ৩৮ ॥
তা'র সঙ্গে বৃংহিতে-লাগিল করী ;
শত-শত জয়-শিঙ্গা বাজি'-উঠে ঘোর শব্দ করি' ।
তুরী-ভেরী-শঙ্খ বাজিল অসংখ্য,
কাঁপাইয়া দিক্-দশ গগন বিদরি' ॥ ৩৯ ॥
চারিদিকে জমিতে লাগিল মেঘ,
কায়া যার নিবিড় সৈনিক-পংক্তি, মহা যা'র বেগ ।
সম্বরিয়া কোপ মৌন রহে তোপ ;
স্তব্ধতায় জনমায় প্রাণের উদ্বেগ ॥ ৪০ ॥
অস্ত্র ধরি' সবে, আছয়ে নীরবে ;
অধীর হয়েছে কিন্তু, মাতিবারে সমর-উৎসবে !

বেগে ধ্বজ-পট করে লটপট,
উর্ম্মি বিলসিত করি সেনা-মহার্ণবে ॥ ৪১ ॥
কামানের তখন খুলিল মুখ
নাচাইয়া বীরের, কাপুরুষের দমাইয়া বুক।
জুড়ি' রণ-ভূম উড়ি'-উঠে ধূম,
বিদ্যুতিয়া-উঠে আর অযুত রঞ্জুক ॥ ৪২ ॥
কামানের উত্তর প্রতি-উত্তর
আরম্ভিল ; ফোয়ারা খুলিয়া-গেল অমনি সত্বর
শত শত সের আয়স-পিণ্ডের ;
প্রলয়ে মাতিল যেন আগ্নেয় ভূধর ॥ ৪৩ ॥
হইতেছে এমনি গোলার বৃষ্টি,—
তোপের ধমকে তাপি' গগন, করিছে যেন সৃষ্টি
অসংখ্য উলকা—ছাড়িয়া হলকা
জ্বলিয়া চলিছে গোলা ধাঁদাইয়া দৃষ্টি ॥ ৪৪ ॥
দূর-হৈতে নাশিয়া অরাতি-দল
বীরত্ব বিরক্ত হ'ল ; হাতে-হাতে পাইবারে ফল,
চোঙে ভরি' গুলি জয়-ধ্বজা তুলি'
পৃথ্বী কাঁপাইয়া-চলে বীররস-বল ॥ ৪৫ ॥
ফিরিল না কেহই—কি দুঃসাহস !
নশ্বর শরীর-পাতে কিনিল অবিনশ্বর যশ !
দ্বিগুণ উদ্যমে দল-বল জমে,
দ্বিগুণ গর্জ্জন-রবে কাঁপে দিক্‌-দশ ॥ ৪৬ ॥

মৃত দেহ পদ-তলে মরদিয়া,
এগিয়া-দাঁড়ায় শত-শত বীর যমে স্পরধিয়া।
স্মরি' বীর ব্রত ধায় শত-শত,
লক্ষ কামানের মুখে বক্ষ পাতি' দিয়া ॥ ৪৭ ॥
সাক্ষাৎ সংহার-মূর্ত্তি যেন শূলী,
আক্রমিল বীর-রস ; অমনি অজস্র গোলা-গুলি
পড়ি' অনর্গল ভাঙে দৈত্য-বল,
হল্লা করি' চলে বীর তলবার খুলি ॥ ৪৮ ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে না হইতে ঘরষণ,
যাহা বরষিবার, বন্দুক, তাহা করি বরষণ
বেগে অকস্মাৎ করিয়া ঝণাৎ
ধরিল আরেক মূর্ত্তি লোম-হরষণ – ৪৯
দাঁত মেলি'-উঠিল সঙ্গীন-ছুরি !
নিবিড়-জলদ যেন দিশি-দিশি উঠিল চিকুরি' !
সম্মুখা-সম্মুখি দুই দল ঝুঁকি'
রণ-ভূমি করি'-তুলে শমনের পুরী ॥ ৫০ ॥
অস্ত্র-শস্ত্র ওঁচাইয়া মহাবলে,
হল্লা-রব করিয়া উভয় দল মিলিল যে-স্থলে,
দল-পারাবার হয়ে একাকার
ঘুরণা-সমান ঘুরে আক্রমণ-বলে ॥ ৫১ ॥
দুই দিক্ হইতে দুর্ব্বার নদী
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আসি'-পড়ে যদি,

কলকল-ঘোষে ফেণাইয়া রোষে
উচ্চে ঠিকরিয়া-উঠে গগন স্পরধি' ॥ ৫২ ॥
তেমনি মাতিয়া-উঠি' রণ-মদে,
একত্র মিলিল আসি' দুই দল, তুমুল শবদে।
হুঙ্কার-নিনাদ হয়ে উনমাদ,
আর্ত্তনাদে ডুবাইল রুধিরের হ্রদে ॥ ৫৩ ॥
তোড়-পাড় হইতে-লাগিল দল,
অস্ত্র ঝঙ্কারিয়া উঠি' জানায় কাহার কত বল।
জয়-জয়-রবে এগোয় গরবে,
পিছোয় অমনি পুন', না পাইয়া স্থল ॥ ৫৪ ॥
বীর-সেনা সাক্ষাৎ শমন-দূত,
চসিয়া-চলিল দানবের ব্যূহ শস্ত্র-হল-যুত!
মাথা কাটা পড়ে, তবু নাহি নড়ে,
কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদভুত! ৫৫ ॥
কাটা মুণ্ড খট্-মট্ চাহি' রয়,
নয়নে ফাটিয়া-পড়ে রুধির, অনল বাহিরয়!
বাহু-পদ-হস্ত গিয়াছে সমস্ত,
অস্ত-দিবাকর তবু তেজ উগরয়! ৫৬ ॥
বীর-পক্ষে তুরঙ্গ-সহায় আসে;
মুখময় ফেণ বহে, ঝড় বহে নাসার নিশ্বাসে।
অসি ধরি' হাতে, জিনি বেগ-বাতে,
উড়ি'চলে অশ্বারোহী সমর-উল্লাসে ॥ ৫৭ ॥

যুবা-ঘোড়-সোয়ার সুদরশন,
পিছাইয়া টানি' রাশ, রণ-মদে টলিছে ভীষণ!
দূর-হৈতে লখি' বর্ম্ম-ঝকমকি,
করি'-দিল অরি-দল গুলি-বরিষণ॥ ৫৮॥

শব-দেহ হইল মুহূর্ত্তে, বীর;
পৃথিবীতে সটান হইয়া প'ল, বস্তু পৃথিবীর।
অশ্ববর কিবা ফিরাইয়া গ্রীবা
চাহি'-দেখে প্রভু-পানে, দেহ করি স্থির॥ ৫৯॥
ক্ষণ-পরে নিকটে সরিয়া-যায়—
নোয়ায় লাগাম-খসা মুখ-নাসা অচেতন গায়।
শুঁকে যেই দেহ, উথলিয়া স্নেহ
ডেবা-ডেবা আঁখি-দুটা সলিলে ভাসায়॥ ৬০॥
রজো-ধূমে বলের বিস্তার ছাপি',
একেবারে অগণন তুরঙ্গ পড়িল-আসি' চাপি'।
কত অশ্ব পড়ি' যায় গড়াগড়ি,
হ্রেষিয়া আছাড়ে পদ করি' দাপাদাপি॥ ৬১॥
সাক্ষাৎ শমন সে-যে, হয়-রূপী;
ক্ষণ-মাঝে আরম্ভিল আসিয়া দারুণ কোপাকুপি।
কৃপাণের বল শূন্য করে দল,
কেহ বা ওঁচায় খোঁচা, কেহ ধরে লুফি॥ ৬২॥
খোঁচা খেয়ে তুরঙ্গ খিঁচায় মুখ,
পিছায় দু এক পদ, পুন' হয় রণে-উনমুখ।

শত মুখে হায় শত অস্ত্র খায়,
আঁচায় শোণিতে তবু নাহি মিটে ভুখ ॥ ৬৩ ॥
অশ্ব আসি' করিল দারুণ-কাণ্ড !
চুরমার করিয়া ফেলিল দল, যেন মৃদ্‌ভাণ্ড !
পড়ি'-যায় মুণ্ড রুধিরের কুণ্ড,
দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ে শরীর প্রকাণ্ড ॥ ৬৪ ॥
সাদি-দল-কেশরী কৃপাণ-নখে
এমনি করিল কাজ, অরি-করী আঁধার নিরখে।
শোণিত-বৃষ্টিতে না পারি তিষ্ঠিতে,
ছটকিয়া-পড়ে সবে, কে কা'রে আটকে ॥ ৬৫ ॥
বীর-পক্ষ প্রবল হইল ক্রমে,
হত-বল হইল দানব-দল বীর-পরাক্রমে।
বন্দুকের নল হ'ল বীতানল,
শান্ত হ'ল দিগ্বিদিক্ ধ্বনি-উপশমে ॥ ৬৬ ॥
হেন-কালে দেখা-দিল মহামারী ;
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী—না বাছে বৃদ্ধ, কুমার, কুমারী !
যাহার নিশ্বাস জ্বলন্ত হুতাশ,
যম-সম দৃষ্টি যা'র সৃষ্টি-লোপ-কারী ॥ ৬৯ ॥
মহামারী নিরখিয়া স্বাস্থ্য-বীরে,
গদা-হস্তে ধাইয়া-আইল রোষে গর্জ্জিয়া গভীরে।
মারি' এক বাড়ি স্বাস্থ্যে ফেলে পাড়ি,'
ভ্রমি-গেল স্বাস্থ্য-বীর ব্যথা পেয়ে শিরে ॥ ৭০ ॥

শুনা-গেল ঘোর ডমরুর শব্দ,
কাঁপিতে কাঁপিতে সবে যুড়ে পাণি, হইয়া নিস্তব্ধ।
আসিছেন রুদ্র, তপের সমুদ্র,
দারুণ-দর্শন যথা প্রলয়ের অব্দ॥ ৭১॥
হস্তে মহা-ত্রিশূল, রক্ত-লোচন;
কালানল-মুরতি স্ফুরতি পায়, প্রাণ-বিমোচন।
মাথাময় জটা, শোণ-সম কটা;
বক্র কটাক্ষিলে আর নাহিক বাঁচন॥ ৭২॥
সাধ্য কার মুখ-প্রতি দেখে চেয়ে!
দূর-হৈতে নিরখিয়া পড়ে সবে পৃথ্বি-তল ছেয়ে।
শাসিতে রাক্ষসী চরাচর-বশী
দাঁড়াইল রুদ্র-রস; মারী এ'ল ধেয়ে॥ ৭৩॥
রুদ্র কহে "স্থির হও যোধ-পংক্তি!"
রাক্ষসীরে বলিলেন "দেখিব তোমার আজি শক্তি!"
বলিল রাক্ষসী, "কে হেন সাহসী—
যমেরে ঘাঁটায় আসি' কে এমন ব্যক্তি!" ৭৪॥
এত বলি' রাক্ষসী অনল শ্বসে;
সেনা-সবে অমনি তাপিত শিরে হাত দিয়া বসে।
বিষাইল বায়ু, শেষাইল আয়ু,
কৃশাইল বলবান্, তাহার তাড়সে॥ ৭৫॥
রুদ্র-রস হুঙ্কারিল দুরজয়!
দিক্ অন্ধকার করি' ঘন ঘন ঘন গরজয়!

দুরন্ত প্রবল মরুতের দল,
উপাড়য়ে বনস্পতি যেন তৃণ-চয় ॥ ৭৬ ॥
ভাগি'-যায় জলদ আকুল বেশে।
হাসিয়া বিদ্যুৎ, গ্রাসে অন্ধকার, একই নিমেষে।
ভীষণ অশনি কাঁপায় অবনী
হড়্ মড়্ কড়্ করি রোষের আবেশে ॥ ৭৭ ॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি বাধিল দ্বন্দ্ব,
তড়িৎ-চমক দেখি' আঁখি-সব হয়্যে-প'ল অন্ধ।
গরজন-ধ্বনি বাড়িল এমনি,
শ্রবণ-কুহর সব, হয়্যে-গেল বন্ধ ॥ ৭৮ ॥
মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া ধৈর্য্য ধরি',
বজ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-প'ল মারী-ভয়ঙ্করী।
সর্ব্বাঙ্গ তাহার হ'ল ছার-খার,
প'ল যেই ম'ল সেই মহা-নিশাচরী ॥ ৭৯ ॥
গগনে মগন হৈল রুদ্র-রস,
বিদ্যুৎ নিভিয়া-গেল, প্রশান্ত হইল দিক্-দশ।
ছিন্ন মেঘ-মাঝে তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস ॥ ৮০ ॥
দুরভিক্ষ কা'রো কাছে নহে ন্যূন!
মৃত্যু-কালে বৃত্রাসুর দিল তা'রে, রৌদ্দর-বরুণ,
দুই অস্ত্র বলি'; সেই বলে বলী,
দাক্ষ্যে বিনাশিতে-যায় দৈত্য নিদারুণ ॥ ৮১ ॥

সন্ধান করিল যেই বাণ-দ্বয়,
আগুণ হইয়া-উঠে গগন, বসন নাহি সয়।
শুখাইয়া তরু পৃথ্বী হ'ল মরু,
দ্বাদশ তপন যেন একত্র উদয় ॥ ৮২ ॥
ক্ষণ-পরে আবার তেমনি বৃষ্টি!
মেঘে মুখ-ঢাকিয়া দেবতা-গণ ডুবাইল সৃষ্টি!
বৃষ্টি-রব ছাড়া নাহি শব্দ-সাড়া,
বৃষ্টি-বিনা কিছু আর নাহি হয় দৃষ্টি ॥ ৮৩ ॥
জল পেয়ে প্রাণ-পেয়ে-উঠে তরু,
শষ্পি'-উঠে তৃণ-ভূমি, বাষ্পি'-উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা হাসি'-উঠে চাসা,
মাঠ-ময় বাজি'-উঠে ভেকের ডমরু ॥ ৮৪ ॥
কাঁদিয়া বাড়ায় বৃষ্টি কৃষি-গণ!
লম্ফে-ঝম্পে ধরায় ভাঙ্গিয়া-পড়ে দুর্ব্বার গগন।
ব্যাঙে ডাকি' ব্যাঙে মিছে গলা ভাঙে,
বৃষ্টিরবে সে রব পাতালে নিমগন ॥ ৮৫ ॥
দাক্ষ্য কিবা অদভুত পরাক্রমে
যুঝিল অসুর-সনে, হটিল না বীর কোন-ক্রমে।
দুরভিক্ষ তা'রে যত বাণ মারে,
সমস্ত কাটিয়া-ফেলে একই উদ্যমে ॥ ৮৬ ॥
দেশ-ময় দাপিয়া-বেড়ায় দাক্ষ্য ;
মুহূর্ত্তেক স্থির নাই হস্ত-পদ, মুখে নাই বাক্য।

মারিতেছে বাণ অমোঘ-সন্ধান,
শত-শত বাহু জিনি নয়ন-কটাক্ষ ॥ ৮৭ ॥
এক হস্ত শত কিংবা ততোধিক !
একই নিমেষে বীর তীরে-তীরে ঘিরে চারি দিক্ ।
দক্ষিণ, উদীচী, পূরব, প্রতীচী,
কা'রে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক ॥ ৮৮ ॥
চারি-দিকে শোঁ শোঁ করে শিলীমুখ,
কোন্ দিক্ ঠেকাইবে ! ভাবনায় কালি হ'ল মুখ ।
হ'ল মতি-ভ্রম, গেল পরাক্রম,
দাক্ষ্যের উদ্যম দেখি' দমি'-গেল বুক ॥ ৮৯ ॥
স্তম্ভিত হইল যদি দেব-অরি ;
বলদেব যুঝিতেন যেই অস্ত্রে, সেই অস্ত্র ধরি'
দাক্ষ্য মহা-শূর বধিল অসুর,
অস্থি-সার দেহ তা'র বিদরি' বিদরি' ॥ ৯০ ॥
সম্মুখে দেখিয়া, দ্বেষ, অনুরাগে,
সহিতে না পারি তার মুখ-জ্যোতি, দ্বন্দ্ব-রণ মাগে ।
হয়ে মহা-ক্রুদ্ধ বলে "দেহি যুদ্ধ,"
"এহি" বলে অনুরাগ তেমনি সোহাগে ॥ ৯১ ॥
রোষানলে জ্বলিল দ্বেষের অঙ্গ,
বলিল "হাঁ ! এত সাধ মরিতে ! দেখাই তবে রঙ্গ !"
এতেক বলিয়া অসি নিকলিয়া,
হানিতে-লাগিল যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ॥ ৯২ ॥

চর্ম্মে-বর্ম্মে পড়িতে-লাগিল চোট
তড় তড় শিলা-বৃষ্টি জিনি হয় শবদের স্ফোট।
দৈত্য মহা-দর্প শ্বসে যেন সর্প,
বিকট করিয়া মুখ, দংশিয়া ঠোঁট ॥ ৯৩ ॥
অনুরাগ, তরুণ-অরুণ-চ্ছবি,
রহিল অটল-পদে, স্মরি' নিজ অমর-পদবী।
চাহে ক্ষণ-পরে দ্বেষের উপরে,
কুজ্ঝটিকা-ঘন-প্রতি চাহে যথা রবি ॥ ৯৪ ॥
মন্ত্রাহত যেমন কুপিত ফণী,
অনুরাগ-নয়নে পড়িয়া দ্বেষ হইল তেমনি।
হ'ল মহাবলী আড়ষ্ট পুথলী,
অসি-অস্ত্র খসি' পড়ে আপনা-আপনি ॥ ৯৫ ॥
আপনার অনলে আপনি দ্বেষ
জ্বলিতে-লাগিল তবে; যন্ত্রণার নাহি আর শেষ—
না যায় কহন, না যায় সহন,
কেবল দহন-সার, নরক-বিশেষ! ৯৬ ॥
গুমরিয়া গুমরিয়া রোষানলে
তাপি'-উঠে কলেবর, ক্ষণ-পরে ধূ ধূ করি জ্বলে।
এমনি করিয়া গেল সে মরিয়া,
শেষ হ'ল দ্বেষ-রিপু অনুরাগ-বলে ॥ ৯৭ ॥
যুঝে মৈত্র হেতায় উদার-প্রাণে;
বিষাক্ত করিয়া ছোরা চায় হিংসা তা'র মুখ-পানে।

অনভিজ্ঞ জন জানে না কেমন
সে তাহার চাহনি, যে জানে সেই জানে ॥ ৯৮ ॥
ফণী থাকে যেমন পেটরি-ঢাকা ;
পেচক যেমন থাকে দিবালোকে গুটাইয়া পাখা ;
হিংসার চাহনি সেই-রূপ গণি,
সুযোগ-বিহনে শুধু ধৈর্য্য ধরি' থাকা ! ৯৯ ॥
বার-দুই চাহিয়া মৈত্রের পানে,
ছোরা-পানে চাহি'-দেখে একবার তদ্গদ-প্রাণে।
ইতস্তত' করি' বিচরি'-বিচরি'
এক লাফে গিয়া-পড়ে অরি-সন্নিধানে ॥ ১০০ ॥
পাশ-অস্ত্র হস্তে করি' মৈত্র-বীর,
দৃঢ় বক্ষে ঋজু-কায়ে গিরি-সম রহিলেন স্থির।
সেই তা'র বক্ষ, করি' ঘোর লক্ষ,
করিল হিঙিসা-রিপু রুধিরে-রুধির ॥ ১০১ ॥
রোষে জ্বলি' উঠি', দৃঢ় করি' মুঠি,
হস্তে ধরি' খর-ছুরি, নেত্রে ধরি' দারুণ ভ্রুকুটি,
রুখিয়া-পড়িয়া, বিঁধিয়া ছড়িয়া,
হানিতে লাগিল ছুরি না করিয়া ত্রুটি ॥ ১০২ ॥
মৈত্র সে অমর জাতি, দৈব-বলে
হলাহলে অমৃত করিয়া-লয় দিব্য কুতূহলে।
ক্ষত সব তায়, জোড়া লাগি' যায়,
হিংসা পলাইয়া-যায় সৈন্য-কোলাহলে ॥ ১০৩ ॥

মৈত্র-দেব ছাড়িল বন্ধন-পাশ ;
অমনি হিংসার গলে তিন-ফের পড়ি' গেল ফাঁস।
মুখ বিকটিয়া, আঁখি উলটিয়া,
জিউভা বাহির-করি' চলি'-গেল শ্বাস ॥ ১০৪ ॥
হইল, কৌশলে আর অত্যাচারে,
মুখামুখি। বলে দৈত্য "আজি তোরে পাইয়াছি কারে!
দিব প্রতিফল, পি'ব তবে জল।
তুই মাথা নোয়াইলি আনন্দের দ্বারে! ১০৫ ॥
আনন্দের প্রসাদ এত কি মিষ্ট,—
মানুষ হইলি তুই মোর খেয়ে্য, অধম পাপিষ্ঠ,
তাহা ভুলি' যা'স্! চরণের দাস
ছিলি—তা' গেছিস্ ভুলি'—খে'তিস্ উচ্ছিষ্ট"।১০৬
কৌশল বলিল তবে "তোর চেয়ে
আছে কি রে পাপিষ্ঠ! ভিতরে তোর দ্যাখ্ দেখি চেয়্যে—
জন্তু কি নহিস্? তবুও কহিস্
মানুষ হয়্যেছি আমি তোর অন্ন খেয়্যে! ১০৭ ॥
হিংস্র জন্তু যে-জন তাহার খেয়্যে
মানুষ! কি মতিভ্রম! হয়্যেছিনু বন্য-পশু চেয়্যে
অধম পরাণী! মানুষ ইদানী
হইয়াছি আনন্দের পদ-চ্ছায়া পেয়্যে ॥ ১০৮ ॥
দিবা-রাত্রি কর্ণে শুনি' হাহাকার,
অন্ন বিষাইত মুখে, শয্যা হ'ত তপত অঙ্গার!

অন্য গতি-হীন আছিনু য'দিন,
সয়েছিনু ত'দিন! সে দিন নাই আর!" ॥ ১০৯ ॥
অত্যাচার বলিল "তোমার দিন
ফুরাইয়া-আসিয়াছে! আর কেন বাড়াইছ ঋণ!"
বলি' অত্যাচার, খুলি' তলবার,
"তবে রে পাষণ্ড" বলি' কোপ দিল তিন ॥ ১১০ ॥
অত্যাচার যেমন চতুর্থ-বার
ওঁচাইল কৃপাণ, কৌশল-বীর ভাব দেখি' তা'র
ঝটিতি সরিয়া, ঝনাৎ করিয়া
দু-টুকুরা করি'-ফেলে দৈত্য-তলবার ॥ ১১১ ॥
পাছু হটি' অত্যাচার দ্রুতগতি,
কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া মহা এক ভীষণ শকতি,*
শোঁ শব্দ করিয়া বায়ু বিদারিয়া
ছাড়িল সটান বেগে কৌশলের-প্রতি ॥ ১১২ ॥
উরগ-শ্বসিত জিনি শব্দ করি'
শকতি সে আসিছে প্রবল বেগে কাঁপি থরহরি,
ইহা দেখি বীর করি মনঃস্থির
লুফিয়া ধরিল তা'রে দর্প তা'র হরি' ॥ ১১৩ ॥

---

* সংস্কৃত ভাষায় শক্তি-শব্দের প্রচলিত অর্থ ছাড়া তাহার আর এক অর্থ শেল। বাঙ্গলা রামায়ণে লক্ষণের "শক্তি-শেল" প্রসিদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে অস্ত্রাদির আলোচনা-স্থলে শেল-অর্থে শুদ্ধ কেবল "শক্তি" এই শব্দেরই উল্লেখ পাওয়া যায়; তা বই "শক্তি-শেল" এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্রুদ্ধ ফণী মন্ত্রে যেন রুদ্ধ-গতি,
কৌশল-মুষ্টিতে পড়ি' শকতির ঘুচিল শকতি।
শক্তি সে রিপুর হাতাইয়া, শূর
ছাড়িল প্রবল বেগে রিপু-দেহ প্রতি ॥ ১১৪ ॥
'প্রভু ইনি হ'ন '—নাহিক স্মরণ,
বক্ষ বিদারিল শক্তি না মানিয়া বর্ম্মের বারণ।
করি' ঘোর রব পড়িল দানব ;
আপন শক্তির ফেরে লভিল মরণ ॥ ১১৫ ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইছে ভয়ানক
হেন কালে বীর-রস রথ-অশ্ব করিল আটক
বক্ষের প্রাচীরে ; হ্রেষিয়া অধীরে
থমকিয়া দাঁড়াইল দ্বাদশ ঘোটক ॥ ১১৬ ॥
বলে বীর "ধিক্ রসাতল-রাজ !
কোন্ লাজে পলাইছ ! বীরদর্প কোথা তব আজ !"
বলে দৈত্যপতি "কে তুমি দুর্ম্মতি
পাতিয়া লইছ শিরে কালান্তক বাজ ॥" ১১৭ ॥
বীর বলে "নন্দনের সেনাপতি
বীরেন্দ্র-কেশরী আমি, হস্তে মোর যমের বসতি !"
বলে দৈত্য "এবে স্মর ইষ্টদেবে !
ঘুনাইয়া আসিয়াছে তোমার নিয়তি ॥" ১১৮ ॥
এত বলি মাতিয়া সমর-মদে
শত শত মারে কোপ ঘন ঘন হুঙ্কার শবদে।

পলকে পলকে অনল ঝলকে
অসির আঘাতে অসি পড়িয়া বিপদে ॥ ১১৯ ॥
বীররস দেখিয়া দেখিয়া বাগ,
মারিছে এমনি কোপ—হস্তিকে যেমন বন্য বাঘ
প্রচণ্ড থাবায় তুদণ্ড ভাবায়,
শূণ্ড মুণ্ড গণ্ড আদি করি' ভাগ ভাগ ॥ ১২০ ॥
ভেবরিয়া গেল যেই ভয়ানক,
আর তা'রে ফেলিতে দিল না বীর একটি পলক;
মারি' এক কোপ বাহু করে লোপ,
তেমনি আরেক কোপে খসায় মস্তক ॥ ১২১ ॥
"সাধু-সাধু" রব উঠে নভোময় ;
পুষ্প-রাশি পড়িল ; মেদিনী জুড়ি' উঠে জয় জয় ।
বাজিল দুন্দুভি, সিন্ধু যেন ক্ষুভি'
বেলা-সনে খেলা-করি'ধীরে গরজয় ॥ ১২২ ॥

সপ্তম সর্গ।

শান্তি-প্রয়াণ।

সূচনা।

রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ সমর ক্ষেত্র দর্শনে কবির বৈরাগ্য-উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শম-দমের আশ্রমে গমন। পাশব-বৃত্তি সমূহের উচ্ছেদ। তপোগিরি আরোহণ। সাধু-সম্মিলন এবং দেব-সম্মিলন। শুভ পরিণয়। শান্তিঃ শান্তিঃ। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নের অবসান।

কামানের বন্দুকের ধূম-চয়
ক্রমে সরি'-পড়িল; অমনি সেই রণ-ভূমি-ময়
ক্ষত আর মৃত হইল বিস্তৃত,
দেখিয়া কবির হ'ল করুণা-উদয় ॥ ১ ॥

ভীমব্রত শত-শত মহা-বীর
নিদ্রা-যায় রণ-ভূমে, সর্ব্ব দেহ রুধিরে-রুধির।
অস্ত্র অনাবৃত হস্তে রহে ধৃত;
দমে নাই স্ফীত বক্ষ, নমে নাই শির ॥ ২ ॥

কত পড়ি' রকতা-রকতি হয়;
ঘেঁচড়িয়া টানিয়া-টানিয়া দেহ, পি'তে চায় পয়।
যন্ত্রণার পাকে শমনেরে ডাকে
"শীঘ্র লও, শীঘ্র লও, আর নাহি সয়!" ॥ ৩ ॥

নিরখিয়া এ হেন দারুণ-দৃশ্য,
ভাবে কবি "এই ঘোর দুঃস্বপন—এ'র নাম বিশ্ব!

আইস’ আইস’ বৈরাগ্য! আশিষ’
ছাড়ি’ ভব-দাসত্ব তোমার হই শিষ্য!” ॥ ৪ ॥
এত বলি’ শান্ত-সমাহিত চিতে
চাহি করুণার পানে সকাতরে লাগিল ডাকিতে,
“স্বর্গ হ’তে উলি’ লও মোরে তুলি’
পারি না পারি না আর এ-সব দেখিতে ॥ ৫ ॥
অন্ধকারে হইয়া অনন্য-গতি
নয়ন-চকোর যাচে পদ-নখ-চাঁদের পঁকতি।
এ কি ভয়ানক! আপাদ-মস্তক
ঘুরিছে, দাঁড়াই স্থির নাহি সে শকতি!” ॥ ৬ ॥
ভকতের ক্রন্দনে বন্ধনে পড়ি’,
স্বর্গ হ’তে নামি’ আইলেন দেবী মেঘ-যানে চড়ি’।
সঙ্গে এক জন দিব্য-দরশন
আইল মহাপুরুষ, হস্তে হেম-ছড়ি ॥ ৭ ॥
রহি’ মেঘ-রথে প্রণত ভকতে
বলে দেবী “সুসঙ্গ ইনি তোমায় তপো-পরবতে
পথ দেখাইয়া যা’বেন লইয়া;”
এত বলি চলি’-যা’ন দেবযান-পথে ॥ ৮ ॥
সুসঙ্গ, কনক-দণ্ড যা’র হাতে,
কবিবরে সম্ভাষিয়া বলিল “আইস মোর সাথে।”
পূরা যবে রাত্রি, দুই জন যাত্রী
তপোগিরি নিরখিল উন্নয়ন-পাতে ॥ ৯ ॥

সুসঙ্গ কহিল "এই তপোচল!
দুরধর্ষ, কোথাও গৃহ-বাসীর নাহি চলাচল!
দেখ্যেছ অরণ্য কি ঘোর বিষণ্ণ!
দণ্ডেক থাকিলে হয় পরাণ বিকল॥ ১০॥
মধ্যাহ্ন দিবসে, আঁধার নিবসে!
তিলার্দ্ধ নড়ে না রাতি, অরণ্যের প্রশ্রয়-সাহসে।
সঙ্কট বড়ই! গর্জ্জে শুন' অই—
গুহার ভাঙিছে ঘুম উঁহার তাড়সে॥ ১১॥
কতদূর তোমার এখানে থাকা
সঙ্গত, এখনো বুঝ'! পথ ঘাট বনে সব ঢাকা!"
বলে কবি "হেন বাক্য মোরে কেন?
বরিষা-নদীরে কেন আটকিয়া-রাখা!" ॥ ১২॥
এত বলি সাহসে করিয়া ভর,
চলিল ঔদ্ধতি-পথে; আঁধার বাড়িল পর-পর।
তমো-পরাক্রমে, পড়ি পথ-ভ্রমে,
নত-শিরে ধীরে- ধীরে ফিরে কবিবর॥ ১৩॥
বলে কবি "মানিলাম পরাভব!
দিকের ঠিকানা নাই কোন ঠাঁই, অন্ধকার সব!
না চড়িয়া গিরি, কেমনে বা ফিরি;
মূলেই যে পথ নাই ইহা অসম্ভব॥" ১৪॥
সাধু বলে "সাধু সাধু! বিধি বাম
নহেন তোমার প্রতি! সফল হইবে মনস্কাম

এইরূপ যদি মনোবাঞ্ছা-নদী
শান্তিসিন্ধু পানে ধায়, না জানি' বিরাম ॥ ১৫ ॥
অই দেখ ব্যাপি'-আছে বিঘ্ন-বন !
নিবসে হোতায় হিংস্র, জঘন্য, কুৎসিত, কুলক্ষণ,
পশু যত বন্য ; তাহারেই ধন্য—
উহা যে লঙ্ঘিতে-পারে প্রাণ করি' পণ ॥ ১৬ ॥
দুই পথ ; একটির নাম শ্রেয়—
দু-ধার অরণ্যে ঘেরা ; ধর্ম্ম-বীর দুজন অজেয়,
শম আর দম, ঘোর পরাক্রম,
দেখাইয়া দেয় তাহা ; অন্য পথ প্রেয় ॥ ১৭ ॥
চঞ্চল নিমেষে যার ধ্রুব জ্ঞান ;
প্রেয়ঃপথে ভাসি চলে সুখ-রসে ঢালি দিয়া প্রাণ।
ভুলিয়া মায়ায়, স্বর্গ হাতে পায় !
জানে না করিছে মৃত্যু বদন ব্যাদান ॥ ১৮ ॥
চলে মূঢ় প্রথমে উল্লাস-ভরে ;
পরে যবে ভীষণ বন-গহন পথ-রোধ করে ;
তমে লাগি' ধাঁদা, হয় যবে আঁধা ;
মহিষ গুঁতায় কভু, ব্যাঘ্র কভু ধরে ॥ ১৯ ॥
শম-দম-তাপসের তপোবনে
যা'বে যদি আইস আমার সনে ; অতি সংগোপনে
হইবে যাইতে ; আইসে খাইতে
ঋক্ষ-বৃক-তরক্ষু দেখিলে যাত্রী-জনে ॥ ২০ ॥

পবিত্র সে তপস্বীর আবসথ
শ্রেয়ঃ পথের দ্বার ! এই যে দেখিছ নামো-পথ
এই পথ-দিয়া ক্রমে চলি’-গিয়া,
সেই ধামে উঠি’ হও সিদ্ধ-মনোরথ ॥ ২১ ॥
নিম্ন পথ দেখিয়া নূতন ব্রতী
মনে করে ‘এ পথে চলিলে হয় রসাতলে গতি ;’
কিন্তু সে কি ভুল ! নিম্নে এ’র মূল,
গতি উচ্চ-দিকে, নাম ইহার প্রণতি ॥ ২২ ॥
অই সে ঔদ্ধত্য-পথ, মহা-উচ্চ,
এই মাত্র যাহা আরোহিলে তুমি, ধরা করি’ তুচ্ছ ।
উহার শিখর, লভে যেই নর,
রসাতল দেখিয়া অমনি যায় মূর্চ্ছ ॥ ২৩ ॥
তেঁই বলি তোমায়, প্রণতি-পথ
ধরি’ চল’ ! এই সে বিজন পথ ! লঙ্ঘে পরবত
পঙ্গু হেতা পশি’ ! ভীরু ধরে অসি !
হেঁট হয়্যে চল’ সিদ্ধ হ’বে মনোরথ ॥” ২৪ ॥
এত বলি’ লয়্যে-চলে শ্রেয়ঃকামে
নম্র পথে ; দুয়ার এমনি ক্ষুদ্র, ডাহিনে ও বামে
এমনি প্রাচীর, এমনি গভীর,—
উপরে গরজে ব্যাঘ্র, সাধ্য নাই নামে ॥ ২৫ ॥
এইরূপে কিছু কাল দুইজন
চলিল প্রণতি-পথে ; সিংহ-বৃক-শার্দূল-গর্জ্জন

যাইতেছে শুনা ; ভয় একগুণা
শত-গুণা হয়্যে ভায়—এমনি নির্জ্জন ॥ ২৬ ॥
অতঃপর শান্ত তপোবন-ভূমে
পদার্পিল যাত্রী-দোঁহে ; মৃগ-পক্ষী মগ্ন সবে ঘুমে
জ্যোৎস্নার ছায়ে ; মন্দ মন্দ বায়ে
হেলিতেছে পাদপ, বিবর্ণ হোম-ধূমে ॥ ২৭ ॥
চাহিতেই সম্মুখে দেখিল দোঁহে
যোগাসনে বসি'-আছে দুই-মূর্ত্তি ! তমোরূপী মোহে
করি' খান্ খান্, জ্ঞান-ভানুমান্
বদন উজ্জ্বল করি' অপ্রতিম শোহে ॥ ২৮ ॥
তপত-কাঞ্চন-তনু, তেজোময়,
মনে হয় সহসা ভূতলে যেন তপন-উদয় ।
ধ্যানে দিয়া ক্ষান্ত, পবিত্র প্রশান্ত
নয়ন মেলিল তবে তপোধন-দ্বয় ॥ ২৯ ॥
ঈষৎ হাসিয়া দুই তপোনিধি
প্রণত অতিথি-দোঁহে স্বাগত-সম্ভাষে যথাবিধি
করিল পূজন ; পরে সে দু-জন
বসাইল যাত্রী-দোঁহে আপন সন্নিধি ॥ ৩০ ॥
সাধু-বাদ করিয়া কহিল দম
"এস্যেছ যখন এত কষ্ট লয়্যে, বন অতিক্রম
অবশ্য করিবে ; কিন্তু বন্য জীবে
পথ-ঘাট হয়্যে-আছে দারুণ দুর্গম ॥ ৩১ ॥

সুসঙ্গে পেয়েছ সঙ্গী ভাগ্য-বশে ;
সহসা চঞ্চল-মতি শ্রেয়ঃপথে যেই জন পশে,
দেখি' বিঘ্নারণ্য হারায় চৈতন্য।
ঝুঁটা সোণা উতরে না পরীক্ষা-নিকষে ॥ ৩২ ॥
দুঃসাহস করে যদি লঘুচেতা ;
মরীচিকা নামে এক রাক্ষসী হইয়া তা'র নেতা,
ফেলি'-দেয় ক্রমে ঘোর পথ-ভ্রমে ;
এ জনমে আর সে আসিতে নারে হেতা ॥ ৩৩ ॥
মনুষ্য আছিল যা'রা এক-কালে,
বন্য পশু হইয়াছে মরীচীর ঘোর ইন্দ্রজালে।
পশু হ'লে কাজে, পশু-দেহ সাজে !
মনুষ্য তা'রেই বলি, ধরম যে পালে ॥ ৩৪ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যদি,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর' আজিকে অবধি।
এসেছ হেতায় যখন, বৃথায়
বহিয়া না যায় যেন জীবনের নদী ॥ ৩৫ ॥
বিঘ্নে ভয় পেয়ো না, ভুল্যো না ব্রত
মোহের কুহকে, শ্রেয়ঃপথে চল' মনুষ্যের মত।
বীর যে পুরুষ, সত্য যে মানুষ,
ভয়-লোভে করে না সে মাথা অবনত ॥ ৩৬ ॥
বর্ম্ম এই দিলাম তোমায় আমি,
ধৈরজ ইহার নাম ; হও যদি শ্রেয়ঃপথ-কামী,

পর’ ইহা অঙ্গে, চল’ সাধু-সঙ্গে,
প্রসাদ বিতরিবেন চরাচর-স্বামী॥” ৩৭॥
বলি’, ধৈর্য্য-কবচ দিলেন, দম ;
অঙ্গে কবি পরিল প্রণাম করি’ ; তা’র পরে শম
দিলেন পরশু ; বলিলেন “পশু
যত আছে যেখানে, তাদের ইহা যম॥ ৩৮॥
ইহা জ্ঞান-পরশু, অনল-নিভ ;
ইহারে সহায় করি’, জন্ম-জন্ম ধর্ম্ম-পথে জীব’ !
দেখিলেই পশু ছোঁয়া’বে পরশু,
তিন বার উচ্চারিয়া শিব শিব শিব॥ ৩৯॥
বৃথা কালাত্যয়, আর ভাল নয় !
উঠ জাগ’, হও সচেতন-যুবা, রিপু কর জয় !
মৃত্যু-মুখ তর’, শ্রেয়ঃপথ ধর’—
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-ধার-সম পণ্ডিতেরা কয়॥” ৪০॥
কবিবর, জ্বলি’ নব-অনুরাগে
পূজিয়া মুনি-দোঁহার পদ-যুগ, আশীর্ব্বাদ মাগে,
“কর’ আশীর্ব্বাদ ভ্রম-পরমাদ
ছুটি যায় ; মন ধায় ধর্ম্মপথ-বাগে॥” ৪১॥
“তথাস্তু” বলিল দুই মুনিবর ;
সুসঙ্গের পশ্চাতে চলিল কবি, সাধন-তৎপর।
বলিল সুসঙ্গ “আগে বন লঙ্ঘ’,
তপোগিরি-শিখর আরোহ তার পর॥” ৪২॥

এত বলি পথ দেখাইয়া চলে ;
দুই পদ না যাইতে মরীচী-রাক্ষসী মায়া-বলে,
চারু-চন্দ্রাননা যেন সুরাঙ্গনা,
অপরূপ রূপ ধরি, কাঁদি' কাঁদি' বলে ॥ ৪৩ ॥
"কোথা গেলে প্রাণ-নাথ দেও দেখা !
চারিদিকে বিজন গহন বন নারী আমি একা !
শুষ্ক সরোবরে, মৎস্য তাপি' মরে !
হায় ! পোড়া ভালে মোর এই ছিল লেখা !" ৪৪ ॥
হেরি' বলে কবি "এ নহে মানবী !
দেব-কন্যা—নাহি ভুল ! এমন সুন্দর মুখচ্ছবি
কভু কোন ঠাঁই চক্ষে দেখি নাই !
রূপে আলো করিয়াছে আঁধার-অটবী ॥ ৪৫ ॥
অপাঙ্গে এলা'য়ে পড়ি কেশ-পাশ
চুমিয়া চুমিয়া নয়নের জল, ভিজাইছে বাস।
এ হেন কমলে, ভাসাইল জলে,
কি না-জানি পাষাণ, দেখিতে অভিলাষ !" ৪৬ ॥
হেন কালে দিব্য এক ছাগ পশু
দেখা দিল সম্মুখে ; সুসঙ্গ বলে "পরশু—পরশু !
পাইয়াছ বাগ, বধ' এই ছাগ !"
পরশু-পরশে পশু বিসর্জ্জিল অসু ॥ ৪৭ ॥
চমকিয়া সম্মুখে দেখিল কবি,
যুবা এক পুরুষ, কুঞ্চিত কেশ, কনদর্প-ছবি।

প্রণমি কবিরে, পদধূলি শিরে
লইয়া বলিল "মোরে তরাও অটবী ॥" ৪৮ ॥
কবি বলে "বিশ্ব যাঁর আজ্ঞাকারী
ডাক' সেই দয়াময়ে, বিপদের তিনিই কাণ্ডারী—
মোর কি ক্ষমতা! তোমার বারতা
শুনিতে বাসনা মোর কহ' গো বিস্তারি ॥" ৪৯ ॥
বলে যুবা "অই সে সর্ব্বনাশিনী—
দেখিতেছ এখন সাক্ষাৎ যা'রে ত্রিদিব-বাসিনী!
যে বিষম ঘোরে ফেল্যেছিল মোরে—
পিশাচী কোথাও নাই এমন নির্ঘৃণী! ৫০ ॥
লজ্জার সে কাহিনী কি হ'বে শুনি'—
রসনায় বাধিছে; অমন এক সুন্দরী তরুণী
পথে যদি কাঁদে, কে না পড়ে ফাঁদে?
কে হেন কঠোর-ব্রত উগ্র-তপা মুনি? ৫১ ॥
উদ্ধারিতে-গেলেম উহারে আমি,
ও বলিল 'ত্রিকুলে আমার কেহ নাই। ছিল স্বামী;
সে আমায় ত্যজি' রহিয়াছে মজি'
পর-প্রেমে! তোমার হইব অনুগামী ॥' ৫২ ॥
ভুলাইয়া মোরে ঐ মায়াবিনী
লয়্যে-গেল বন মাঝে, যেই ঠাঁই কামনা-কামিনী
আছে চক্ষু মেলি'; পাক-চক্র খেলি',
আইল আমায় দেখি' ধূর্ত্ত সে নাগিনী ॥ ৫৩ ॥

বিষ-শ্বাসে এমনি হয়েছে বায়ু,
নাশায় পশিলে-মাত্র—দেহে যত শিরা যত স্নায়ু
করে অবসন্ন ; হয় অকর্ম্মণ্য
সে জন, সে দিক্ দিয়া চলে যে অল্পায়ু ॥ ৫৪ ॥
নাসায় পশিল যেই সে গরল,
ঢুলু ঢুলু হইয়া-আইল মোর নয়ন-যুগল।
ভুজঙ্গ-রমণী, আমায় অমনি,
মায়া-নাগ-পাশে বাঁধি', করিল ছাগল ॥ ৫৫ ॥
অচেতন ছিলাম, জাগিয়া-উঠি'
দেখিলাম—হইয়াছি ছাগল ! অমনি ছুটা-ছুটি
করি' মহা-বেগে, ক্ষুধার আবেগে
বেড়াইতে লাগিলাম কুল-পত্র লুটি' ॥ ৫৬ ॥
পশু-দেহ এখন করিনু ত্যাগ
পবিত্র পরশে তব ! কোথায় মনুষ্য—কোথা ছাগ—
ধন্য রে অনঙ্গ !" বলিল সুসঙ্গ
"পশুত্ব ঘুচায় শুধু ব্রহ্মে-অনুরাগ ॥ ৫৭ ॥
মোহান্ধের দেন তিনি জ্ঞান-চোক !
অন্তরে তাঁহারে ডাক, অন্ধকার হইবে আলোক !
তিনি যার প্রভু, ডরে না সে কভু ;
তিনি যার প্রিয়তম নাহি তার শোক ॥" ৫৮ ॥
তিন যাত্রী তখন ত্বরিত-পদে
শ্রেয়ঃ-পথে চলিল কতেক পথ, দিব্য নিরাপদে।

মরীচী-রাক্ষসী ধরি' এক অসি,
বীর-বেশে দেখা-দিল মাতি' বীর-মদে ॥ ৫৯ ॥
কুটিল ভ্রু-ভঙ্গে বলিল "কে লঙ্ঘে
আমার সম্মুখ-পথ! যে-জন কবচ পরে অঙ্গে,
ভীরু সে মানুষ ঘোর কাপুরুষ!
লজ্জা হয় আমার যুঝিতে তার' সঙ্গে ॥" ৬০ ॥
এত শুনি' কবিবর রোষ-ভরে
কবচ খুলিতে যায়; সুসঙ্গ অমনি মানা করে;
বলিল "কি কর' কি কর'! সম্বর'
রোষাগ্নি! বর্ম্ম যে খুলে ব্যাঘ্র তারে ধরে ॥" ৬১ ॥
বলিতে-বলিতে এক বিপর্য্যয়
শার্দ্দূল লম্ফিয়া-ধরি' কবিবরে, অধীরে গর্জ্জয়;
নারিল হিংস্রক দাঁত কিংবা নখ
বসাইতে, কবচ সে এমনি দুর্জ্জয় ॥ ৬২ ॥
পরশু যেমন ছোঁয়াইল কবি,
পরাণ ত্যজিয়া ব্যাঘ্র চকিতে মনুষ্য-দেহ লভি'
দাঁড়াইল তথি বীর-মহারথী,
তেজোময় মূরতি, প্রচণ্ড যেন রবি ॥ ৬৩ ॥
বলিল সে "আমায় লইলে তুলি'
শ্রেয়ঃ-পথে—কোন্ তুমি দেবতা! বিতর' পদ-ধূলি!"
কবি বলে "ছি ছি কেন মিছামিছি
আমায় দিতেছ লাজ আপনারে ভুলি'॥ ৬৪ ॥

বীর তুমি, কোথায় শরণ দিবে——
কোথায় করিছ মাথা অবনত আমা-হেন জীবে !
যিনি বিশ্ব-পতি অগতির গতি
ধন্য ধন্য বল' সেই চরাচর-শিবে ॥" ৬৫ ॥

বীর বলে "যমেরে যুঝিতে পারি,
কিন্তু ওই দেখিতেছ যা'রে হোতা—ও'র কাছে হারি !
আগে যুদ্ধ মাগে, পরে পাছু ভাগে
কেবলি গরল-মাখা বাক্য-বাণ মারি' ॥ ৬৬ ॥

কথা ও'র শুনিয়া, মুখের ভঙ্গী
হেরিয়া, এমনি ক্রোধ উপজিল—শ্রেয়ঃপথ লঙ্ঘি'
উহার পশ্চাতে তলবার-হাতে
ধাইলাম, ফেরু-পাল হ'ল মোর সঙ্গী ॥ ৬৭ ॥

ঘোর এক অরণ্যে পশিনু যেই,
উগ্রচণ্ডা নারী এক আসিয়া বলিল শুধু এই
'দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলুক্ আগুণ !'
জ্ঞান হারাইনু আমি সেই মুহূর্ত্তেই ॥ ৬৮ ॥

চেতন লভিয়া দেখি, হস্ত-পদে
চারিটা প্রকাণ্ড থাবা ! আপনার গর্জ্জন-শবদে
উঠিনু চমকি' ! অধিক ক'ব কি—
শত্রুও না পড়ে যেন তেমন বিপদে ॥" ৬৯ ॥

এইরূপ কথায়-বার্ত্তায় সবে
কিছুকাল চলিল শ্রেয়ের পথে বিনা-উপদ্রবে।

মরীচী-রাক্ষসী সাজিয়া রূপসী,
সাজাইয়া পসরা বলিল মিষ্ট রবে ॥ ৭০ ॥
"কেগো যাত্রী তোমরা! কোথাকে যাও!
টাটকা রেঁধেছি মৃগ, হের এই, পেট ভরি খাও!
সুরাসুর-প্রিয় সুরা এই পিও,
এমন মধুর মধু পাবে না কোথাও!" ৭১ ॥
এত বলি কত মত ভক্ষ্য-পেয়
দেখাইল কবিবরে; তপস্বী যে যোগিকুল-ধ্যেয়,
তাহারো রসন না মানে শাসন,
হেরিলে তেমন সব দ্রব্য উপাদেয় ॥ ৭২ ॥
আসি' এক কুক্কুর চরণ লিহে
যাত্রি-জন-সবা'র, লাঙ্গুল নাড়ি' লালায়িত জিহে।
নানা বিধ ভক্ষ্য করি করি' লক্ষ,
কবির মুখের পানে তাকায় সস্পৃহে ॥ ৭৩ ॥
পরশুর পরশে ত্যজিল কায়;
বাহির হইল এক নর-মূর্ত্তি, চকিতের-প্রায়।
লভিয়া মুকতি, স্মরিয়া দুর্গতি,
চমকিত কবির পড়িল গিয়া পায় ॥ ৭৪ ॥
বলিল সে "একেবারে পথ ভুলি'
পিশাচীর কুক্কুর হইয়াছিনু! লৈলে যদি তুলি',
সঙ্গে লয়্যে-যাও; পিতা অপেক্ষাও
পূজ্য তুমি আমার, বিতর' পদ-ধূলি ॥" ৭৫ ॥

সঙ্গে লয়ে তা'রে তবে কবিবর,
শ্রেয়ঃপথে চলিল সংযত-মনে, হৃষ্ট-কলেবর।
মরীচী-রাক্ষসী ধরিয়া তামসী
দেবী-মূর্ত্তি, কবিরে বলিল "মাগ' বর ॥ ৭৬ ॥
এই সব অপসরা, সুমধ্যমা,
সুভ্রূ, সুলোচনা, চারু-হাসিনী, ত্রিলোক-মনোরমা,
রমণী-রতন! মনের মতন
দেখিয়া বাছিয়া-লও, সবে অনুপমা ॥ ৭৭ ॥
এই দেখ আসিয়াছে দিব্য-রথ,
নয়নের একটি ইঙ্গিতে চলে যোজনেক পথ।
যেথায় বলিবে, লইয়া চলিবে
তোমায়; তরিবে সিন্ধু, ডিঙা'বে পর্ব্বত ॥" ৭৮ ॥
অমনি প্রকাণ্ড এক অজগর
বক্র-গতি নিঃশব্দে আইল তথি; লাঙ্গূল উদর
দূরে রয় পড়ি—ক্রমে নড়ি চড়ি
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া হ'তেছে অগ্রসর ॥ ৭৯ ॥
এগোইয়া—ঈষৎ হইয়া আড়,
লম্ফিয়া ধরিল আসি' কবিবরে উঁচা করি' ঘাড়।
প্রহারে প্রহারে বধিল তাহারে
কবিবর, ক্রমে ক্রমে করিয়া অসাড় ॥ ৮০ ॥
রাজ-পুত্র বাহিরিল অনুপম!
বলিল বিস্ময় মানি "ডুবে ছিনু অহো কি বিষম

অজ্ঞান-সলিলে! কে মোরে তুলিলে!
ঋণে তব বাঁধা র'ব জনম জনম॥" ৮১॥
কবি বলে "নিখিল ভুবন যাঁর
প্রেমের আদেশ বহে নিরন্তর, তিনি কর্ণধার।
এ ঘোর পাথারে আর কেবা তারে!
বিনা সে জ্যোতির জ্যোতি সব অন্ধকার॥" ৮২॥
বলে নৃপতনয় "অই রাক্ষসী
এমনি জানে কুহক—হাতে মোর আনি' দিল শশী
বর-দান-চ্ছলে! বচন কৌশলে
সম্মুখে ধরিল যেন স্বর্গের আরসি॥ ৮৩॥
রথে মোরে উঠাইয়া সবে মিলি
চক্ষে মোর বাঁধি ঠুলি হাসিতে-লাগিল খিলিখিলি।
বন-মাঝে উলি, খুলি দিয়া ঠুলি,
বলিল 'এ হেন ঠাঁই থাক' নিরিবিলি॥' ৮৪॥
এত বলি' সবে তা'রা পলাইল!
ধুমাবতী-মূরতি অমনি এক রমণী আইল।
বলিল 'রে মর্ত্ত্য ওই তোর গর্ত্ত!'
বলি' এক অন্ধকূপে মোরে ঢুকাইল॥ ৮৫॥
অন্ধকার সকলি তাহার পর।
নাহি জানি মাথার উপর-দিয়া কত দিবাকর
অস্তে গেছে চলি'! আজিকে কেবলি
জাগিলাম হইয়া প্রকাণ্ড অজগর॥" ৮৬॥

এইরূপ কথোপকথন করি'
শ্রেয়ঃপথ-যাত্রী-সবে চলিল দণ্ডেক-দুই ধরি'।
রাক্ষস-রমণী মরীচী অমনি
মায়া-গুণে বিরচিল বিচিত্র নগরী ॥ ৮৭ ॥
অশ্বারোহী আসিয়া সহস্রাধিক
সম্মুখ হইতে সরাইছে ভিড়, শাসাইয়া দিক্
শাণিত কৃপাণে ; আজ্ঞাকারি-ভাগে
সারি সারি দোধারি দাঁড়ায় পদাতিক ॥ ৮৮ ॥
বাজি'-উঠে শঙ্খ-ঘণ্টা ভেরী-তুরী ;
বাহিরিয়া এ'ল সব বরাঙ্গনা উজলিয়া পুরী।
উঠিল অমনি হুলু হুলু ধ্বনি,
পড়িতে লাগিল আর পুষ্প ভূরি ভূরি ॥ ৮৯ ॥
মরীচিকা সাজিয়া প্রধানা-রাণী,
হস্তে করি' মুকুট, কবিরে বলে প্রলোভন-বাণী ;
"তোমার বিরহে প্রজাগণ দহে !
ত্যজিলে তা'-সবে তুমি কি দোষে না জানি ॥ ৯০ ॥
ত্যজিয়াছ আমায়—অদৃষ্ট মোর !
তাহে দুঃখ করিয়া কি করিব ! প্রজার দুঃখ ঘোর
শুনি' দিবারাত্র দহে মোর গাত্র !
প্রতি দিন রাজ-দ্বারে কাঁদে ক্রোর-ক্রোর ॥ ৯১ ॥
দুখ-নিশি তা'দের করিয়া ভোর,
মুকুট পর' মাথায় ! একটি বচন রাখ' মোর !

নহিলে তোমার চরণে এবার
ত্যজি' প্রাণ, এড়াইব যন্ত্রণা কঠোর॥" ৯২ ॥
"পালা পালা! গেল গেল! ম'ল ম'ল!"
রব তুলি' চারি দিকে, প্রকাণ্ড মহিষ এস্যে প'ল!
কবিবরে যেই আক্রমিল, সেই
পরশুর পরশেই ছিন্ন-শিরা হ'ল! ৯৩ ॥
মহিষ হইল যেই গত-শির,
দোরদণ্ড-প্রতাপ মহীশ এক হইল বাহির!
বলে লোক-প্রভু "কারো কাছে কভু
তিল মাত্র নোয় নাই যাহার শরীর [৯৪]
সেই আমি তোমার চরণে নত
হইনু—যে হও তুমি!" কবি বলে হইয়া বিব্রত
"তুমি জন-স্বামী তৃণ-তুল্য আমি,
মোরে নোয়াইলে শির, এ কি অসঙ্গত!" ৯৫ ॥
নৃপ বলে "রাজ-ঐশ্বরিজ-ভোগ
ছাড়িনু আজি-অবধি! অরণ্যে সাধিব আমি যোগ!
বিপদ্ যে গুরু, সেই মোর গুরু!
সম্পদ অপরিমেয়, সেই মোর রোগ ॥ ৯৬ ॥
দিগ্বিজয় করিতে বাহিরিলাম,
দখিলাম কত দেশ-বিদেশ, কত নগর-গ্রাম!
অই নারী শেষে, রাজরাণী-বেশে
পরকাশি রূপরাশি মনো-অভিরাম [৯৭]

দূত-মুখে বলিল 'যদিও আমি
রাজরাজেশ্বরী, কিন্তু যে অবধি হারাইনু স্বামী—
বসিয়া বিরলে, ভাসি অশ্রুজলে!
রাজ্য মোর হইতেছে রসাতল-গামী ॥ ৯৮ ॥
শুনিয়া তোমার দিগ্বিজয়ী নাম,
আমা-সনে—আমার ঐশ্বর্য্য যত, যত পুর-গ্রাম,
যত রত্ন-রাজি, যত গজ-বাজি,
সঁপিবারে এস্যেছি, পুরাও মনস্কাম ॥ ৯৯ ॥"
সসাগরা ধরার হইয়া স্বামী,
আশ মিটিল না মোর—ডাকিনীর হৈনু অনুগামী!
লয়্যে বন-মধ্যে, পাত্র পূরি' মদ্যে,
হস্তে দিল আমার; পি'লাম তাহা আমি ॥ ১০০ ॥
পাত্র যেই মুখে দিনু মদ-ভরা,
সরা-সম নিরখিতে লাগিলাম সসাগরা ধরা।
ক্রমে ক্রমে বিশ্ব হইল অদৃশ্য;
পঙ্কে রহিলাম পড়ি' হয়্যে আধ-মরা ॥ ১০১ ॥
রাত্রি-শেষে লভিনু যবে চৈতন্য,
চমকিয়া দেখিলাম, চতুষ্পদ হইয়াছি বন্য!
পাইলাম শিক্ষা! এবে চাই ভিক্ষা—
অনুযাত্রী-দল-মাঝে কর' মোরে গণ্য ॥ ১০২ ॥
চক্ষু মোর ফুটিয়াছে!" এত বলি
চলিলেন ক্ষিতিপতি, অহঙ্কার পদতলে দলি'।

বিনা উপদ্রবে কিছুকাল সবে
চলিল শ্রেয়ের পথে তিলেক না টলি' ॥ ১০৩ ॥
মরীচিকা সাজিয়া কুবুজা-বুড়ি,
বলিল "হায় রে বিধি! তুড়ি-দিলে যায় যা'রা উড়ি'
সেই সব লোক কাঁপায় ত্রিলোক!
গুণী-লোক মনাগুনে মরে জ্বলি'-পুড়ি' ॥ ১০৪ ॥
যোগ্য লোক তোমরা এমন-ধারা,
হায় রে! তোমরা-সবে পথে-পথে হইতেছ সারা!
গরুবে-সবার আঁতে ঘা দিবার
মন্ত্র এক শেখ'-সে, শেখ'-সে বাণ মারা ॥" ১০৫ ॥
হেন কালে ফোঁস্ করি' কেউটিয়া
ঝোপের ভিতর হ'তে দ্রুত-বেগে আইল ছুটিয়া
তড়িতের প্রায়! পরশুর ঘায়
পড়িল চকিত মাঝে ফণা উলটিয়া ॥ ১০৬ ॥
ঝটিতি হইল খাড়া এক-জন
দলপতি, যশের সোপান যা'র দশের পতন।
লজ্জা-নত শিরে নমিয়া কবিরে
বলে "সাধু-সঙ্গ-দানে তরাও এ বন ॥ ১০৭ ॥
পথ-হারাইয়া আমি, বিঘ্ন-বনে
বিচরিতেছিলাম, সহসা ওই ডাকিনীর সনে
দেখা হ'ল মোর, কি যে এক ঘোর
মন্ত্র ফুসলিয়া-দিল আমার শ্রবণে—১০৮ ॥

চকিতে হইনু আমি কাল-সাপ!"
এত শুনি' বলিলেন সুসঙ্গ "মাৎসর্য্য মহাপাপ!
আত্ম-পর উভে, সম শুভাশুভে;
পরের মঙ্গলে তবে কেন পাও তাপ! ১০৯ ॥
মগ্ন যেই পরের অশুভ-ধ্যানে,
মিঠা-বাক্যে হো'ক্ না সে কামধেনু, কল্পতরু দানে;
পরুক্ না সাপ পাঁচ-রঙা ছাপ—
চরাচর তবু তা'রে শত্রু বলি' জানে॥" ১১০ ॥
কবি কহে "কাহারে দূষিবে কেবা—সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর——
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ ছার ভব ধামে?
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে
১১১ ॥
চাবি-বন্ধ-হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়-মুষ্টি কর!
পদ-প্রসারিতে-মানা চারিদিকে-গণ্ডি-আঁকা ঘর!
এ করিছে গর্জ্জন, ও কাঁপে থর থর, এর মুখ
ভ্রু-কুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক! ১১২॥
এ'র অভিমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি',
সাধ যায় চরাচর পদতলে যা'ক্ গড়াগড়ি!
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত,
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত! ১১৩ ॥
কিন্তু কোথা হেন মন, কিছু যা'তে নাহি ফের-ফার?
কোথায় সে মন, যা'র আছে বোধ—হৃদয় সবার

এক ছাঁচে ঢালা ; কেহ নহে পর ; এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান ॥" ১১৪ ॥
সুসঙ্গ বলিল "ধন্য ! সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে !
চিরজীবী হয়্যে থাক', ধরণী পুরুক্ তব নামে !
চূড়া হও দেশের, কুলের হও জ্বলন্ত মাণিক,
ধর্ম্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল' দশ দিক্ ! ১১৫ ॥
শান্তি-দেবী শিয়রে থাকুন জাগি', আশীর্ব্বাদময়
নয়ন-পঙ্কজ মেলি', নিদ্রা যাও তুমি যে-সময় !
সুমঙ্গল শান্তি আর হউক্ তোমার পার্শ্ব-চরী
শয্যা-হ'তে বাহিরও যেই-কালে নিদ্রা পরিহরি ॥ ১১৬
কবি তুমি—কিসের দুঃখ তোমার ! ব্যথা পে'লে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার' বেদনা, জগত-জন-কাণে !
যাহা শুনি' অশান্ত নিতান্ত যে বালক—খেলা ত্যজি
সে-ও বসে শান্ত হয়্যে ! সে-ও তা'র ভাব-রসে মজি
[১১৭]
আপন কাজল-আঁখি করয়ে সজল ! যেইরূপ
নীল-সরোজের দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ্ টুপ্
যখন যামিনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায়-চুম্বন দেয় তাহারে সজল-আঁখি সহ ॥ ১১৮ ॥
হ'লে সুখী, প্রভাত ডাকিয়া-আন' আঁধার নিশীথে !
কোকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহু কণ-কণি শীতে !
প্রকৃতিরে এমনি করেছ বশ, হৃদয়ের ধন
ঢালি'-দিয়া, হেলায় করিতে পার' অসাধ্য-সাধন !১১৯

সাজাইয়া-আনিয়া নব বসন্ত—মাধুরীতে ভোর,
দাঁড়-করাইতে পার' অকাতরে দুরন্ত কঠোর
শন-শন-স্বন-কারী শিশিরের মুখের সম্মুখে!
অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে! ১২২॥
চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়——
ডরে না ঝড়ে-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়, [১২৩]
আপনে আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা!
কবি কহে "এতক্ষণ জড়-সড় ছিল মোর পাখা,
স্নেহ-রূপ অমৃতের ছিটায় জড়তা হ'ল দূর!
দেও এবে আশিষ্—সান্ত্বনা-বারি দিয়াছ প্রচুর!" ১২৪॥

এত বলি' সুসঙ্গের পদ-দ্বয়
ভাসাইল অশ্রু-জলে; পাদ-পদ্ম-তৃষিত-হৃদয়
ভক্তি-রসে গলি' পড়িল উথলি',——
ছাড়িতে চাহেনা আর তেমন আশ্রয়॥ ১২৫॥
কবিবরে করিয়া অশ্বাস দান,
পথ দেখাইয়া চলে সুসঙ্গ হইয়া আগুয়ান।
ল'য়ে যাত্রী-দলে, উর্দ্ধগতি চলে,
বলে "ধীরে ধীরে ওঠো হ'য়ে সাবধান॥ ১২৬॥
শুনহ সন্ধান, করি' প্রণিধান!
বামে স্পরধিছে ভিত্, ডানি-দিকে পাতাল-ব্যাদান।

মধ্য-দিয়া পথ, বাহিয়া পর্ব্বত,
পেঁচাইয়া চলিয়াছে ফণীর সমান ॥ ১২৭ ॥
দ্বন্দ্ব-নামে বিখ্যাত উভয় পাশ;
বামে কাল-দণ্ড উঁচা, ডাহিনে ভীষণ কাল-গ্রাস।
নিরখিলে মাত্র শিহরায় গাত্র ;
কিঞ্চিৎ অনবধানে ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ ১২৮ ॥
মধ্য ঠাঁই সরু-পথ, নাম—সাম্য ;
উন্নতি, সোপান গাঁথিয়াছে তায়, সাধুজন-কাম্য !
উচ্চে যদি ওঠো, পৃথ্বী হ'বে ছোটো,
স্বর্গের মন্দার হবে করতল-নাম্য ॥ ১২৯ ॥
হেম দণ্ড এই যে দীপিতিমান্,
ধরম ইহার নাম ; ধর' ইহা ; ইহার সমান
নাহিক আশ্রয় ; দ্বন্দ্ব করি' জয়
আরোহ' আমার সনে পর্ব্বত মহান্ ॥" ১৩০ ॥
অতঃপর একের পশ্চাতে অন্য
চলিল পর্ব্বত-পথে, শ্রম-ক্লম নাহি করি গণ্য।
উচ্চে যত উঠে, ভ্রম তত ছুটে,
শিখর লভিল যেই লভিল চৈতন্য ॥ ১৩১ ॥
খুলি-গেল দিগন্ত সকল দিকে ;
পর্ব্বত-পাথার-ব্যোম দেখা-দিল একই নিমিখে।
কবি কুতুহলী, অচল পুতলি,
বলিল "কি স্বর্গ-ভোগ আঁখির আজিকে ! ॥১৩২ ॥

সুদূর নগর-গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রম-শান্তি-সুধা-পানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার-স্নেহে ঢালি-দিয়া বুক
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥ ১৩৩॥
শূন্যে করে তারা-গণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় আছে পড়ি—কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥ ১৩৪!

পৃথ্বী ছাড়ি', আইলাম এ কোথায়!
সাগর কাঁপিছে দূরে, জ্যোৎস্নায় দিব্য দেখা-যায়!
কি সুন্দর বায়—সন্তাপ নিভায়—
আ—ঃ! মুক্তি যেন হেতা মূর্ত্তিমতী ভায়॥" ১৩৫॥

হেন কালে আইল আরেক দল
শান্তি-নিকেতন-যাত্রী; আনন্দ-নৃপতি সুবিমল,
প্রমদা, কল্পনা, শোভা শুভাননা,
কল্যাণ অটল-ব্রত, বীর মহাবল॥ ১৩৬॥

সুসঙ্গে আনন্দে বহু-কাল সখ্য;
দূর-হৈতে দুই-জন দোঁহারে করিল যেই লক্ষ—
আনন্দের দ্বার খুলি' গেল আর!
এক ঠাঁই হইল দোঁহার দুই বক্ষ! ১৩৮?

হর্ষ-ভরে আনন্দ-ভূপতি কয়
"কত-দিন এ সুদিন জাগি জাগি' হইয়াছে লয়

মনের ভিতর! তপ্তের উপর
আজি এ শীতল ধারা অতি মধুময়!” ১১৩৯॥
বরষিল দোঁহার প্রেমাশ্রু-ধারা!
এ-দোঁহে যেমন সখ্য, দেখিয়াছে কে এমন ধারা!
বলিল সুসঙ্গ “জুড়াইল অঙ্গ,
নেত্রে আজি উদিল সুখের শুক-তারা॥ ১৪০॥
বহু-দিন সৌরভের দেখা নাই যেই পুষ্প-মনে,
শুষ্ক-কণ্ঠ মধু-হীন যেই পুষ্প কাঁদে নিরজনে,
তা’রো হয় শুষ্ক-মুখ আনন্দের হাসিতে সরস,
মলয়-সমীরণের পায় যবে কোমল পরশ!” ১৪১॥
আনন্দের চরণ-যুগে নমিল কবিবর।
বলিলেন আনন্দ-ভূপ “এত দিনের পর,
কলপনা তোমার হ’বে চির-দিনের তরে,
যার লাগি’ ফিরিলে তুমি দেশ-দেশান্তরে॥” ১৪২॥
সুসঙ্গ বলিল তবে যাত্রি-সবে
“এই শুভক্ষণে কর মনঃস্থির, সিদ্ধি-লাভ হ’বে।
হয়্যে উপবিষ্ট হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা’বে যা’র তুল্য নাই ভবে॥ ১৪৩॥
পা’বে সেই দেব-স্পৃহণীয় শান্তি—
রহিবে না রোগ শোক জরা মৃত্যু মোহ-মদ ভ্রান্তি!”
কবি কহে “হায়! শান্তির আশায়!
অরণ্যে কাঁদিয়া ফিরি, সার হয় শ্রান্তি!” ১৪৪॥

সাধু বলে "সুমতি যেমন মনে
তেমতি না কর' কাজ, ফল-লাভ হইবে কেমনে !
অচেত অধম, বিলপে মধ্যম,
সেই সে উত্তম যেই আচরে যতনে ॥ ১৪৫ ॥
প্রণবের ধনুতে করিয়া ভর
অপ্রমাদে ব্রহ্মে কর সমাধান আত্মরূপী শর ;—
যাবৎ না হয় লক্ষ্যে তনময়—
দেহ-প্রাণ মনো-বুদ্ধি বিশ্ব-চরাচর ॥" ১৪৬ ?
সুসঙ্গের উপদেশে করি' ভর
ধ্যান ধরি', চক্ষু-দুই মেলিল যেমন কবিবর,
দেখিল অমনি, দ্যুলোক রমণী
শান্তি—আলো-করি' আছে বিশ্ব-চরাচর ॥ ১৪৭ ॥
চারিদিকে দেব-দেবী অগণন
পারিজাত-গন্ধে মনে জাগাইয়া নন্দন-কানন,
ছিটায়ে নির্ম্মল মন্দাকিনী-জল,
দেব-নিভ করি'-তুলে মর্ত্ত্যের আনন ॥ ১৪৮ ॥
"প্রণম' শান্তির পদে দুঃখ যা'বে"
বলিয়া সুসঙ্গ প্রণিপাত করে তদগদ-ভাবে।
প্রণমিল কবি পুলকিত-চ্ছবি,
লভিল পরম-পদ পাদ-পদ্ম-লাভে ॥ ১৪৯ ॥
অঙ্গে পেয়ে মন্দাকিনী-জল-সঙ্গ
অন্তরে অমর হ'ল কবিবর, ভয় হ'ল ভঙ্গ।

পাপ-তাপ-ক্লেশ—সব হ'ল শেষ,
মুখ-চক্ষু ধরি-উঠে নব এক রঙ্গ ॥ ১৫০ ॥
হৃদি-মাঝে পাইয়া চেতন-রবি,
ফুটিল নয়ন-পদ্ম ! "দ্বিজ হৈনু" মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্ম-তালু ভেদি', ভব-পাশ ছেদি',
উঠে জ্ঞানানল-শিখা হিরণ্ময়-ছবি ॥ ১৫১ ॥
এমনি তাহার জ্যোতি সুবিমল !
নয়নে না দেখা যায়, দেখা-যায় চেতনে কেবল।
জড় অঙ্গ-চয় হইল চিন্ময়,
ইন্ধন যেমন হয় অনলে-অনল ॥ ১৫২ ॥
ধরাতল রসাতল নভস্তল,
আনন্দে আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণন বিফল।
জ্ঞানাঞ্জন মাখি' লভে দিব্য-আঁখি,
লভে ব্রহ্ম-সহবাসে কোটি পুণ্য-ফল ॥ ১৫৩ ॥
পুণ্য-লোক হইতে এ'লেন সত্য;
পদ পূজি' তাঁহার দেবতা-গণ করে আনুগত্য।
আইলেন ধর্ম্ম, আইলেন শর্ম্ম,
দেব-লোকে দোঁহার যুগল আধিপত্য ॥ ১৫৪ ॥
আইলেন শ্রী হ্রী ধী করুণা ক্ষমা ;
আইলেন ভগবতী পরা বিদ্যা, দ্যুতি অনুপমা ;
শ্রদ্ধা নামে সতী, সত্য যাঁর পতি,
আইলেন ; প্রীতি আর সুন্দরী পরমা ॥ ১৫৫ ॥

বলিল, আনন্দ-ভূপ, দিক্‌পালে
"কন্যা-গণ আসুন! করিব আমি পুণ্য এই কালে
করতব্য যাহা! আসিছেন—আহা—
সুভূষা যেমন উষা পূরব আড়ালে! ১৫৬ ॥
হইতেছ সংসার-ধরমে ব্রতী—
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন-দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা-ললনা, শোভা, কলপনা,
এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ১৫৭ ॥
সত্য-দেবে দাঁড়াও সম্মুখ-করি',
বল' 'প্রভু তুমি সাক্ষী—নাশ' বিঘ্ন প্রসাদ বিতরি'।"
স্মরি' সত্য-নাম করহ প্রণাম,
বল' 'তব পদ-যুগ ভবার্ণবে তরী' ॥" ১৫৮ ॥
অতঃপর ফিরাইয়া দুই পক্ষ
মুখা-মুখি দাঁড়-করাইল ভূপ যাহে যা'র লক্ষ ;—
কবি-কল্পনায়, কল্যাণ-শোভায়,
সু-মুহূর্ত্তে বাঁধি'-দিল জীবনের সখ্য ॥ ১৫৯ ॥
দেবলোকে যেমন বিবাহ-বিধি
সেইরূপে কন্যাদান করিল আনন্দ গুণ-নিধি।
প্রমদা ধনীরে সঁপি দিল বীরে
ঋতুরাজ ভূপতির হ'য়ে প্রতিনিধি ॥ ১৬০ ॥
মিলি সব দেবতা পর্ব্বত-শিরে
আরম্ভিল পরম ব্রহ্মের স্তব রজনী-গভীরে।

ভুবন ভরিয়া মোহিত করিয়া
উঠে গীত, শুনে কবি লোমাঞ্চ শরীরে ॥ ১৬১ ॥

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার ॥ ১৬২ ॥

নানা রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশি রবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায় ॥ ১৬৩ ॥

তপত কাঞ্চন ভাতি, জ্বলদ্ অক্ষর-পাঁতি
অগনন তারকা-নিকর।
গগনের নীল পাতে, লিখিত সুন্দর-হাতে,
কবিতা-রহস্য মনোহর ॥ ১৬৪ ॥

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি
বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম ॥ ১৬৫ ॥

আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি, ভাব ল'য়ে নরনারী,
হাহা করে নেত্রে বহে ধারা ॥ ১৬৬ ॥